Contents

৩য় বর্ষ

৯ম ও ১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

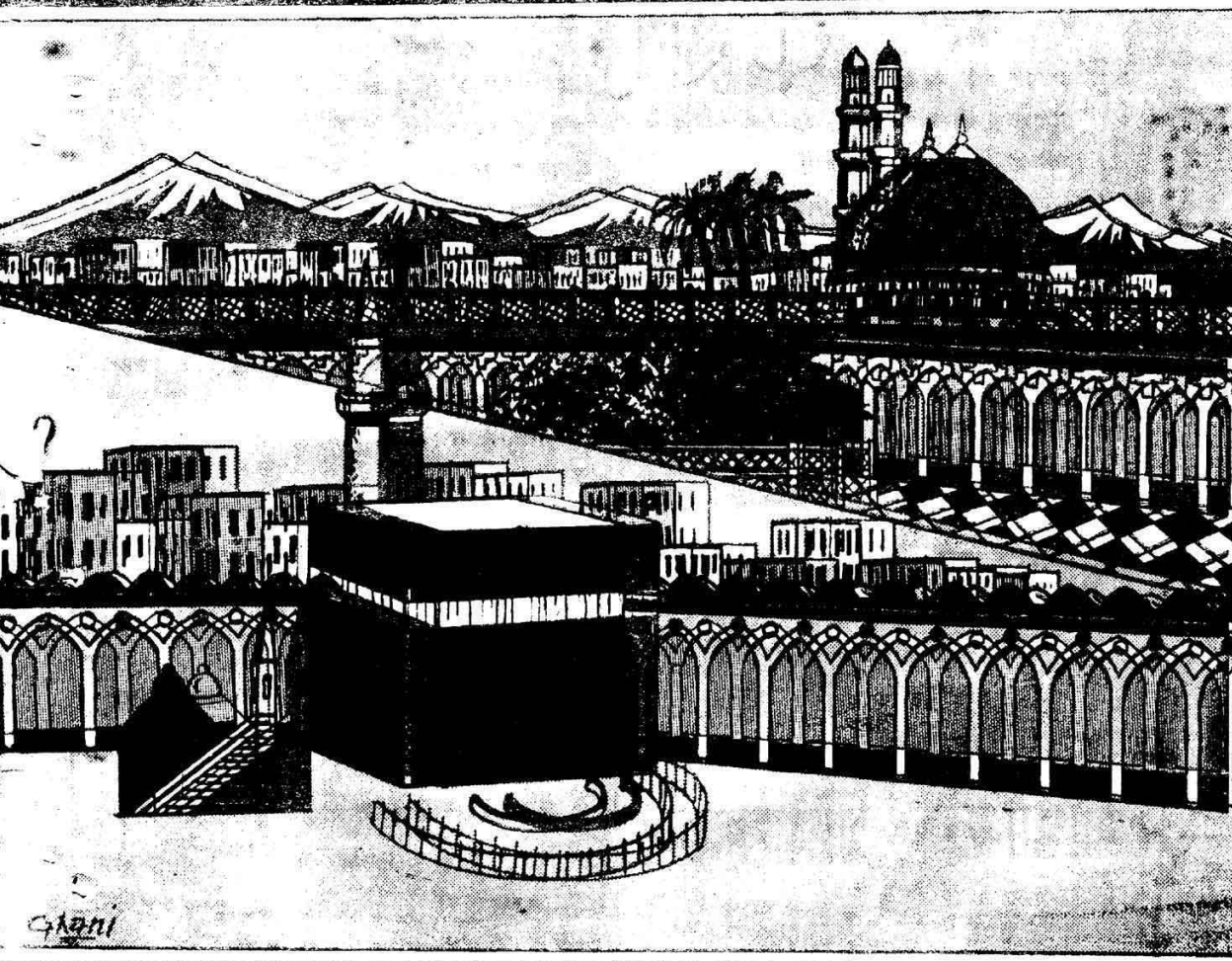

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

যুল্‌কাদা ও যুল্‌হিজ্‌জাহ–হিঃ ১৩৭১

শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫৯ সাল।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। করি আজ মুনাজাত	কাজী গোলাম আহমদ	৩৪৭
২। মানুষ মোহাম্মদ [দঃ]	মোহাম্মদ আব্‌দুল্লাহ্‌	৩৪৮
৩। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর	৩৫৫
৪। পথ কোথায় ?	মোঃ আফছার উদ্দীন বিশ্বাস	৩৬০
৫। আবার সুরাহী ধরো	মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	৩৬৩
৬। বাঙলার মা'রফতী সাহিত্য	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৬৪
৮। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও মোছলমান সমাজ	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৩৭১
৯। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি		৩৯৭
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ		৪০৮

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ | যুল্‌কাদা ও যুল্‌হিজ্‌জাহ—হিঃ ১৩৭১ শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫৯ সাল। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

করি আজ মুনাজাত

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

পংগু করোনি—দিয়েছো আমায় জোর্‌ওয়ার দু'টো হাত—
তাই তুলে আমি দরগাহে তব করি আজ মু'নাজাত।
জানোয়ার সম করোনিকো খোদা—আমায় বে-জবান—
ভাব প্রকাশের ভাষা দানিয়াছ'— ওগো ও মেহেরবান।

করোনি অন্ধ— দিয়েছো দৃষ্টি— দেখিবারে তব দান,—
খঞ্জ করোনি— দিলে দুই পদ—চালাবারে অভিযান।
কুৎসিত কোরে গড়োনিকো কায়া— কোরেছ' খুব-সুরাত্‌—
কৃতজ্ঞতা তাই জানাই আবার তোমা' পানে তুলি হাত।

নিঃস্ব পথের ভিখারী করোনি— করোনিকো উন্মাদ -
দিয়েছো স্ব-জন-সাথীও আমারে – দিয়েছো প্রেমের স্বাদ।
জরা-ব্যাধি হোতে মুক্ত রেখেছো — মূর্খ করোনি মোরে –
শত শুক্‌রিয়া জানাই খোদা—বারে বারে যোড় করে।

www.ahlehadeethbd.org

মানুষ মোহাম্মদ [দঃ]

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, বি, এ,

পাপ-পংকিল, অন্যায় কলুষিত ধরণীর ধূলো—যাঁদের চরণ রাজীবের পুণ্য পরশে হয়েছে ধন্য, অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি-ব্যভিচারের পিচ্ছিল পথে মুইয়ে-পড়া, অবনমিত, আত্মভোলা, সর্বহারা মানুষদেরে যে সকল ভাববাদী মহামানবগণ শুনিয়েছেন শুভ্র-সুন্দরের বাণী, তুলে ধরেছেন তাদের সামনে আশার দীপ্ত প্রদীপ, দেখিয়েছেন তাদেরে মুক্তির পথ, দিয়েছেন অমৃত লোকের সন্ধান— তাঁদের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শ্রেষ্ঠতম। যুগে যুগে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে এ দুনিয়ায়; কিন্তু তাঁদের পয়গাম, তাঁদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ কাল, নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে; আর, আমাদের মহানবীর (দঃ) মহাপয়গাম দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের গণ্ডি গেছে ছাড়িয়ে,—সারা দুনিয়ার সকল যুগের সর্ব মানুষের হাদী তিনি, মুক্তি-বাহক গুরু তিনি। তিনি سيد المرسلين, তাঁর মাঝে হয়েছে সকল মহাপুরুষের সর্ব শিক্ষার একত্র সমাবেশ—এই খানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু তিনি শুধু মহানবীই নন, তিনি মহা-মানবও। তাঁরি মাঝে হয়েছে মনুষ্যত্বের মূর্তবিকাশ। কোরআন বলেছে,—

"لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة"

"তোমাদের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবন চরিতে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" সত্যি, মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই, হজরতের (দঃ) মহান আদর্শের রঙীন ছোঁয়াচ লেগে যা সুন্দর, মধুর হয়ে উঠেনি। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন যেন মানব-জীবনের মূর্তিমান ব্যাখ্যা, বিরাট বিশ্বকোষ—পূর্ণ মানবতার সুন্দরতম-বিকাশ। তাঁর চরিত্রে দেখতে পাই—অনমনীয়—ব্যক্তিত্ব, সুদৃঢ় বিশ্বাস, অপূর্ব আল্লাহ-ভক্তি, অতুল দেশ-প্রেম, সুশৃঙ্খল রাজ্য-পরিচালনা, প্রেমময় স্বামীত্ব, স্নেহময় পিতৃত্ব— অর্থাৎ যা কিছু মানুষের জীবনকে করে তুলে সার্থক, সুন্দর, তার সন্ধান মিলবে মোস্তফা জীবনে। তিনি আদর্শ গৃহী। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' তাঁর কাম্য নয়। তিনি বলেন, "لا رهبانية فى الاسلام" ইছলামে কোন বৈরাগ্য নেই; কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত

৩৪৭ পৃষ্ঠার পর—

পশু-পাখী গাছ সৃজন কোরেছ'— দিয়েছো মিষ্টি পানি—
আমাদের তরে কতো নেয়ামত! এ তব মেহেরবানী!
অন্যায় হোতে রেহাই পেতে যে'—দিয়েছো বিবেক জ্ঞান—
প্রকাশের ভাষা নাহি মোর খোদা ক-ত তুমি মহীয়ান্!

ওগো রহ্মান! গাহি তব গান—সৃষ্টির আদি হোতে—
আমাদের তরে ওলি-আউলিয়া পাঠাইলে যুগ-স্রোতে
পাঠালে কেতাব,— লাখো আম্বিয়া; কতো না পয়মবর—
কাফের করোনি— পাঠায়েছো 'উম্মতে মোহাম্মদীর' ঘর।

বান্দারে যদি এত ভালোবাসো— ওগো মোর রহ্মান!
ক্ষমা করো তবে পাপীদের সব— সুন্দর করো প্রাণ।
'আলেমুল্-গায়েব' ওগো মোর খোদা— ওগো ও প্রভু স্বামিন্
'সুপথে চালাও পথ-ভ্রান্তেরে'— 'রাব্বুল্-আ-লামীন'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংসারী হলেও সংসারের মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, কর্তব্য-চ্যুত করতে সমর্থ হয়নি। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ায় বাহাদুরী আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পাপ-তাপ ভরা, মোহ-প্রলোভনময় সংসারে থেকেও যিনি নির্লিপ্ত আরাধনা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। হজরত তাই করেছিলেন।

মোহাম্মদ (দঃ) কোন 'য়ুনুভার্সিটীর' উচ্চ শিক্ষা পাননি, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ছোঁয়াচ তাঁর গায়ে লাগেনি, কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ মনন-শক্তি, উন্নত পরাণ, মহান চরিত্র, তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁকে মহৎ ও মহীয়ান ক'রে তুলেছিল। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল তাঁর শিক্ষাগার। বাল্যের মেষপালক — মোহাম্মদকে (দঃ) দেখি,— মেষ চরানোর ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের উপরে নির্জনে বসে বসে ভাবছেন দেশ ও দশের কথা,— দেখছি মক্কাবাসীদের তদানিন্তন অনাচার, অনিয়ম, দুর্নীতি-ব্যভিচার দর্শনে তাঁর কচি মন কেঁদে উঠছে। তিনি ভাবছেন এই শান্ত, উদার আকাশের তলে, ধরণীর মুক্ত ক্রোড়ে কেন এ অন্যায়, কেন এ অবিচার; ভায়ে ভায়ে সেথায় কেন এ হানাহানি? কেন নিষ্ঠুরতা, বর্বরতার এ ক্রূর হাসি? তিনি ভাবেন, আর উপায় খুঁজেন, এ দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার কি কোনো পথই নেই?

অবশেষে মুক্তির সন্ধান তিনি পেলেন। তাঁর সত্য-ধর্মের সোনার কাঠির পরশে একটা হীন, দুর্মদ, অধম জাতি সভ্যতায় কৃষ্টিতে, জ্ঞানে গরিমায় হয়ে উঠল জগতের বিস্ময়। শতধা-বিচ্ছিন্ন একটা জাতি তিনি তাঁর স্বর্গীয় শিক্ষার সোনার কাঠির পরশে করে তুল্‌লেন শক্তিবন্ত ও অজেয়। আরব ভূমি হয়ে উঠল এক অনাবিল পুণ্য ভূমি। আর, বিশ্বের — মানুষের জন্যে রেখে গেলেন তিনি অপূর্বসম্পদ — তাঁর মহান আদর্শ।

তাঁর চরিত্রে দেখতে পাই কঠোর-কোমলের অপূর্ব সংমিশ্রণ। শত্রুর কাছে ছিলেন তিনি কঠোর, অনমনীয়; কিন্তু আর্ত-ব্যথিতের শোকবেদনা করে তুলেছে তাঁকে আকুল। তাই দেখি একা বিজন গাছ তলায় শায়িত তাঁর সামনে মুক্ত কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান বে-দীন কাফেরের হাত থেকে খসে পড়ছে তার মারণোদ্যত অস্ত্র, আল্লাহর উপর তাঁর পরম নির্ভরশীল নির্ভীক উক্তির বিস্ময়কর প্রভাবে; আর সেই পরম শত্রু তখনই আলিংগন কচ্ছে তাঁকে মিত্র ভাবে। আমরা দেখতে পাই ব্যথিতের ক্রন্দন রোল স্নেহ-পরশে করছেন তিনি শান্ত, বিধবার শোকাশ্রু দিচ্ছেন তিনি মুছিয়ে, দুস্থ অনাথার পাশে বসে করছেন তার সেবা। কাফের অতিথি তাঁর বিছানাপত্র পুরীষ-কলংকে নষ্ট করে দেয়— আর নিজ হাতে তিনি সে সব পরিষ্কার করেন। ফেলে-আসা তরবারীর খোঁজে প্রাতে ফিরে-আসা সেই অতিথিকে তিনি বলেন,—রাত্রে তোমার অনেক তকলীফ হয়েছে ভাই, আমায় মাফ কর···। মনুষ্যত্বের সেই উজ্জ্বলতম বিভায় অতিথির চোখ যায় ধাঁধিয়ে, নত হয়ে আসে তার মস্তক, অবশেষে তাঁর হাত ধরে সে খুঁজে পায় মুক্তি পথের পাথেয়।

মহাপুরুষদেরে সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ ভয়-সম্ভ্রমের চোখেই দেখে থাকে; দেবতা জ্ঞানে — তাঁদেরে পূজা করে, দূর থেকে নমস্কার জানায়—নিজেদের জীবনে তাঁদেরকে খুঁজে পায়না। কিন্তু আমাদের মোহাম্মদ (দঃ) ঈশ্বর নন, দেবতা নন, ঈশ্বরের পুত্র নন তিনি মহা নবী হয়েও আমাদেরই মত মানুষ— জলদগম্ভীর স্বরে তিনি ঘোষণা করেন,— انا بشر مثلكم, — আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, বস্তুতঃ সারা জীবন তিনি গেয়ে-গেছেন এই মানবতার জয় গান। মানুষ তাঁকে একান্ত আপনার করে নিয়েছে—নিতে পেরেছে, তাই অন্যান্য মহাপুরুষের চাইতে তার অনুসরণ হয়েছে সহজসাধ্য। আর যারা তাকে অনুসরণ করেছে মানব জীবন হয়েছে তাঁদের ধন্য। মনীষী ড্রেপার তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, The man who of all men exercised the greatest influence upon the human race, তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সব লোক অপেক্ষা মানব জাতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মদীনায় মস্‌জিদ তৈরী হবে। সর্বসাধারণের সাথে তিনি তার জন্যে ইট বয়ে নিচ্ছেন। নবীত্বের অহমিকা নেই, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান নেই,— নিতান্ত একজন সাধারণ কর্মীর মত তিনি কঠোর ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন তার সেবার সুযোগলাভের জন্য ব্যস্ত, তখনও তিনি মানুষের সেবা করবার জন্যে ব্যাকুল!

তাঁর সারল্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। পথে চল্‌তে ছোট্ট ছেলেটীকে তিনি কোলে তুলে নেন,— তার বুলবুলির খবর জিগ্‌গেস কর্‌তে তাঁর ভুল হয় না। পথিকের উপর তিনি ছালাম জানান—মোসাফাহা করেন তাঁর সাথে, অথচ হাত তিনি আগে ছাড়িয়ে নেন না। ছাহাবা পরিবেষ্টিত মজ্‌লিসে বসে অনেক দিন পরে দুধমা হালিমাকে দেখ্‌তে পেয়ে শিশুর মত আবেগভরে তিনি ডেকে উঠেন, "মা, মা আমার"। তাঁর বস্‌বার জন্যে বিছিয়ে দেন নিজের গাত্রাবরণ। জীবনে কোনো দিন কারো সাথে তিনি কঠোর ব্যবহার করেন নি, কঠোর কথা বলেন নি। দশ বছর তাঁর খেদমত করার পর তাঁর ভৃত্য আনছ বলেছেন, "তিনি কোনোদিন আমাকে উঃ, আঃ বলেন নি।" চরম শত্রুকেও তিনি মাফ করেন হাসিমুখে। বিজয়ী বীরবেশে যেদিন তিনি মক্কায় এলেন, তাঁর চির শত্রু মক্কাবাসীরা সেদিন কী ভীষণ অকল্পনীয় শাস্তিরই না কর্‌ছিল প্রতীক্ষা! অথচ রছুল (দঃ) হাসিমুখে— তাদের মাফ করে দিলেন, বল্‌লেন, لاتثريب عليكم اليوم তোমাদের উপর আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই।...

জীবনে তিনি কখনো মানুষের আস্থা হারান নি। তাঁর পরম শত্রুদের কাছেও তিনি 'আল্‌-আমীন'—। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মক্কা ত্যাগের দিনটিতেও তাই দেখি, তাঁর শত্রুদের অনেক মালমাত্তা তখনও রয়েছে তাঁরই কাছে গচ্ছিত!

সর্ব অবস্থায় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ছিল তাঁর অপরিসীম— সর্ব সাফল্যের জন্যে তিনি চাইতেন আল্লাহরই সাহায্য। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর কর্তব্য কর্মে কোনো ত্রুটী করেন নি কখনো। বুকে নিয়ে একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা, মুখে নিয়ে আল্লাহর নাম তিনি মুক্ত অসি হস্তে নেমেছেন জেহাদের ময়দানে। বিপদে তিনি ধৈর্য্য হারান না, শোকে তিনি ভেংগে পড়েন না। বস্তুতঃ, ভক্তি ও বিশ্বাস, কর্ম ও প্রচেষ্টার যৌগপতিক সমাবেশই মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য; তাই, জীবনে কোনোদিন — তাঁকে বইতে হয়নি পরাজয়ের গ্লানি। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত হননি। সারা আরবজাহান যখন তাঁর করতলগত, তখনও দেখি, হীরা মুক্তার আস্তরণ তাঁর শয্যার শোভাবর্দ্ধন করে না; কোন রত্ন-সিংহাসন তাঁর দরবার গৃহ অলঙ্কৃত করেনা। একটা ছেঁড়া মাদুর তাঁর বিছানা, আর মস্‌জিদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনই তাঁর দরবার, তখনো তিনি নিজহাতে জুতোজামা সেলাই করছেন, ছাগ দুইছেন, জীবিকার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করছেন!

তিনি এসেছিলেন শান্তির বারতা নিয়ে। কোরআনের ভাষায়, 'وما ارسلناك الا رحمة للعالمين' বিশ্ব জগতের রহমত রূপেই তোমাকে প্রেরণ করেছি। সংসারের অজ্ঞান-তমসা দূর করতে তিনি এসেছিলেন ভাস্বর জ্যোতি নিয়ে। তিনি ছিলেন সংস্কার-মুক্ত উদার সাধক, সুবিবেকী, জ্ঞান-বৃদ্ধ মহাতাপস। জ্ঞানের প্রতি তিনি জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাই তাঁকে বলতে দেখি— জ্ঞানীর দোয়াতের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে পবিত্র। জ্ঞানীর এক রাত্রির ঘুম অজ্ঞানের সহস্র রজনীর এবাদতের সমান।.....

'আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি' কিন্তু এখনও— আমাদের মাঝে অন্যায়, দুর্নীতির অবধি নেই, 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' এখনও নিত্য আকাশে — বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে; পাপ-তাপ-পূতি-গন্ধে ভরা দেশ— গভীর তমসাচ্ছন্ন আমাদের ভবিষ্যৎ। যে 'মহান আদর্শে' অনুপ্রাণিত হয়ে মুষ্টিমেয় আরব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়েছিল প্রত্যক্ষতঃ সে আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি এবং আমরা স্বাধীন হয়েও আজও তাই পূর্ণ 'মানুষ'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্যবসিত হইয়াছে। মানুষ সেগুলির অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারে নাই, লক্ষ্যহারা হইয়া পাঁকে পড়িয়াছে।

বিপদে মোরে রক্ষা করো; এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
(গীতাঞ্জলী)

অথবা—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর॥
তোমায় আমায় মিলন হোলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর॥
(গীতাঞ্জলী)

এ সকল ভাব ও অভিব্যক্তি অতীব উচ্চস্তরের, কিন্তু সাময়িক। কবির হৃদয়ে এ সমস্ত ভাবধারা কোন স্থায়ী দাগ কাটিয়া রাখিতে পারে নাই। এগুলি কবির ৫২ বৎসর বয়সের লিখা। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাব এবং আকীদার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বিস্তর। এইজন্য তওহীদ-বিশ্বাসী মোছলমানের নিকট তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিশেষ মূল্য নাই, কারণ একজন অতি-সাধারণ মোছলমানকেও হাতে কলমে তওহীদ এর যেরূপ অমিশ্র শিক্ষা এবং অনুপম দীক্ষার কসরৎ প্রত্যহ করিতে হয়, অতি-পণ্ডিত বিশ্ব-কবিরও সে শিক্ষার অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় নাই। "বিশ্বদেব," "জীবন-দেবতা" ইত্যাদি অতি সুন্দর কবিতাগুলিও তাই সোনার পাথর বাটীতে পরিণত হইয়াছে। পিচ্ছিল উচ্চপথে হাঁটিতে গিয়া দুর্ব্বল পথিক যেমন গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়,—ঈমান-হীন ব্যক্তিগণও তেমনি শাশ্বত সুন্দর এর সাধন পথে হাঁটিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়, স্থির থাকিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।

রবীন্দ্র সাহিত্যে মোছলমান পাঠকের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিকর বিষয় হইতেছে—পরজীবন সম্বন্ধে তাঁহার অস্পষ্ট ও কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন ধারণা—যার অপর নাম হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। এই জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি-অশ্রু, সম্পদ দারিদ্র্য, পাপ পুণ্য ইত্যাদির চিন্তা করিলে দেখা যায়, জীবনে মিল এর চাইতে গড়মিলই বেশী। আমাদের ধারণায় ও বিচারে সেখানে যেমনটী হওয়া উচিত, ঠিক তার বিপরীত হইতেছে। পুণ্যবান দুঃখভোগ করিতেছে, পাপী অশেষ সুখসম্পদ ভোগ করিতেছে। জীবনের এই গড়মিল সম্বন্ধে পৃথিবীতে যুগে যুগে দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু দর্শন মতে ইহ-জীবনের সুখ সম্পদ লাভ—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। অবশ্য ইহজন্মে কুকর্ম্ম করিলে আবার ইহার পরজন্মে মানবাত্মা অধোগতি লাভ করিবে, এবং যতকাল পাপমুক্তি না হয়, ততকাল যাবত তাহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক মোছলমানকে কঠোরভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহজীবনের সুখসম্পদ পরম পিতা আল্লাহপাকের পরম স্নেহের দান। এ জীবন একটা পরীক্ষা। তিনি কাহাকেও অজস্র ঐশ্বর্য দান করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কাহাকেও সুখসম্পদ দান না করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। জীবনের পরপারে ইহজীবনের সমস্ত সম্পদরাজির সদ্ব্যবহার কিংবা অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ব্যাপারে মানুষের বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক জীবনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আকাশপারের বাণীসহ (কোরআন) নবী (দঃ) প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং সদাপ্রভুর মহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দরবারে মানুষের ইহজীবন এর কৃতকর্মের জওয়াবদিহি করিতেই হইবে, এবং বিচারান্তে সুকৃতির সুফলস্বরূপ জান্নাত-সুখলাভ ও দুষ্কৃতির কুফলস্বরূপ জাহান্নম এর শাস্তিভোগ করিতে হইবে। এ মহাবিশ্বাস একটুও ক্ষুন্ন হইলে ঈমান নষ্ট হইয়া মানুষ অধঃপতিত বে-ঈমান ও কাফের দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মোছলমানের ধর্মবিশ্বাস এ ব্যাপারে একেবারে আপোষহীন। অতএব কবি বা দার্শনিক হিসাবে মানুষ যত বড়ই হউন, পবিত্র কোরআন নির্ধারিত মতবাদ (Ideology) এর বিরুদ্ধে কোন কথাই মানিবার অধিকার আমাদের নাই।

সাধারণ হিন্দুর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তরবাদ এর বিশ্বাস ততটা স্থূল এবং অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন নহে। বয়স এর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এ বিশ্বাসও অনেকটা রূপ বদলাইয়াছে। তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়সে লিখিত "স্বর্গ হইতে বিদায়" নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় তিনি সাধারণ হিন্দুর মতই বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছেন—

ম্লান হ'য়ে এল কণ্ঠে মন্দার-মালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা
মলিন ললাটে;—পুণ্যবল হোলো ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন,
হে দেব হে দেবীগণ!

তারপর ৫৬ বৎসর বয়সে-লেখা "যাত্রাশেষ" নামক কবিতায় লিখিতেছেন :—

মুদ্রিত আলো'র কমল কলিকাটীরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে॥
× × × × ×
জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা;
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মা ভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া;
ম্লান-দিবসের-শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥

"তাজমহল" এর স্রষ্টা প্রেমিক-সম্রাট "শাহজাহান" এর ন্যায় খাঁটী তওহীদ-পন্থী মোছলমানও বিশ্বকবির হাতে পড়িয়া জন্মান্তরের ধাক্কায় পড়িয়াছেন :—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।

সুতরাং তাঁহার নির্ম্মিত অমর-কীর্ত্তি তাজমহল তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আফছোছ করিতেছে :—

যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিলনা, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিলনা সমুদ্র পর্ব্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহ দ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি প'ড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

অবশ্য তাঁহার জন্মান্তর-বাদের ভিন্ন অর্থ করিবার সুযোগও কেহ কেহ পাইয়াছেন। ৫৯ বৎসর বয়সে লেখা "চিরন্তন" নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :—

যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইবনা মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব—বেচা কেনা
মিটিয়ে দেব—লেনা দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ॥

যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়
কাঁটা-লতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
পরবে সজ্জা বন-বাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলোয়;
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় ক'রবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাক্‌বে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ॥

এই সকল উদ্ধৃতি গুলির মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, চিরন্তন মানবাত্মা "একূল হইতে নব-জীবনের কূলে" অথবা নূতন জীবন প্রভাতের সংহ-দ্বার পানে অথবা এই জীবনের পরিত্যক্ত দ্রব্য সম্ভার বা স্মৃতি রেখার পানে,—ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি যে দিকেই যাত্রা করুক না কেন, বিশ্ব কবির পরজন্মের ও পরজীবনের লক্ষ্য স্থল যে আদৌ নির্ণীত হয় নাই তাহা অবধারিত। গাঢ়তম অন্ধকার পথে অর্দ্ধেক অন্ধ পথিক যেমন হাতড়াইয়া পথ চলে,—ক্ষণিক বিদ্যুত বিকাশের আলো আঁধারে আশা-নিরাশার মাঝে তার চিত্ত যেরূপ শঙ্কাকুল ভাবে দোলে,—কবিরও সেই অবস্থা। শিক্ষা ও সংস্কারের দোলায় দোল খাইতে খাইতে অবশেষে সংস্কারই জয়ী হইয়াছে। তাই জীবন সন্ধ্যায় তিনি হতাশ ভাবে নিজের দেহ খানা আত্মীয় বন্ধুদের হাতেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাও পরম নিষ্ঠার সাথে উহা পোড়াইয়া সেই ছাই গায়ে মাখিয়াছেন। কবির আত্মা এ দৃশ্য দর্শন করিয়া কেমন বোধ করিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্ পাক জানেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—তাঁহার রচিত কাব্য-সুধা বিনা বিচারে আকণ্ঠ পান করিয়া মোছলমান সমাজে এক শ্রেণীর "কাজী আবদুল ওদুদ" সৃষ্টি হইয়াছে—যারা মেরুদণ্ডহীন, যারা ইছলামী আকীদায় অবিশ্বাসী, যারা সহজে অনর্গল ভাবে এমন বেহুদা কথা বলে, যার ফলে মানুষ কাফের হয়!

জীবনে আর্টের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ইছলাম এর শিক্ষা এইযে, আর্ট জীবন ধর্ম্মী হওয়া চাই। মানুষের রুচি এবং সংস্কার উন্নত করিতেই কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং নিষ্কলুষ আর্ট এর সমঝদার মোছলমানই সকলের চেয়ে বেশী হইবে। গান্ধীজীর ভাষায় The man whose life comes nearest to perfection is the greatest artist. অতএব Art for Art's sake এই ভ্রান্ত ও মারাত্মক নীতি মোছলমানের নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য।—মানুষের রচিত কথা—তা যতই সুন্দর এবং মূল্যবান হউক না কেন, কোরআন-বাণীর আলোকে তাহা যাচাই না করিলে তার ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা বিচার করিবার শক্তি কাহারও নাই। যাহারা অতি মাত্রায় কাব্য-বিলাসী, তাহাদের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :—

والشعراء يتبعهم الغاوون - الم تر
انهم فى كل واد يهيمون - وانهم
يقولون مالا يفعلون *

মূর্খেরাই (বিনা বিচারে) কবিগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। তুমি কি দেখনা তাহারা প্রত্যেক উপত্যকাতেই কল্পনার ঘোড়া ছুটাইয়া থাকে এবং যাহা করেনা, তাহাই বলিয়া বেড়ায়? (কোরআন, ছুরা শোয়ারা)

আল্লাহ্ এই পণ্ডিত মূর্খের কুহক হইতে নব জাগ্রত বাঙালী মোছলমানের উদ্ধার সাধন করুন। আমীন।

www.ahlehadeethbd.org

ভারতের মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সগীর—এম, এ।

সৈয়দ ভ্রাতাদের সহিত সম্রাটের প্রকাশ্য বিবাদ

যোধপুর অভিযান কালে, সৈয়দ হোসেন আলীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মীরজুমলা স্বীয় ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়াইয়া লন। শাহী Seal বা মোহর রক্ষার ভার মীর জুমলাকেই সম্রাট প্রদান করেন এবং প্রায়ই প্রকাশ্যভাবেই একথা বলিতেন যে,—"মীরজুমলার কথা আমারই কথা।" অন্যদিকে কুতুবুল্‌মুল্ক বিলাসব্যসনে নিমগ্ন হইয়া রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য—কর্ম্মে দারুণ অবহেলা করিতে লাগিলেন। মূলতঃ তিনি সৈনিক; সুতরাং অসামান্য রণনৈপুণ্য থাকিলেও অসামরিক ব্যাপারের জটিলতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাই তিনি স্বীয় প্রিয়-পাত্র,—হিন্দু বেনিয়া রতনচাঁদের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে এই রতনচাঁদ রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং ২০০০ হাজারী মনসবদারীর পদও তাঁহাকে দেওয়া হয়। নিয়ম ছিল যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের নিয়োগ উজিরের মধ্যস্থতায় হইবে। পদ-পূরণের ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগমও হইত। কিন্তু রতনচাঁদের অপরিমিত লোভ মাত্রা অতিক্রম করায় উমেদারবৃন্দ অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ফলে বাদশাহের প্রিয়-পাত্র মীরজুমলা উজিরকে ডিঙ্গাইয়া সরাসরি এইসব লোকের দরখাস্ত বাদশাহের নিকট পেশ করিয়া মঞ্জুর করাইয়া লইতে লাগিলেন। ইহাতে একদিকে উজিরের যেমন আর্থিক ক্ষতি ও সম্মান প্রতিপত্তির হ্রাস হইল, অন্যদিকে মীরজুমলার অহেতুক অর্থাগম হইতে লাগিল এবং প্রতিপত্তিও অপরিমিতরূপে বাড়িয়া গেল। মীরজুমলা বাদশাহের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতাদের উপর রাষ্ট্রের যে গুরুভার অর্পণ করা হইয়াছে, উঁহারা তার অনুপযুক্ত।

হোসেন আলী খাঁ যোধপুর অভিযান করিলে রাজা অজিৎ সিংহের যে গুপ্তপত্র প্রেরণ করা হয় তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক, গুপ্তপত্র হোসেন আলী খাঁর হস্তগত হয়, সুতরাং ফরুখশিয়রের মনোভাব তাঁহাদের প্রতি কি প্রকার এবং তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করার জন্য কি প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তার সম্যক্ পরিচয় তাঁহারা ইহাতে ভালভাবেই পান। অন্যদিকে কুতুবুল্‌মুল্ককে ক্রমশঃ শক্তিহীন করিয়া মীরজুমলাই উজিরীর কর্ত্তৃত্ব করিতেথাকায় সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের বিরোধ মনোভাব আরও বাড়িয়া যায়।

হোসেন আলী খাঁর দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দুই তিন মাস বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিয়া যায়। কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিরাম ছিলনা। সম্রাটের প্রিয় পাত্রগণ তাহাকে এই বলিয়া অনবরতঃ উত্তেজিত করিতেন—"শাহান শাহ, সৈয়দ ভ্রাতারা হুজুরকে তাহাদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত করিতে চায়। তাঁহারা রাজ্যের সামরিক ও অসামরিক বিভাগের দুই প্রধান পদ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের আত্মীয়স্বজনরা বহু বহু পদে অধিষ্ঠিত। তাহাদের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং তাহারা যে একদিন ক্ষমতায় অন্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এবং ইহা করিতে গেলে, উঁহাদের ঠিক সমান সমান ক্ষমতা আরও দুইজন ওমরাকে প্রদান করিতে হইবে। যদি এই ব্যবস্থায় সৈয়দভ্রাতারা নতি স্বীকার করেন, তাহা হইলে, কোন কথাই নাই, নির্ব্বিবাদেই উদ্দেশ্য হাছেল হইবে। কিন্তু যদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে নবক্ষমতা প্রদত্ত আমীরদ্বয় উঁহাদের বিরুদ্ধে শক্তিচালনা করিয়া উঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবেন। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ সর্ব্বশেষ উপায় হিসাবেই ব্যবহৃত হওয়া দরকার। জুলফিকার খাঁ এর মত তাঁহাদিগকে অসতর্ক অবস্থায় ও অতর্কিতভাবে বন্দী করিতে হইবে।"

রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ও অস্থিরচিত্ত সম্রাট এই আপাতমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উহাকেই রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এবং তদনুযায়ী খানদওরান ও মীরজুমলার পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অকস্মাৎ বৃদ্ধি করেন। তাঁহাদের উভয়কেই ৭০০০ হাজারী মনসবদারীর পদ প্রদত্ত হয়। ঐ পরিমিত অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহের জন্য, সরাসরী শাহী ফরমানে (উজিরের মধ্যস্থতায় নহে) তাঁহাদিগকে রাজকীয় ধনাগার হইতে প্রভূত অর্থ দেওয়া হয়। সৈয়দভ্রাতারা তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাসের এই নমুনা দেখিয়া প্রথমতঃ হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাই তাঁহারা সাময়িকভাবে এই অপমান হজম করিয়া লইলেন। কিন্তু বাদশাহী মহলের কোন কোন গোলামের অসাবধানতার ফলে তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারেন যে, তাঁহাদিগকে খতম করার উদ্দেশ্যেই এই নব ব্যবস্থা। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সম্রাটমাতাই গোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া সৈয়দভ্রাতাদের সাবধান করিয়া দেন।

এই সময় সৈয়দ হোসেন আলীর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি স্থির করেন যে, তিনি এই উপলক্ষে সম্রাটের নিকট কিছু নজর পেশ করিয়া শিশুর নামকরণ করাইয়া লইবেন। সেই সময় সম্রাট শিকার হইতে ফিরিবার পথে দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় হোসেন আলী খাঁ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া সঙ্কেতে জানিতে পারেন যে তথায় তাঁহাকে অতর্কিতে বন্দী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাই তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত বাটী ফিরিয়া আসেন।

বাটী ফিরিয়াই হোসেন আলী খাঁ সম্রাট সমীপে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন যে, তাঁহাদের আনুগত্য ও বশ্যতা সম্বন্ধে সম্রাটের মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং সম্রাট তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য করা ছাড়া এক্ষেত্রে তাঁহাদের করণীয় কিইবা আছে? কিন্তু তাঁহারা স্বীয় আত্মসম্মানকে নিজেদের জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান মনে করেন। নিজেদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁহারা নিজেদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সুতরাং সসম্মানে তাঁহাদিগকে তাহাদের আবাস-ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হউক। তথায় তাঁহারা সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিয়া খোদাতা'লার দরবারে প্রার্থনা করিবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া সম্রাট খুব ভীত হইয়া পড়িলেন এবং শশব্যাস্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সৈয়দ ভ্রাতাদের সহিত পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদে পৌঁছাইবার পরে পরেই তিনি উজিরের নিকট হইতেও ঠিক অনুরূপ পত্র পাইলেন। এই সময় হইতে সৈয়দ ভ্রাতারা দরবারে গমন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিজেদের আবাস গৃহ সুরক্ষিত করিলেন। যাহা হউক, মিটমাটের কথাবার্ত্তা ৯ দিন ধরিয়া চলিল। সৈয়দ ভ্রাতারা প্রস্তাব করেন যে হয় (১), তাঁহাদিগকে তাহাদের পৈতৃক আবাসে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হউক; নয় (২), বলখ ও বদখশাল ভূমি তাহাদিগকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হউক, যদি উহা তাহারা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন; অন্যথায় (৩), যদি এই উভয় শর্ত্ত গৃহীত না হয় তাহা হইলে ষড়যন্ত্রকারীরা ও কুৎসা রটনাকারীরা আসুক এবং প্রাসাদের 'ঝরোকার' নিচে যমুনার বেলাভূমিতে তাঁহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যে পক্ষ জয়ী হইবেন সেই পক্ষই ক্ষমতার আসনে আসীন হইবেন। কিন্তু সমস্ত কথা ও অনুযোগের উত্তরে সম্রাট শুধু এই উত্তরই দিলেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের কথা তিনি অবগত নহেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্রাটের পার্শ্বচর ও স্তাবকেরা বুঝাইল যে সৈয়দ ভ্রাতাদের স্বীয় আবাসভূমে যাওয়ার অর্থ সুপরিস্ফুট, তাঁহাদের অধীনে বিরাট সৈন্যদল, লোকজন ও অর্থ রহিয়াছে। সুতরাং পদত্যাগ করার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, যদি বিনাবাধায় এই উপায়ে রাজধানী হইতে সরিয়া পড়িতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিবেন। এই সময় হইতে এই ঝগড়ার কথা প্রকাশ্যেই জানাজানি হইয়া যায়। অবশেষে ইহাই স্থির করা হয় যে, বাহ্যিকভাবে কিছু না করিয়া গোপনে আর এক জন উজির নিযুক্ত করিয়া উঁহাদিগকে উৎখাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই গুপ্ত উজির কে হইবেন তাহা স্থির করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বখশী মোহাম্মদ আমীন খান চিন ইতিমদৌলা উক্ত পদের জন্য নিজের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিপ্রাখর্য্য এবং শৌর্য বীর্য্য ও পরাক্রমের কথা ভাবিয়া সম্রাট তাঁহাকেই এই পদে নির্ব্বাচিত করিবেন, এবং ইহা খুব সম্ভবপর যে, যদি তাঁহাকে এই পদ দেওয়া হইত এবং সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে তিনি ইহার সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি করিতে পারিতেন। কিন্তু সম্রাটের অনুচরেরা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, মোহাম্মদ আমীন খানকে ঐ পদে নিযুক্ত করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কারণ তিনি পরিণামে সৈয়দ ভ্রাতাদের অপেক্ষাও বেশী বিপজ্জনক হইয়া উঠিবেন এবং সে অবস্থায় তাঁহাকে উৎখাত করা একেবারেই অসম্ভব হইবে। মীরজুমলা ও খান দওরানের নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের যে এ বিষয়ে যোগ্যতা ছিলনা সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিজেরাও অবহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এই ভার লইতে পাশ্চাৎপদ হইলেন। অবশেষে প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া আমীন খানকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহারপূর্ব্বক কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে তাঁহাকে অপসারিত করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হয়। কিন্তু ইত্যবসরে আমীন খাঁ সম্রাটের আসল উদ্দেশ্য—জানিতে পারিয়া এই ব্যাপারে ইতস্ততঃ করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং উপায়ন্তর না—দেখিয়া পুনরায় সম্রাট সৈয়দ ভ্রাতাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গোলন্দাজ সৈন্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ইসলাম খান মাশহাদীর উপর দৌত্যকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। পরে খান দওরানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা জাফর (যিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন) এবং সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়ের আত্মীয় সৈয়দ শুজাআত খান প্রভৃতির চেষ্টায় একটা মিটমাট হইয়া যায়। সৈয়দ ভ্রাতারা দরবারে আসিতে সম্মত হন এবং ভীতবিহ্বল সম্রাট তাঁহাদের সমস্ত দাবী দাওয়া পূরণ করিতে বাধ্য হন। তদনুযায়ী সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল বলিয়া পরিচিত মীরজুমলাকে দরবার হইতে দূরে বিহারে প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইল। মীরজুমলার বুদ্ধিদাতা লুৎফুল্লা খানকেও তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা হইল। অতঃপর ইহাই স্থির হইল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ দাক্ষিণাত্যের ৬টী সুবার সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্বভার লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিবেন। দরবারের নিত্যনূতন ঝগড়া-ফসাদ এবং ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হইয়া হোসেন আলী খাঁও হৃষ্ট চিত্তেই এই ভাবে দরবার ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে সম্মত হইলেন।

দিল্লীতে প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি সম্রাটের সহিত বিদায় লইয়া অবশেষে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন। তিনি সেই সময় এই কথাই বলিয়া গেলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে যদি মীরজুমলাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান হয় বা তাঁহার ভ্রাতাকে উত্যক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ কোন ঘটনা—সংঘটিত হওয়ার পর ১০ দিনের মধ্যেই তিনিও দিল্লীতে হাজির হইবেন।

হোসেন আলী খাঁ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে না করিতেই নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল। গুজরাটের গভর্ণর দায়ুদ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম সুবা বুরহানপুরের গভর্ণর নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার নিকট দরবার হইতে এই মর্মে গোপন নির্দেশ পাঠান হইল যে তিনি যেন হোসেন আলীকে তাঁহার এই নূতন কার্য্যে পদে পদে বাধা প্রদান করেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্ভবপর হইলে তাঁহাকে যেন হত্যা করিয়া ফেলা হয়। দায়ূদ খাঁকে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, যদি তিনি উহাতে সফলকাম হন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের ছয়টী সুবার কর্তৃত্বভার তাঁহার উপরই অর্পিত হইবে। এই অনুশাসন পালন করিতে যাইয়া দায়ূদ খাঁ বুরহানপুরে হোসেন আলী খাঁর সহিত যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন তাহাতে হোসেন আলীই জয় লাভ করেন এবং দায়ূদ খাঁ নিহত হন।

অজিৎসিংহের কন্যার সহিত ফররোখসীয়রের বিবাহ

অজিৎসিংহের সহিত যে সন্ধি হয় তাহার অন্যতম প্রধান শর্ত থাকে এই যে, রাজার এক কন্যার সহিত সম্রাটের বিবাহ হইবে। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের জন্য এতদিন উহা—কার্যকরি হয় নাই। উক্ত বিবাদ নিষ্পত্তির পর হোসেন আলী খাঁ দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়। সম্রাটের মাতুল—শায়েস্তা খাঁ যোধপুর গমন করিয়া রাজার—কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এই রাজকন্যার নাম বাই-ইন্দর কুঁয়ার। দিল্লীতে আনীত হইবার পর এই কন্যাকে প্রথমতঃ আমীরুল উমরার প্রাসাদে রাখা হইল এবং—উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করার ভার কুতুবুল্‌মুল্কের উপর অর্পিত হইল। রাজকন্যাকে যথাবিধি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার পর কাজী-উল-কোজাত শরিয়ত খাঁ একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহরে সম্রাটের সহিত বিবাহ সুসম্পন্ন করিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে বিপুল ধুমধাম হয়। এবং যে সব রীতিনীতি পালিত হয় তাহা মোগল ও রাজপুত আচারের সংমিশ্রণ।

জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান ও যুদ্ধ

জাঠদের একটী প্রধান শাখা যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে দিল্লী ও আগ্রা নগরীদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূভাগে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। এই দুই প্রধান নগরীর যোগাযোগের রাস্তার পার্শ্বে অবস্থান করার ফলে তাহারা রাজপথের উপর দিয়া যাতায়াতকারী বণিকদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করার প্রভূত সুযোগ সুবিধা পাইত।—ফলে শুধু ফররোখসীয়রের আমলে নয়, তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এই অঞ্চলের রাজপথগুলিতে বণিকদের পক্ষে নিরস্ত্র অবস্থায় গমনাগমন করা নিরাপদ ছিল না। শাহজাহাঁর রাজত্বকালে মথুরার ফৌজদার উহাদিগকে দমন করিতে গিয়া নিহত হন। আলমগীরের রাজত্বকালেও অন্য একজন ফৌজদার অনুরূপভাবে নিহত হন। অবশেষে আলমগীর নিজে উহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। উহাদের দলপতি গোকুল ও তাহার প্রধান সহচর ধৃত ও নিহত হয়। ফলে উহাদের উপদ্রব সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।

ক্রমাগত বহু বৎসর ধরিয়া আলমগীরের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের ফলে এবং ঐ অঞ্চলের সুবাহ্‌দার ও অন্যান্য কর্মচারীগণের রাজকার্য্যে অবহেলা করার-দরুন এই দস্যুদল পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠে। উহাদের তৎকালীন নূতন দলপতির নাম চূড়া বা চূড়ামন। দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার লইয়া বাহাদুর শাহ ও তদীয় ভ্রাতার মধ্যে আগ্রা ও ঢোলপুরের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় সেই সময় চূড়ামন বহু লোকজন সংগ্রহ করিয়া উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের নিকটবর্ত্তী স্থল সমূহে ওঁত পাতিয়া বসিয়া থাকে; এবং পরাজিত পক্ষের ধনরত্ন ও রসদ-সম্ভার এত অধিক পরিমাণে উহার হস্তগত হয় যে, তদ্বারা তাহার ক্ষমতা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরে চূড়ামন দিল্লীতে আসিয়া মৌখিক ভাবে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে। জাহাঁদার শাহ ও ফররোখসীয়রের মধ্যে আগ্রার নিকটে যে যুদ্ধ হয়, সে সময়ও চূড়ামন তথায় উপস্থিত ছিল। উভয়পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে চূড়ামন উভয়পক্ষের শিবিরাদি ও রসদ-সামগ্রী লুণ্ঠন করে। চূড়ামন 'থুন' নামক স্থানে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মান করিয়া নিজের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলে। উহার কর্মতৎপরতা ও লুণ্ঠনবৃত্তি এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে পরিশেষে উহাকে দমন করার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতে হয়।

ফররোখসীয়রের রাজত্বের ৫ম বর্ষে (১১২৮ হিজরীর জামাদিয়াস্‌সানী) রাজা জয়সিংহের অধিনায়কত্বে এই অভিযান প্রেরিত হয়। তাঁহার অধীনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোটার মহারাও ভীমসিংহ হাদা ও বুন্দির মহারাও রাজা বুধসিংহ হাদাও গমন করেন।

'থন' দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সুগভীর পরিখা ছিল এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ বহু মাইল ব্যাপিয়া গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। প্রথমতঃ চূড়ামনের পুত্র মুখামসিং ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রূপাসিং দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তারপর ক্রমশঃ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া দুর্গ অবরোধ করা হয়। এই অবরোধ ২০ মাস স্থায়ী হয়। তাঁহার সাহায্যার্থে ১১২৯ হিজরীর ৩০শে মোহাররম তারিখে উজিরের মাতুল, আজমীরের তৎকালীন সুবাহ্‌দার সৈয়দ মোজাফ্‌ফর খান জাহানকে বৃহৎ বৃহৎ কামান ও অন্যান্য রণসম্ভার সহ পাঠান হয়।

রাজা জয়সিংহ কোন দিনই সেনাপতি হিসাবে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তদুপরি সৈয়দ মোজাফ্‌ফর খানের উপস্থিতির ফলে সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজার একাধিপত্য নষ্ট হয়। এইভাবে নেতৃত্বশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে জয়লাভের পথ কণ্টকিত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া দিল্লীর দরবারে অন্ততঃ গোপনে তাহার পক্ষাবলম্বী লোক আছে এই কথা জানিয়া চূড়ামন বশ্যতা স্বীকার না করিয়া দুর্গের মধ্যে অটলভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু অবশেষে নিজের সঙ্কটজনক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার দিল্লীস্থ এজেণ্ট মারফত কুতুবুল্‌মুল্কের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে রাজসরকারে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও স্বয়ং কুতুবুল্‌মুল্ককে ২০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করার কথা বলা হয়। এই প্রস্তাব পাইয়া উজীর চূড়ামনের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি সম্রাটের নিকট এই কথাই বুঝান যে, রাজা জয়সিংহের পশ্চাতে অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে; অথচ এত দীর্ঘদিনেও তিনি প্রত্যক্ষ কোন সফলতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সুতরাং চূড়ামন প্রদত্ত শর্ত্তে অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হউক। চারি দিকের অবস্থা দৃষ্টে সম্রাট নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহাতে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। চূড়ামন এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিল্লীতে আনয়ন করার জন্য সৈয়দ খানজাহানের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। অন্য দিকে রাজা জয়সিংহের নিকটও এক ফরমান প্রেরিত হইল। উহাতে রাজা জয়সিংহের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং জানান হয় চূড়ামনের সন্ধি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতএব তিনি যেন অবরোধ উঠাইয়া শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এত দিনে রাজা জয়সিংহ পূর্ণ বিজয়লাভ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। সুতরাং এই ভাবে ইহার পরিসমাপ্তি হওয়ায় তিনি অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায়ন্তর না দেখিয়া আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন।

১০ই জামাদিয়াল আউয়াল তারিখে চূড়ামনও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রূপাকে সঙ্গে লইয়া খান জাহান দিল্লী উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে কুতুবুল্‌মুল্কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৯শে তারিখে তাঁহাদিগকে বাদশাহের নিকট যথারীতি উপস্থাপিত করা হইল। ফররোখশীয়র বিনা সমাদরে এই সাক্ষাৎ মঞ্জুর করেন এবং দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎ দানে একেবারেই অসম্মত হন। কুতুবুল্‌মুল্কের মধ্যস্ততায় স্থির হয় যে জাট দলপতি নগদ অর্থে ও দ্রব্যসম্ভারে বিভিন্ন দফায় রাজকোষে ৫০ লক্ষ টাকা জমা দিবে।

রাজ্যের এক প্রধান আপদ এই দস্যুদল—তথা দস্যুদলপতিকে দমনের ব্যাপারেও কিরূপ দ্বিমুখী পলিসি অবলম্বিত হয় তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ ব্যাপারে সম্রাট্‌কে দোষ দেওয়া যায় না। এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী কুতুবুল্‌মুল্ক। কুতুবুল্‌মুল্কের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অভিযান প্রেরিত হয়, এই তাঁহার মূল ক্ষোভের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, রাজা জয়সিংহকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। তাই রাজার বিজয়লাভে রাজার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কাতেই তিনি জয়লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

পথ কোথায় ?

মোঃ আফছার উদ্দীন বিশ্বাস।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে সর্ব্বপ্রথমেই—দেখ্‌তে পাই, সকল বিস্মৃতির কুয়াসা-মেঘ ভেদ ক'রে একটী জীবন্ত-সন্ধ্যা—যা কাল-সমুদ্রের অতল তল থেকে আস্তে আস্তে আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে। সেদিনের সন্ধ্যা আজও আমার নিকট সদ্য-বিগত তাজা তর তরে বলে মনে হচ্ছে। সেই সন্ধ্যাটাকে আজও স্মৃতি পথে রেখে দিয়েছি, আমার যাত্রা পথের ধ্রুব-নক্ষত্র রূপে।

আমার জীবনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিন বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্য দিয়ে যা কিছু আমি দেখেছি, তা প্রায়ই আমার মনের কোণে বারে বারে উঁকি দিয়ে যায়। আর তারই সাথে সাথে আমার শ্যামল-কোমল প্রাণ ব্যথাতুরা হয়ে ওঠে, আমার আঁখিজল মুক্তা ঝরার মত ঝরে যায়। বোধ হয় সে সময় যেন কল্পনা আর স্বপ্নেই শান্তি পেতাম। প্রকৃত পক্ষে উহাই আমার জন্য ছিল বাস্তব।

সকল পাওয়ার মধ্যেই আমি ছিলাম সর্বহারা। হাসতেও আমার নয়ন থেকে কেন যেন ঝরে পড়্‌ত অশ্রু। সে আমার অনুমতির প্রত্যাশা করে নি। কেন যে আমার প্রাণ ডুক্‌রে কেঁদে উঠত, আজও তা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারি না। আমার স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে মাত্র এতটুকুই উদ্ধার করে বল্‌তে পারি— আমি ভাবতাম "আমি তো মরে যাব, আমার জীবন কি ব্যর্থ হবে? জীবন সার্থকতার উপায় কি?" এই চিন্তা অবশেষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করত। আমি ভীত, ত্রস্ত এবং মূর্চ্ছাহত হয়ে যেতাম—প্রায়ই।

সেদিন দিগদিগন্ত ব্যাপী সুনীল গগন,—যেথায়

(৩৫০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

পরামর্শ অনুযায়ীই খান জাহান খান এমন সব গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যাহাতে চুড়ামন গোপনে খাদ্য দ্রব্য ও বারুদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ চুড়ামনের প্রস্তাব পাইয়া ২০ লক্ষ টাকা উপঢৌকন লাভের লোভ সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। নৈতিক চরিত্রের এই পতনই ভারতে মুসলমান রাজত্বের পতনের মূলীভূত করেন।

ফররোখসীয়র ও সৈয়দ ভ্রাতাদের মধ্যে সত্যিকার সদ্ভাব ও স্থায়ী মনের মিল কখনও স্থাপিত হয় নাই। উভয় পক্ষই উভয়পক্ষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিত। ফররোখসীয়র মনে করিতেন যে, সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের ক্রীড়নকে পরিণত করিয়াছে; এবং তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া মহাঅপরাধ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের হস্ত হইতে ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা প্রকাশ্যভাবে করার তাঁহার ক্ষমতা বা যোগ্যতা ছিল না। তাই এর জন্য নিত্য নূতন গোপন ষড়যন্ত্র চলিত। অক্ষম অথচ বাকপটু চাটুকারের দল—তাহাকে সর্ব্বদা এ বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া এর সমাধানের পথ ক্রমশঃ জটিল করিয়া অবশেষে একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অন্য দিকে সৈয়দ ভ্রাতারাও নানা প্রমাণ পাইয়া এই আশঙ্কাই করিতেন যে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের পদচ্যুতি, এমনকি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা হইবে। তাই তাঁহারাও ক্রমশঃ নিজেদের অবস্থাকে মজবুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। দুই পক্ষের এই অদ্ভুৎ শক্তি পরীক্ষা কোন রূপ লইয়া—আত্মপ্রকাশ করে এবং উহার পরিণতি কি দাঁড়ায় অতঃপর তাহাই বর্ণিত হইবে।

ক্রমশঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূর্য ওঠে আর ডোবে, চাঁদ হাসে এবং তারাকারাজি লুকোচুরি খেলা করে, তা আমার নিকট অতি স্বল্প-পরিসর বলে মনে হ'ত। মনে হ'ত আকাশ, বাতাস পাহাড়, পর্ব্বত এবং আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিপুল জন-স্রোত যেন সবাই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আমাকে বন্দী করে রেখেছে। এই বিরাট পৃথিবীর মধ্যে আমি যেন শুধুই একা। আর ওই যে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ দিক চক্রবালের প্রাচীরে ঘেরা—ইহাই যেন আমার কারাকক্ষ। মনে হত……কত কাল হল, আরও কত দিন এই রুদ্ধ কারাগৃহে আমার জীবন কাটবে? মৃত্যুই ছিল যদি আমার উদ্দেশ্য, তবে কেন, আমার জীবনের গো'ধূলি-লগ্নের পরে, মানব জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস থেমে যাবে না? এক আসে আর যায়;—কোথা হতে? কোথায়? আর পৃথিবীর এই যে বিরাট ইতিহাস, যার পাতায় পাতায় কাল কালির দাগ কেটে - যারা রেখে গেল স্মৃতি, সেই চির-স্মরণীয় মানুষ কেমন করে মহামানুষ বলে পরিচিত হল? সারা সকাল হতে সন্ধ্যা, সব সময়ই এই পুঞ্জীভূত চিন্তারাশি রহিয়া রহিয়া আমাকে বেদনা দিত, যা আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

সেই বিকাল বেলাটা আমার নিকট আধো আলো, আধো ছায়া রূপে বোধ হচ্ছিল। যেন বিশ্ব প্রকৃতি নির্বাক এবং ম্লান মূর্চ্ছিত রূপ নিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছিল—আমি যেন এক স্বপ্নপুরীর মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি। সারা দিনের ক্লান্ত দিনমণি পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ল। সারা আকাশের আঙিনায় সে ছড়িয়ে রেখে গেল আবিরের রঙ। সাদা মেঘাঞ্চলগুলো সেই রঙে রঞ্জিত হয়ে আপনাকে ধন্য মনে করল। দিকে দিকে মিনারে মিনারে মোয়াজ্জিনের বিলালী হাঁক ফুকারিয়া উঠল। সরল গ্রাম্য রাখাল বালকেরা তাদের গো দলসহ চারণ খেত থেকে প্রতি দিনের মত বাড়ী ফিরে এল। সেই গো-ধূলি মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মি ম্লান হাসির রেখা এঁকে গেল। সারা জগতের কোলাহল রাজি আস্তে আস্তে মিলে গিয়ে কোন এক রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করছিল। আর বিশ্ব জুড়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল রাতের গাঢ় আঁধার। আমার বৈকালিক ভ্রমণ শেষে মাগরেবের নামাজ সেরে রাত আর দিনের এই মহামিলনের শুভ মুহূর্তকে কেন্দ্র ক'রে কাল-সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে-যাওয়া আমার পিছনে ফেলে-আসা দিন গুলোর কথা ভাবতে গিয়েই জেগে উঠল আমার জীবন-মরণের ইতিকথা ……।

…… আমার গুমরে-মরা আত্মা সকল চিন্তার ঝোঁক সহ্য করে নিতে পারে নি। বুকের ব্যথা লঘু করার জন্যে আমি সেদিন যেমন ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলাম, মনে হয়, তেমনটী করে আর কোন দিনই কাঁদিনি। কত মিনতি করেই প্রার্থনা করছিলাম মহান প্রভুর কাছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবনা। "কি করে জীবন সার্থক করে ফিরে যাব এ বিস্তীর্ণ পৃথিবী থেকে, তা বলে দাও, আর সেই পথে চলবার তওফিক দাও, প্রভু!" বলে মোনাজাত শেষ করলাম।

পৃথিবী তখন শান্ত। চারি দিকের প্রকৃতি নিঝুম, নিস্তব্ধ। কোথাও টু শব্দটাও নেই। কেন আঁধার হয়? কার আহ্বানে প্রতি দিনই সূর্য্য ওঠে আর ডোবে? কেন দিন হয়, রাত আসে? কার নির্দেশে চন্দ্র প্রতি দিন তার চলার পথে নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে--স্নিগ্ধ কিরণ দেয়? নানা প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেল্লাম। ইতিমধ্যে কতক্ষণ কেটে গেছে তা কিছুই ধরতে পারি নি। "ঝি—ঝি—ঝি"র তীব্র শব্দে চম্‌কে উঠলাম আর দেখলাম দূরে একটী জোনাকি নিভু নিভু ক্ষীণ আলোক রশ্মি জালিয়ে বিরাট বিশ্বের আঁধার-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। সারা রাত ধ'রে গাঢ় আঁধার-স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সে চালিয়ে গেল তার বিরামহীন জেহাদ। সেই হতে দেখি প্রতিদিন সারা রাত ধরে ঝিল্লী সমস্ত নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রাণ খুলে তার গান গেয়ে যায়। কোন শ্রোতার অপেক্ষা সে করে না, কোন্ দিন কতটুকু কৃতকার্য্যতা লাভ করল, কস্মিনকালে সে কারো নিকট তা জিজ্ঞাসা করে না, কোনো পুরস্কারই সে তার কাজের জন্য প্রত্যাশা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেনা। কেন সে অমন করে? জোনাকি কেন এই বিরাট আঁধার পৃথিবীকে তার ক্ষীণ আলো দিতে চায়? কেন সে আঁধার রাত্রে সূর্য্যের কর্তব্য গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়?

এদের এই চেষ্টা কি ব্যর্থ ও মূল্যহীন? এদের সাধনায় হয়ত রাত দিনে পরিণত হয় না, নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মহাকোলাহল জাগে না। তবু তাতে ক'রেই তাদের জীবন সার্থক হয়। আমার জীবনসার্থকতার পথ—কি তা হ'লে সত্যই কিছু নেই? — নিশ্চয়ই আছে—আমার চোখের পরদা খুলে দিল এই ক্ষুদ্র—ঝিল্লী আর জোনাকি পোকা! আমার জীবনের গতি পথে নির্দিষ্ট ধারায় চলার প্রেরণা যুগিয়ে দিল;—হতাশ স্থবিরতার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে গেল এরা এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে!

বিরাট বিশ্বজোড়া কর্তব্য-পালনের প্রতি জেগে উঠল আমার দৃঢ়তম প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠ সাধনার বজ্রকঠোর ওয়াদা। এক অপরূপ প্রাণচাঞ্চল্যের—স্রোত বয়ে গেল দেহের প্রতি রগ ও রেশায় রক্তের কণায় কণায় ধ্ব'নে উঠল অনির্বচনীয় এক মহাসুর। আমি ঝিল্লী আর জোনাকির মত ক্ষুদ্র নই,—সারা মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠতম জীব—'মানুষ' আমি। আমার স্মৃতিপটে উদিত হল— আমার কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন আমার মহামহিম স্রষ্টা—আল্লাহ তাঁর শাশ্বত গ্রন্থ কোরআন মজীদে।

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون —

"আমার এবাদৎ—অর্থাৎ পূর্ণ দাসত্বকে বরণ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিন ও মানব মণ্ডলীকে সৃষ্টি করি নাই।" আল্লাহর নির্দ্দেশিত পথে নিজে চলব অপরকে চালাবার চেষ্টা করব এই ত আমার কর্তব্য। আমার জীবন আল্লাহরই জন্য, সুতরাং যতদিন বেঁচে রইব—আল্লাহরই কাজ করে যাব, মরণকে বরণ করব সেই মহাপ্রভু আল্লাহরই রেজামন্দির জন্য সুতরাং আমি মোনাজাত করব আর প্রতিদিন আমার কাজের ভিতর ফুটিয়ে তুলব আল্লাহর শিখানো—এই শাশ্বত প্রার্থনা—

ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين —

'আমার নামাজ, আমার কোরবান, আমার জীবন আমার মৃত্যু—সমস্তই বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্য'। এই পথই ত সুন্দর এই পথই ত সরল; সুতরাং—আমাকে কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন বার বার প্রার্থনা জানাতে হবে⋯ ⋯

اهدنا الصراط المستقيم —

সরল, সহজ ও সব চাইতে সুন্দর পথ আমাকে দেখাও, হে দয়াময় মহাপ্রভু—! ইহাই আমার জীবন সার্থক এবং ধন্য করার পথ। পৃথিবীর বিভিন্ন পথের মধ্যে এই বিশিষ্টপথের পরিচয়পত্ররূপে যেন আর একটী বাণী আকাশ ফেটে বেড়িয়ে এল —

"اطيعوا الله و اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون" —

"মান আল্লাহকে আর তাঁর রছুলকে, তা—হলেই তোমাদের উপর তার (আল্লাহপাকের) রহমত বর্ষিত হবে।" ইহাই আমার প্রত্যাশিত পথের মানদণ্ড।

ঝিল্লী ও জোনাকির অনুকরণে আমার সম্ভাবনা-সমুজ্জল শক্তি নিয়ে এই নিয়মের মধ্য দিয়ে আমার জীবন যন্ত্র নূতন করে আরম্ভ করব,—আল্লাহপাকের এবাদত ক'রে চলব। এই মহাসত্যের প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র নিয়ে ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরে এলাম; সেই হ'তে আমি এক নূতন পথের যাত্রী।

ভবিষ্যতে যত দিন আস্‌বে আর যত রাত্র যাবে তার মধ্যদিয়ে চিরজাগ্রত হ'য়ে থাক্‌বে এই সতেজ জীবন্ত স্মৃতিটী। প্রত্যেক মানবের জীবনেই আমার এই স্মরণীয় ঘটনাটী পরিবর্ত্তন ডেকে আনুক কল্যাণের—কর্তব্যের। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

আবার সুরাহী ধরো

—মুফাখ্খারুল ইস্‌লাম

সাকী ও গো, আর কত কাল
ওই জাম ফিরাবে অধর-দ্বারে মিছে বার বার?
ও যে মোরে করে না মাতাল!

তোমার শরাব-জামে কবে থেকে এসে গেছে খুন;
সির্কা হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে ওর তামাম নেশার গুণ,
বেতাব হালাতে আজ আশিকের নয়ন-তারায়
জ্বলে না লহুর তেজ—রূহের নূরানী রশ্মিভায়!

বুদ্ধির—বিদ্যার জড় পাথরের সুগঠিত নর্দমা-নালায়
জিন্দিগীর স্রোত আজ মুর্দার মতন থেমে যায়!
প্রজ্ঞার উচ্ছল বেগে জোয়ারের উত্তাল আবেগে
পাহাড়-গলিত পলি আসে না তো বিপুল সংবেগে
জিন্দিগীর জমীনে ময়দানে বাগে
নিয়ে সেই ফসলের রত্ন-সম্ভাবনা
দেয় নাতো আর সেই আখেরের জিরাতের সোনা?

বুদ্ধির হাজার তারা বহুকাল ভাঁড়ালো আমার
আলোকের তীব্র পিপাসাকে:
একমাত্র সূর্যের রোশনী চাহি
এবার উদীয়মান দিগন্ত-রওয়াকে!
এক সে সূর্য্যের জাম মাতাল করিবে মোর পিয়াসী অন্তর,
হাজার তারার ওই ছিটে ফোটা পারেনি যে আনিতে ফজর।

www.ahlehadeethbd.org

বাঙলার মা'রফতী সাহিত্য

ইছলামের আলোকে

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

বাংলার মা'রফতী গান লোক-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গরূপে সাহিত্যিক মহলে মর্যাদা পাইয়াছে। বাউল গান, মুর্শিদী গান, গুরুভজা গান, সাঁইগান, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান প্রভৃতি মা'রফতী সাহিত্যের অন্তর্গত। বাউল কবি ও মুছলমান ফকিরদের কয়েক শতাব্দীর রচিত এই গানগুলি সর্বত্র দীর্ঘদিন অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে গীত হইয়া আসিয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। মুছলমান সংগ্রাহকদের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় মওলবী মনছুরুদ্দীন ছাহেব উহার সনিষ্ঠ সংগ্রহ ও ধারাবাহিক প্রকাশনার কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার ৩ খণ্ডে সমাপ্ত "হারামণি" নামক সংগ্রহ-পুস্তক মা'রফতী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদরূপে সমাদৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আরও অনেকে এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় এই সব গান মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছে।

(৩৬৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

পিয়ালার সুরাসারে তিক্তস্বাদ পড়েছে লবণ
কোন্ মহাভ্রান্তিতে কখন ঃ
সেই সির্কা পানান্তে বুদ্ধির শির্ক্ জেগে থাকে দীপ্ত পরিহাসে ;
প্রজ্ঞার শারাব-মত্ত তৌহীদের মস্তানী উচ্ছ্বাসে
তনুমন আরাস্তা গুল্‌শান-সম নাহি ফোটে আর
কল্লোল মউজ নাহি পায় তাহে জিন্দিগী-পাথার !
সির্কায় মস্তানী নেই—তার কাছে নেশা কেন চাও ?
আবার সুরাহী ধরো—
জাম ঢেলে ভরজাম পূরায়ে লে-আও !
— যাও !

গোলাবী জিন্দিগী এক ফজ্‌রের আজানের সাথে
উঠুক বিকশি' এই আস্‌মানের প্রান্তে এসে
উৎফুল্ল প্রভাতে ঃ
তার পানে দৃষ্টি মাত্র বুঁদ হয়ে নেশার আবেগে
প্রতি আশিকের দিল্ উঠুক মোচড় দিয়ে জেগে !

---

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিভিন্ন মহল হইতে এই সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমরা শুনিতে পাই। ইছলাম ও বাঙালীত্বের এক অভিনব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া উহা কাহারও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব অপেক্ষা সুফী মতের বৈদ্যুতিক ভঙ্গি ও দাহই ইহাতে বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চান, আবার কেহ কেহ সুফীর ফানাফিশ শাইখ ও ফানাফিল্লাহর দর্শন তত্ত্বের সহিত ইহার নিবিড়তর সম্পর্কের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া এই মা'রফতী সাহিত্যকে খাঁটি ইছলামী সাহিত্যরূপে অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

এককালে ইছলাম-অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই বাউল, মুর্শিদী এবং দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলি যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুখের বিষয়—"ওয়াহ্হাবী" আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে উহা জন-মানস-পট হইতে অনেকটা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সমাদর ও কদরদানির অভাবে এই সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। পূর্বেই বলিয়াছি কিছু দিন হইতে উহার সংগ্রহ ও প্রকাশনার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা এই সংগ্রহ-কার্যকে অপ্রয়োজন মনে করি না, কারণ উহার একটা সাহিত্যিক মূল্য ত আছেই তার উপর বিশেষ যুগের ধর্মীয় চিন্তা ও মননশীলতার ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।—তাহা ছাড়া অসংখ্য 'হারামণির' ভিতর দুই একটি হীরামণির সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইহা না বলিয়া উপায় নাই যে, সমগ্র মা'রফতী সাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যিক মহলের—পূর্বোল্লিখিত অভিমত এবং উপলব্ধি সুরটি বিভ্রান্ত চিন্তাশীলতা এবং ইছলাম সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ভারতের অনৈসলামিক সাধনার ধারার সহিত উহার তুলনা করিলে এবং ইছলামের সমুজ্জ্বল তওহিদ-আলোকে এই মা'রফতী সাহিত্যের প্রতি সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা সহজেই এই বিভ্রান্ত চিন্তার গোলক ধাঁধা হইতে মুক্ত হইতে পারিব। মুছলমানের জীবনে ইছলামের পুনঃ—প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন লইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার মুশরিকানা সাধনার ধারা ও সম্মোহিত—ভাবাবেগের অপপ্রভাব, অথবা উহার প্রতি সহনশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব মুছলমানের অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে এবং অস্পষ্ট চিন্তার গোলক-ধাঁধার আবর্ত হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিতে—না পারিলে তাহা কস্মিনকালে সত্যকার ভাবে সফল হইবার নহে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ বাংলার মা'রফতী সাহিত্যকে ইছলামের খালেছ কষ্টি-পাথরে পরখ করিয়া দেখার প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু তৎপূর্বে সুফীমতবাদ, বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এবং মারফতী সাহিত্যের উপর উহাদের প্রভাব কি এবং কতদূর তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। সাধকের আত্মস্বরূপের উপলব্ধি, স্রষ্টার সহিত তার নিগূঢ় একাত্মিক সম্পর্কের আবিষ্কার, ফানাফিশ্‌শাইখ ও ফানাফিররছুলের স্তর অতিক্রমপূর্বক সর্বশেষে ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত হওয়া, এই হইল সুফী সাধনার আসল লক্ষ্য। ফানাফিশ্ শাইখের ভিতর সাধক ও মুর্শীদের আত্মিক পার্থক্য ঘুচিয়া যায়; ফানাফিররছুলের ভিতর দিয়া "আল্লাহর নূরে পয়দা" (?) হজরতের সহিত রূহানি ওয়াহ্দাত প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং সর্বশেষ স্তরে আল্লাহর অদ্বয় ও প্রেমময় সত্তায় যখন সে ডুবিয়া যায় তখন তাহার পৃথক মানব সত্তা লয় প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধনা-লক্ষ্য, জীবসত্তা ও প্রেমসত্তার মিলনে আল্লাহর অদ্বয় স্বরূপ ঊর্দ্ধ গতিতে ব্যক্তের দেশ হইতে তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপে ফিরিয়া যান। * স্বরূপ উপলব্ধি ও ফানার এই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আহমদের (দঃ) ভিতরেই আহাদের সত্তা আবিষ্কৃত হয়, মুর্শেদের আত্ম-জ্যোতিতে আল্লাহর প্রেম সত্তারই প্রকাশ দৃষ্ট হয়, ভক্তের অন্তরেও জীবসত্তার অন্তরালে প্রেম-স্বরূপ খোদাই-অস্তিত্ব কল্পিত

* " The upward movement of the absolute from the sphere of manifestation back to the unmanifested essence takes in and through the unitive experience of the soul. —Studies in Islamic Mysticism—by Nicholson.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়! কিন্তু এই প্রেমময় ঊর্ধ-সত্তা জীব-সত্তায় সহজে ধরা দিতে চান না। সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক, প্রবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ, স্নেহ মমতা ও প্রীতির বন্ধনরূপ সমস্ত শিকল ছিন্ন, এবং তপস্যা ও বৈরাগ্য সাধনার সাহায্যে আত্মাকে মুক্ত ও লঘু করিতে না পারিলে আত্মার এই প্রেম-স্বরূপের সহিত জীব-স্বরূপের মিলন সম্ভব নয়— সেই জন্য প্রয়োজন সংসারের সাধারণ গতিপথ হইতে পৃথক পথ—উল্টা পথ অবলম্বন। তাই ছুফী সাধক সন্ন্যাস বা রুহবানিয়ৎকে জীবন-সাধনার একমাত্র পথরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহর স্পষ্টভাবে নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলিকে জাহেরি অনুষ্ঠানরূপে উপেক্ষা করিয়া বাতেনির পর্দার আড়ালে আত্মগোপন পূর্বক শগ্‌লে বরযখ বা গুরুধ্যানকে একমাত্র করণীয় কর্তব্যরূপে বাছিয়া লয়। কারণ তাহারা বিশ্বাস করে গুরু বা মুর্শেদের প্রেম-অঞ্জন যাহাদের চোখে একবার লাগিয়াছে তাহাদের লোক দেখান ধর্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই।

ছুফীর এই 'ফানা' র মতবাদের সহিত ইছলামী আকিদা—তথা খালেছ তওহীদের যে কোনই—সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক নাই—শরীঅতের সব স্থূলের পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। আল্লামা ডাঃ মোঃ ইক্‌বাল অনৈসলামিক ভাবধারার প্রভাবকেই এই বৈরাগ্যধর্মী ছুফী মতবাদের ক্রমবিকাশের কারণ বলিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত Reconstruction of Religious thought গ্রন্থের The principle of movement in the structure of Islam বক্তৃতায় নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মা'রফতী গানে ছুফী মতের প্রাধান্য থাকিলেও উহা যে ইছলামী সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারেনা তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করেনা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ছুফী-মতবাদের এবং বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও অন্যান্য হিন্দুয়ানী সাধনার ধারার মধ্যে কোনটির প্রভাব মারফতী গানগুলিতে বেশী পড়িয়াছে সে কথা সঠিকভাবে নির্ণয়ের উপায় নাই। কারণ তুলনা করিতে বসিলেই উভয়ের ভিতর অনেক ক্ষেত্রেই একটা আশ্চর্যরকম মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য ইহার একটা মূলগত—কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ছুফী মতবাদে বেদান্ত দর্শনের ছাপ সুস্পষ্ট আর বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং নাথযোগী প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার সাধনার ধারাসমূহ উপনিষদ বা বেদান্ত সাধনার মূল উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর শ্রী শশিভূষণ দাসগুপ্ত তাঁহার 'ভারতীয় — সাধনার ধারা' পুস্তকে এই মূলগত ঐক্যের পরিচয় দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার সারনির্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সম্প্রদায়ই যে মত প্রকাশ করুক না কেন, সত্য-লাভ সম্বন্ধে সকলের মত—আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পরিচিত পথ হইতে আমাদিগকে ফিরিয়া চলিতে হইবে উল্টা পথে, রূপ হইতে স্বরূপে— সাধক যার নাম দিয়েছেন উল্টা সাধন।— উপনিষদ ও গীতায় এবং বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথযোগী সকলের ভিতরেই পাওয়া যায় এই উল্টা সাধনের পরিচয়— দেহ হইতে আত্মায়, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, মৃত্যু হইতে অমৃতে। যেদিকে সংসারের স্বাভাবিক খরস্রোত সেদিক হইতে উজাইয়া চলিতে হইবে—কাম, মোহ, লিপ্সা সব রোধ করিয়া। কিন্তু এই পথ সহজ নয়, অত্যন্ত কঠোর। কেনোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতের ভিতর লুক্কায়িত সত্যস্বরূপকে জানিতে পারিলেই অমৃত লাভ হয় কিন্তু সর্বভূতে বিরাজিত এই সত্য স্বরূপ আমাদের বহির্মুখ দৃষ্টির নিকট কখনই প্রকাশিত হয় না। আমাদের মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিকে এড়াইয়া সর্বভূতে নিজেকে তিনি গূঢ় করিয়া রাখেন—একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়। স্থূল হইতে যাঁহারা সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিয়াছেন, সেই সূক্ষ্মদর্শীগণই শুধু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। শ্রীমদভগবদ্‌গীতার ভিতরও এই বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়!

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(২।৫৮)

কূর্ম যেমন করিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গগুলিকে বাহির

www.ahlehadeethbd.org

হইতে একেবারে ভিতরের দিকে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিষয়-বস্তু সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহরণ করিয়া একেবারে অন্তর্মুখ করিতে পারিয়াছেন,—তাঁহারই যথার্থ 'প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতার বিভিন্ন শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির মায়াবরণ দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহাচ্ছন্ন হই। আছে, এই মায়াচ্ছন্ন প্রকৃতির ঊর্ধে পরম অব্যয় পুরুষ অবস্থিত, তিনি সকলের নিকট এবং সহজে ধরা দেন না। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (৭।১৪)

গুণময়ী প্রকৃতির ভিতর হইতে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটাইয়া লইতে হয়, তারপরে অপ্রাকৃত ধামে গ্রহণ করিতে হয় সেই পুরুষোত্তমের প্রপত্তি, ইহাই গীতার উল্টা সাধনের তাৎপর্য।

বেদান্ত দর্শন মতে ব্রহ্মের সহিত মায়ার স্পর্শেই এই সংসার বিবর্তিত হইতেছে— কোষোপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। বিবেক বৈরাগ্যের পথে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই মতে ব্রহ্মকে পাওয়া অর্থ ব্রহ্ম হওয়া — ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (মুণ্ডক, ৩।২।২)।

তান্ত্রিক মতে 'শিব'-'শক্তির' মিথুনরূপই পরমার্থ জীবের একমাত্র কাম্য। শিবশক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে সাধকের দেহেই; কারণ সমস্ত জৈবিক প্রবাহ লইয়াই এই দেহটি আবহমান কাল হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। এই দেহই সত্যের মন্দির—তত্ত্বের বাহন। সুতরাং সাধককে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহ ভাণ্ডে। দেহের ভিতরের নিম্নগা 'শক্তি'কে যাহা মানুষকে টানিয়া নের সংসার বন্ধনের পথে – উল্টামুখে ঊর্ধগামিনী করিয়া ঊর্ধস্থ শিবের সহিত মিলিত করাই তান্ত্রিক উল্টা সাধনের মূল তত্ত্ব। ইহাই তান্ত্রিক হঠযোগ।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণ ধর্ম সম্বন্ধে শূন্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও সাধন প্রণালীতে মূলতঃ তান্ত্রিক। ইহারা দেহকে নৌকার রূপক হিসাবে — ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ভবসাগরের একটানা স্রোত এই দেহ নৌকাকে জন্ম মৃত্যুর পাকে পাকেই শুধু টানিয়া চলিতেছে। নৌকাটিকে উল্টামুখে ফিরাইয়া লইয়া অপরকূলে—জন্ম মৃত্যুর ঊর্ধে শূন্যের কূলে ভিড়াইতে পারিলেই মোক্ষ বা নির্বাণলাভ সম্ভব হইবে। কিন্তু নৌকাটিকে উল্টামুখে উজান স্রোতে লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। সদ্‌গুরুর সহায়তা এজন্য অপরিহার্য। সরহপদের একটি গানে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

কায় ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
... ...
কূল লই খরে সোন্তে উজায়।
সরহ ভণই গঅণে সমাঅ॥

এই ভব-সমুদ্রের মাঝখানে কায় হইতেছে নৌকা, খাঁটি মন দাঁড় বা বৈঠা; সদ্‌গুরুর বচনে হাল ধরিতে হইবে। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর, অন্য কোন উপায়ে পারে যাইতে পারিবেনা। এই ভব-প্রবাহের ভিতরেই কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া চলিতে হইবে, সরহ বলিতেছে,—তবেই গগনে অর্থাৎ সহজ শূন্যের কূলে গিয়া পৌঁছান যায়।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের অজস্র দোঁহা ও গানে এই উল্টা বাহিবার সুর ধ্বনিত ও অনুরণিত হইয়াছে। উহাতে মন—পবনের রূপকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই চঞ্চল মন-পবন দেহ নৌকাটীকে কেবল সংসারের দুঃখের কূলে ভিড়াইতেছে। সুতরাং মোক্ষলাভার্থীকে সর্ব্বপ্রথম এই মনপবনকে বন্দী করিতে হইবে—উহার পদ্ধতিই সহজিয়া হঠযোগ। এই উপায়েই দেহনৌকাটিকে উজান পথে উল্টা বাঁকে নির্ব্বাণের কূলে টানিয়া লওয়া সম্ভব। সহজিয়াগণ সাধনার দিক দিয়া দেহকেই পরম সত্যের ধারক মনে করিয়া থাকেন, যেমন—

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়িবেশী পুচ্ছই॥

পরম সত্য স্বরূপ যিনি, তিনি ঘরেই—এই দেহেই আছেন, কিন্তু তুমি বাহিরে তাঁহার খোঁজ করিতেছ, পতিকে - দেখিতেছ, আর তাঁহারই খোঁজ প্রতি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। অন্যত্র—

অসরির কোই সরীরহি লুক্কো।
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো॥

অশরীরী কেহ এই শরীরের ভিতরেই লুক্কায়িত আছেন, যে তাঁহাকে জানিতে পারেন সেই মুক্ত হয়—

এই অশরীরি আর কেহই নন—আমাদেরই সহজ-স্বরূপ।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেম সাধনার ভিত্তিও এই সহজেরই উল্টা সাধনা। সহজিয়াদের গুরু চণ্ডীদাস বলেন,

বস্তু আছে—দেহ বর্ত্তম'নে।
এই দেহের ভিতরই রহিয়াছে আসল রসবস্তু।
রসবস্তু থাকে—সেই রসিক শরীরে।
পিরীতি মূরতি হয় প্রেম নাম ধরে॥

এই দেহ ভাণ্ডের ভিতরেই সহজ স্বরূপের নিত্য-লীলা চলিতেছে—এই লীলার জন্য 'সহজ' নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে—আস্বাদ্য ও আস্বাদকরূপে। এই লীলামূর্ত্তিই যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধা।

রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূরতি
এই হেতু সহজ হয় পুরুষ—প্রকৃতি।

রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া, রূপ-লীলার ভিতর দিয়া স্বরূপলীলার আস্বাদ করা—ইহাই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনের মূল কথা। তাই তাদের নিকট স্থূল জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোনই মূল্য নাই, তাদের শাস্ত্রও যেমন পৃথক সাধনাও তেমন উল্টা—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী
আঁধার পেরিয়া আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥

উপনেষদীয় যুগ হইতে বৈষ্ণব যুগ পর্যন্ত সত্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সাধনার যে সব বিচিত্র অথচ ঐক্য-মূল ধারার পরিচয় দেওয়া হইল বৈরাগ্য ধর্মী সুফী চিন্ত ও সাধনার ধারার সহিত উহার অনেক বিষয় মিল থাকিলেও তাহা যে সম্পূর্ণরূপে ইছলামী ভাব ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রতিকূল তাহা প্রত্যেক ইছলাম অভিজ্ঞের নিকট অতিশয় পরিষ্কার।

আমাদের মা'রফতী সাহিত্য সুফী মত অথবা ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। আমাদের—লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত শুধু এই যে, বাঙলার মা'রফত পন্থীগণ ইছলাম বিরোধী ভাবধারা কি পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইছলাম হইতে কত-দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। আশাকরি আমাদের মারফতী সাহিত্য সম্বন্ধে নিম্ন আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা ইছলামের প্রাণবাণী খালেছ তওহিদের মর্ম্মকেন্দ্রে ঢুকিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতীয় অবতারত্ব ও অদ্বৈততত্ত্বের মুশরিকানা জাহেলিয়াত-কেই অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইছলাম বিরোধী বৈরাগ্য বা রুহবানিয়ৎ, পীরত্ব বা গুরুবাদ, এবং উল্টা সাধন পদ্ধতীর গুমরাহিকেই নিজেদের জীবনে মূলগতভাবে অবলম্বন করিয়াছেন এবং—আল্লাহ ও তাঁহার রছুল (দঃ) এর স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশাবলীকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুফী ও বৈরাগীদের অনুকরণে বাতেনের নিরাপদ রহস্যাগারে ঢুকিয়া স্বকপোলকল্পিত আচার-পদ্ধতির অনুশীলনের ভিতর মুক্তিলাভের ব্যর্থ সাধনায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক ইছলামে আল্লাহর পরিচয় কি, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কি এবং আল্লাহকে পাইবার উপায় কি?

ইছলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার বুকে যেমন নৈতিক ও চরিত্রগত অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তেমনই আল্লাহর বিশুদ্ধ একত্ববাদের মহান শিক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জগৎ-বাসী ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন প্রকরণের অংশিবাদের মহাপাতকে ডুবিয়া রহিয়াছিল। জগতের বুকে ইছলামের সর্বপ্রধান নেয়ামত—এই বিশ্বত তওহিদবাদের পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা। বহু-ঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পিশাচবাদ, দেবতাবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ মুশরিকানা জাহেলিয়তের অপপ্রভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত তখন অভিশপ্ত। কোরআন মজীদের প্রথম ও প্রধান কাজই হইল এই বহুরূপী শির্কের ভ্রষ্ট পথ ও আঁধার পরিবেশ হইতে মানব সমাজকে বিশুদ্ধ একত্ববাদের সহজ, সরল পথে আলোকের দেশে আহ্বান করা।

সমস্ত কোরআন মজীদে তওহিদের ব্যাখ্যা মূলক বহু আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ রছুলুল্লাহ (দঃ), তাঁহার নবুয়তের মক্কী জীবনের সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর প্রধানতঃ এই তওহিদের শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত ইছলামের আল্লাহর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

আল্লাহর কয়েকটি গুণের পরিচয়

সুরায় এখলাছে আল্লাহ তাঁহার পরিচয় অতি সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

قل هو الله احد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد -

বলুন হে রছুল (দঃ), আল্লাহ এক ও একমাত্র, তিনি পূর্ণ-নিশ্চয়, (absolute) অবিমিশ্র, স্বতন্ত্র এবং সর্ববিধ অভাব শূন্য। তাঁহার ভিতর কোন অভাব নাই, ফাঁক, নাই, ফাঁপা নাই— সুতরাং কিছুই তাহার ভিতরে ঢুকিতে পারেনা—ঢুকার কোন অবকাশই নাই। তিনি কাহাকেও জন্ম দেননা, এবং জন্ম গ্রহণও করেন না, তাহার তুল্য ও সমকক্ষ কেহই নাই।

হিন্দুর ঈশ্বরের ন্যায় তিনি কাহারও জ্ঞাত নন, তাঁহার স্ত্রী নাই—পুত্র নাই। মানুষের আকারে অবতার রূপেও তিনি অবতীর্ণ হন না, তিনি স্বয়ম্ভুও নহেন। তোমাদের والهكم اله واحد - প্রভু সম্পূর্ণ একক এবং অদ্বিতীয়, তিনি—বিশুদ্ধ এক, রূপে ও স্বরূপে, জীব সত্তায় ও প্রেম সত্তায়, পুরুষে ও প্রকৃতিতে তিনি দ্বিধা বিভক্ত হন না। এমন কোন জিনিষই নাই যদ্বারা ليس كمثله شيئ - তাঁহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহার রূপ চর্মচক্ষুতে অনুধাবন অসম্ভব। আল্লাহর হাত আছে, পা আছে, চক্ষু আছে, কর্ণ আছে—যেমন কোরআন মজীদে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা কেমন তাহা কাহারও বলার সাধ্য নাই—কারণ কোন কিছুর সহিতই উহা উপমেয় নয়। কোন মূর্তি, প্রতীক বা চিত্র দ্বারা তাহাকে কল্পনা করা যায় না।

তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। - وهو السميع العليم তিনি সমস্তই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, জানিতেছেন। যে কেহ তাহাকে ডাকে, সে পার্থিব দৃষ্টিতে যত ছোটই হোক, তিনি সে আহ্বানে সাড়া দেন। তাঁহাকে ডাকার জন্য মধ্যস্থ নির্বাচনের ও পাওয়ার জন্য পাদ্রি, পুরোহিত বা গুরুর আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

তিনিই বিপত্তারণ। দুঃখ ও বিপদ হইতে তিনি ভিন্ন আর কেহই— কোন নবী, ওলি, পীর, দরবেশ, গুরু, শেইখ কাহারও রক্ষা করার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই—

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو -

আর আল্লাহ যদি তোমাকে বিপদ দেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেনা।

তিনি গোপন ও প্রকাশ্য, আদি ও অন্ত, তার যেমন আরম্ভ নাই শেষও নাই। তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অব্যয়, অজর, অমর, সদাবিরাজিত, চির জাগ্রত।

আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক

তিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও শিল্পী। তিনি ভিন্ন আসমান ও জমিন هو الله الخالق البارى المصور - এবং এতদুভয়ের — মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্ট—مخلوق। এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই - كل من عليها فان ধ্বংস হইবে কেবল ويبقى وجه ربك মাত্র তোমার প্রবল ذوالجلال والاكرام - প্রতাপান্বিত ও মহিমান্বিত প্রভুই অবশিষ্ট থাকিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

আকাশ ও পৃথিবী ও উহার মধ্যস্থিত সকল কিছুরই তিনি সন্দেহ প্রতি- رب السموات والارض পালক, পরিপুষ্টিদাতা وما بينهما — ও পরিবর্ধক। তিনি ভিন্ন 'রব' আর কেহই নাই। তিনি দয়ার আধার, الرحمن الرحيم — করুণা-নিধান, তাহার দয়া ও রহমতের চিহ্ন সমস্ত বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। জীবন ধারণের জন্য, পরিপুষ্টির জন্য, দয়া ও করুণার জন্য সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।- আশ্রয় দাতা ও সাহায্যকারী একমাত্র তিনি। তাঁহার وهو يجير ولا يجار عليه নিকট আশ্রয় না পাওয়া গেলে দুনিয়ার কেহই আর আশ্রয় দিতে পারেনা। তিনি রাজ রাজেশ্বর, সর্ব ক্ষমতার অধীশ্বর। مالك الملك - احكم এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও — الحاكمين — প্রধানতম শাসনকর্তা। মানুষ এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ তাঁহারই পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। তিনি মানুষের উপাস্য, অর্চনার যোগ্য,— اله الناس — আশ্রিত-বৎসল, নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক। আর মানুষ তাহার উপাসক, অর্চনাকারী আশ্রয়-ভিখারী। তিনি মানুষের মা'বুদ, মানুষ তাঁহার অনুগত বান্দা—দাস। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—সে আল্লাহর আব্দ, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্কই— তার চরম ও পরম সম্পর্ক। আল্লাহ বলেন — وما خلقت الجن والانس আমার এই অবু- الا ليعبدون — দীয়ত স্বীকার করা, দাসত্ব বরণ করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে মানব ও জিনকে সৃষ্টি করি নাই। হে রসুল (দঃ), আপনার وما ارسلنا قبلك من পূর্ববর্তী প্রত্যেক— رسول الا يوحى اليه انه প্রেরিত নবীকেই— لااله الا انا فاعبدون — এই আকাশ বাণী জানান হইয়াছে যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য ও আশ্রয়স্থল নাই, সুতরাং শুধু আমারই এবাদৎ কর—দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও। কিন্তু আফছোছ অনেক লোক প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার না — يعبدون من دون الله করিয়া, আল্লাহকে مالايضرهم ولا ينفعهم ছাড়া এমন কাহারও ويقولون هؤلاء شفعاؤنا পূজা করে, এমন— عند الله — লোকের দাসত্ব বরণ করিয়া লয় যাহারা তাহাদিগকে না পারে ক্ষতি সাধন করিতে, না পারে উপকার করিতে, তাহারা বলে 'ইহারা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ছুফারিশ করিবে।'

তারা আরও বলে, আমরা এই জন্যই তাহাদের দাসত্ব বরণ ও আনু- مانعبدهم الا ليقربونا গত্য স্বীকার করি যে الى الله زلفى — তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদিগকে সহায়তা করিবে।

কিন্তু আল্লাহ কোরআন মজিদে ঘোষণা করেন, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন من ذاالذى يشفع عنده কে এমন আছে যে الا باذنه — তাহার নিকট শাফাআতের জন্য দাঁড়াইতে পারে? সুতরাং আল্লাহতা'লার স্পষ্ট নির্দেশ এই যে — অতএব তুমি সব কিছু فاعبدالله واشكره হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কেবল মাত্র আল্লাহরই এবাদৎ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উম্মল কোরআনের লুব্বে লাবাব সুরায় ফাতেহার ভিতর তওহীদের এই মূলমন্ত্র শিখানো হইয়াছে যা প্রত্যেক মুছলমানকে দিবসে অন্ততঃপক্ষে ১৭ বার উচ্চারণ করিতে হয়— আমরা একমাত্র তোমারই এবাদৎ اياك نعبد واياك করি এবং একমাত্র نستعين — তোমারই নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করি। এবাদতের অর্থ শুধু পূজা নয়, উপাসনা নয়, শুধু— নামাজ নয়, রোজা নয়, বরং আল্লাহর পূর্ণদাসত্ব স্বীকার এবং সর্বকার্যে তাহার গোলামির জিঞ্জির পরিধান। উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দাসত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির নির্দেশ মানিয়া চলার তাহার যেমন কোনই অধিকার থাকিবেনা তেমনি অন্য কাহারও প্রতি পূর্ণানুগত্যের ভাবও আসিতে পারিবেনা। মানুষের উন্নত ললাট আল্লাহ ভিন্ন আর কারও সামনে নত হইবে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সর্ববিধ — কার্যে এই—অবুদীয়তকে পূর্ণরূপে কার্যকরী করিতে

www.ahlehadeethbd.org

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও মোছলমান সমাজ

(৫-৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

অনেকের ধারণা—রবীন্দ্র-সাহিত্যে একত্ববাদ অর্থাৎ এক আল্লাহ-পাকের জয় ঘোষণা ধ্বনিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কবির অতিভক্ত কয়েকজন নামধারী মুছলমান একথা সোৎসাহে প্রচার করেন। একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে, সুবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও তওহীদ এর সুস্পষ্ট ধারণা অথবা একক আল্লাহ তা'য়ালার জাত এবং ছেফাত সম্বন্ধে কোনই অভিব্যক্তি নাই। অবশ্য তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর লেখার ভাবে ও ব্যঞ্জনায় ওয়াহ্দানিয়াৎ এর প্রকাশ আছে। মহর্ষি পারস্য সাহিত্যে বিশেষতঃ বুলবলে শিরাজ হাফেজ এর কাব্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদুপরি আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন অকৃত্রিম ভক্ত হিসাবে তাঁহার হৃদয়-দেশ তওহীদ এর অনুপ্রেরণায় রঞ্জিত ছিল। কিন্তু বাঙালী "জাতীয়তার" আবর্ত্তে পড়িয়া পরবর্ত্তী অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর ন্যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তওহীদ আলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৌত্তলিকতা-মূলক ভাবধারায় ক্লেদাক্ত—হইয়াছিলেন। কারণ ধর্ম ও জাতীয়তার প্রশ্ন ইছলামে যেরূপ কঠোরভাবে বিবেচিত হয়, কোন ধর্মেই সেরূপভাবে হয়না। তওহীদ এর পরিপন্থী কোন বিষয়ের সহিত-ই ইছলামের আপোষ নাই।

গীতাঞ্জলীর যে সকল কবিতায় শাশ্বত-সুন্দর এর প্রতি প্রেম-নিবেদন আছে, নির্ভরশীলতা আছে, অথবা মঙ্গল-অভিসার এর প্রার্থনা আছে, সেগুলি নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার, কোন স্থায়ী ভাব—ধারার অভিব্যক্তি নহে। মানুষের অন্তর-লোক স্ব স্ব সাধনা-লব্ধ ক্ষমতা অনুযায়ী কখনও কখনও আধ্যাত্মিকতার সমুন্নত মার্গে বিচরণ করে। প্রত্যহের গ্লানি-মলিন বাস্তবতা তখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। আকাশের ভাঙা-মেঘের কোলে হঠাৎ—ফুটে-উঠা সূর্য্য-রশ্মির মত তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ক্ষণিক আলো দুনিয়ায়ও কিছু কিছু সুন্দর ও সার্থক সৃষ্টি রাখিয়া যাইতে পারে। এরূপ আকস্মিক আলো অনেক ক্ষেত্রেই আলেয়ার আলোতে

(৩৫০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হতে পারিনি। 'নিরাশ আঁধারে আশার আলোর' মতই সেই আদর্শকে যতদিন আমরা আকড়িয়ে না ধরছি, ততদিন বৃথায় আমাদের স্বাধীনতা লাভ বৃথাই বেঁচে থাকা! এবং ততদিন আমাদের উন্নতি সুদূর পরাহত। হজরত (দঃ) চলে গেছেন, কিন্তু তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এক বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, সন্ধান দিয়ে গেছেন অমূল্য অমৃত-লোকের। একমাত্র মরুর দুলাল মোস্তফার (দঃ) দেখানো পথে চললেই আসবে আমাদের মুক্তি। কোরআনের বাণী আর রসুলের (দঃ) সুন্নত— এই আমাদের একমাত্র পথ। এ ছাড়া আমাদের মুক্তি ও সমৃদ্ধির অন্য কোনো পথ নেই।

পরিশেষে আরবী কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি :—

"بلغ العلى بكماله :
كشف الدجى بجماله :
حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله"

পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি উঠেছিলেন
তাঁর সৌন্দর্য্যে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে।
সর্ব আচার ব্যবহার তাঁর সুন্দর, মহান।
(অতএব) তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উপর দরুদ পাঠ কর।.....

www.ahlehadeethbd.org

Contents

of the early religion founded on the Koran and Sunna (i. e. the mannar of life of Mahomet). The teaching of Ul-Wahhab was founded on that of Ibn Taimyya (1263—1328) who was of the school of Ahmad ibn Hambal. Ibn Taimyya, although a Hanblite by — training, refused to be bound by any of the four schools and claimed the power of a Mujtahed, i. e. of one who can give independent decisions. These decisions were based on the Koran, which like Ibn Hazm, he accepted in a literal sense, on the sunna and Quyas (analogy). He protested strongly against all the innovations of later times and denounced as idolatory the visiting of the sacred shirines and the invocation of the saints. He was also opponent of the sufis of his day. The Wahabis also believe in the leteral sense of the Koran and the necessity of deducing one's duty from it apart from the decisions of the four schools. They also pointed to the abuses current in their times as a reason for rejecting the doctorines and practices foundend on Ijma i. e. the universal consent of the believer or their teachers. They forbid the pilgrimage to tombs and the invocations of saints. The severe simplicity of the Wahabis has been remarked by travellers in central Arabia. They attack all luxury, loose administration of justic, all laxity against infidels, addiction to wine, impurity and treachary. They instituted a from of Bedouine commonwelth insisting on the observance of law, the payment of tribute, military conscription for war against the infidels. internal peace and the rigid administration of justice in courts established for the purpose.

তৎকালীন আরবগণের পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহারের আড়ম্বর ও বিলাসিতা এবং তীর্থস্থান—সমূহের কুসংস্কার সম্পন্ন হজ্যাত্রা, ভাবী ঘটনার শকুন গ্রহণ করা ও আল্লার পরিবর্তে পীর পয়গম্বরগণের পূজা প্রভৃতি দর্শন করিয়া মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব স্বীয় বিদ্যা ও জ্ঞানের সাহায্যে চৈতন্য লাভ করিলেন এবং কোরআন ও ছুন্নৎ (হযরতের জীবনাদর্শ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সহজ ও অনাড়ম্বর প্রাথমিক ইছলামের দিকে আহ্বান করার কার্য আরম্ভ করিয়াদিলেন। আল ওয়াহ্হাবের শিক্ষা ইবনে তায়মিয়ার (৬৬১—৭২৮) শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইবনে-তায়ামিয়া-হাম্বলী ছিলেন, কিন্তু দলের অনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও চারি মযহবের অন্তর্গত কোন একটির মধ্যে নির্দিষ্ট রূপে আবদ্ধ থাকার কার্যকে অস্বীকার করিয়া তিনি স্বয়ং মুজতাহিদ হইবার দাবী করিয়াছিলেন (কোরআন ও ছুন্নত হইতে সরাসরি ও স্বাধীন ভাবে মছআলা আবিষ্কার করার অধিকার যে বিদ্বানের রহিয়াছে, তাহাকে মুজতাহেদ বলে।) ইবনে হযমের (৩৮৪—৪৫৬) ন্যায় কোরআনের শাব্দিক অর্থের ভিত্তির উপর যে সকল সিদ্ধান্ত ছুন্নৎ ও কেয়াছের সাহায্যে সমর্থিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলি তিনি স্বীকার করিয়ালন। পরবর্তী যুগের সকল বেদ্আতের তিনি কঠোরভাবে প্রতিবাদ এবং ওলীদের কবরের জন্য তীর্থ যাত্রা করা এবং বিপদে তাঁহাদিগকে আহ্বান ও তাঁহাদের নিকট যাচ্ঞা করার কার্যকে শিরক বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার যুগের ছুফীগণেরও বিরোধী ছিলেন। ওয়াহ্হাবীগণও কোরআনের শাব্দিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাৎপর্যকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং চারি মযহবের মীমাংসা ছাড়াও কোরআন হইতে মছআলা আহরণ করা বিদ্বানগণের সার্বজনীন কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইজমা (মুছলিমগণের অথবা তাঁহাদের গুরুদের সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত) মানুকরার নীতি ও নিয়ম অগ্রাহ্য করার দরুণ যে সকল অনাচার—প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলির প্রতিও তাঁহারা জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তাঁহারও কবরের উদ্দেশে তীর্থ যাত্রা করা ও পীর, ওলীদের নিকট যাচ্ঞা করার কার্য নিষেধ করিয়া থাকেন। মধ্য-আরবের ইউরোপীয় পর্যটকের দল (বার্টনের ন্যায়) ওয়াহ্হাবীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালীকে লক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা সকল প্রকার বিলাসিতা, দুর্বল বিচার ব্যবস্থা, কাফের দলের কাছে অবনত হওয়া, মদ্যপানের অভ্যাস, অপবিত্রতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কার্য সমূহের কঠোর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ওয়াহাবীরা বেদুইন গণতন্ত্রের ন্যায় এক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আইনের অনুসরণ, যাকাৎ প্রদান করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের উদ্দেশ্যে সকল মুছলমানের সৈন্য দলে ভর্তি হওয়া, আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং বিচারালয় সমূহে সত্যকার বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন।—*

আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop Stoddard তদীয় গ্রন্থ New World of Islam এ লিখিতেছেন: ওয়াহ্হাবী আন্দোলন একটি অনাবিল সংস্কার আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়, অলৌকিকতার সংশোধন, সকল প্রকার সন্দেহ ও কুসংস্কারের নিরসন, কোরআনের মধ্যযুগীয় প্রক্ষিপ্ত তফছীর ও নবাবিষ্কৃত টীকাটিপ্পনীর প্রতিবাদ, বিদআৎ ও আওলিয়াগণের পূজার নিবৃত্তি সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মোটেরউপর উহা ইছলামের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা এবং তাহার সারসংসারের দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম। অর্থাৎ তওহিদের যে শিক্ষা আল্লাহ্ পয়গম্বরের (দঃ) উপর প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছিলেন, সরল ও অবিমিশ্র ভাবে তাহা ধারণ করা এবং কোরআনের সাহায্যে হেদায়ৎ ও নির্দেশ—লাভ করা; ধর্মের রুকন ও ফরয সমূহের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা এবং নমায ও ছিয়াম কে যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুসরণ করা, রেশমি কাপড়ের ব্যবহার, খাদ্যের বিলাসিতা, মদ্যপান, আফিম ও তামাক সেবন প্রভৃতি অনিষ্টকর ও অমিতাচরণ—বর্জন করা। *

উক্ত গ্রন্থের আরাবী অনুবাদের টীকায় গাযী মোহাম্মদ আনওয়ার পাশা শহীদের (—১৩৩৮ হিঃ) সহকর্মী ও বন্ধু রাষ্ট্রনীতি বিশারদ আমীর শেকিব আরছালান লিখিয়াছেন: মোহাম্মদ বিনে আবদুলওয়াহ্হাব ছাত্রজীবন হইতেই ইছলামকে তাহার প্রাথমিক—গৌরবের দিকে—ফিরাইয়া লইয়া—যাওয়ার কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য ওয়াহাবীরা স্বীয় মতবাদকে ছলফের অর্থাৎ ছাহাবা ও তাবেয়ীনের মতবাদ নাম দিয়া থাকেন। পীরপরস্তি, মাযার যিয়ারত ও গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার কার্য সমূহকে

اخذ يفكر فى اعادة الاسلام الى نقاوته الاولى عقيدة الصحابة والتابعين، فلذلك الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف، و من هناك انكر الاعتقاد بالاولياء و زيارة القبور، والاستغاثة بغيرالله و غير ذلك مما جعله من باب الشرك، واستشهد على صحة ارائه بالايات القرانية والاحاديث المصطفوية والاظنه اورد ثمة شيئاً غير ما اورده ابن تيمية رح -

এই নিমিত্ত শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুলওয়াহ্হাব শেরক বলিয়া অভিহিত এবং কোরআনের—আয়ৎ ও রছুলের (দঃ) হাদিছের সাহায্যে স্বীয় মতবাদের পোষকতার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার জ্ঞানগোচরে তিনি এমন একটি কথাও—বলেননাই, যাহা ইবনেতয়ামিয়া পূর্বে তদীয় গ্রন্থে

* Encyclopaedia Britannica V. 28, P. P. 245 (13th Edition.)

* New World of Islam (1) P. P. 39.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আলোচনা করিয়া যান নাই। *

শায়খ মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব—তাঁহার প্রচার কার্য সর্বপ্রথম বছ্রায় আরম্ভ করেন, কিন্তু বছ্রাবাসীরা তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতিত করিয়া অবশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তিনি এককভাবে পদব্রজে যোবায়ের নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও প্রখর রৌদ্রে ঘর্মসিক্ত অবস্থায় দরব নামক স্থানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান, জনৈক গর্দভ ব্যবসায়ী তাঁহার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া গাধার পিঠে তুলিয়া তাঁহাকে যোবায়ের নগরে পৌঁছাইয়া দেয়।

সিরিয়া ও বছ্রায় বিফলমনোরথ হইয়া শায়খ নজ্দে প্রত্যাবর্তন করেন ও হারিমলায় পিতার—নিকট উপস্থিত হন। নজদে প্রচলিত শের্ক ও বিদ্-আত সম্পর্কে পিতার সহিত তাঁহার আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে। ১১৫৩ হিজরীতে তদীয় পিতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি তাঁহার প্রচারণার কার্য ঘোরে শোরে আরম্ভ করিয়া দেন। কবরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তজ্জন্য মানৎ করা, তাহার উপর গুম্বজ প্রস্তুত করা, কবরে বাতি জ্বালান প্রভৃতি কার্যের প্রকাশ্য ভাবে প্রতিবাদ করেন। হারিমলায় একদল ক্রীতদাস সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লুঠ তারাজ করিয়া বেড়াইত, শায়খ তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করায় তাহারা বাড়ী চড়াও করিয়া রাত্রিযোগে তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে।—ফলে শায়খ হারিমলা পরিত্যাগ করিয়া ওআয়নায় উপস্থিত হন। মোআম্মর বংশীয় উছমান বিনে হাম্দ ওআয়নার শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি শায়খের আগমনে প্রথমতঃ সন্তুষ্ট হন এবং উক্ত গোত্রের আব্দুল্লাহ বিনে মোআম্মারের কন্যা জওহরার সহিত শায়খের বিবাহ সংঘটিত হয়। এইস্থানে আমীর উছমানের সমবায়ে শায়খ হযরত যয়েদ বিনে খাত্তাবের প্রসিদ্ধ দরগাহ ভাংগিয়া ফেলেন। ওআয়নার অধিবাসীরা উক্ত দরগাহ পূজা করিত।

এই ঘটনায় আহছার আমীর ছোলায়মান বিনে মোহাম্মদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ওআয়নার আমীরকে অনতিবিলম্বে শায়খকে হত্যা করার আদেশ দেন। আহছা অঞ্চল হইতে বাৎসরিক প্রায় ১২ হাজার মোহর এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী ওআয়নার আমীর লাভ করিতেন, আমীর ছোলায়মানের ভয়ে ওআয়নার আমীর শায়খকে বাহির করিয়া দেন,—এক জন অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে থাকে। আগে আগে শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুলওয়াহ্হাব—আল্লাহর বন্দনা ও প্রশংসা উচ্চারণ করিতে করিতে একখানা পাখা হাতে পদব্রজে অগ্রসর হইতেছিলেন আর অশ্বারোহীটী তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছিল।

শায়খ প্রশান্ত মনে ১১৫৭ হিজরীতে দারেঈয়ায় পৌঁছেন এবং আবদুল্লাহ বিনে আবদুর রহমান বিনে ছুয়েলমের বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন। শায়খের প্রচার কার্যের ফলে দারেঈয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহাদের মধ্যস্থতায় ও চেষ্টায় দারেঈয়ার শাসনকর্তা আমীর মোহাম্মদ বিনে ছউদ শায়খের আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ স্বীকার করিয়ালন ও তাঁহার হস্তে দীক্ষিত হন। তৎকালে এই আমীরের নেতৃত্বে 'আতুব' ও 'উন্যার' গোত্রগুলি একত্রিত হইতেছিল।

ওআয়নার আমীরের ক্রমবর্দ্ধমান শত্রুতা নিবন্ধন ১১৬৩ হিজরীতে শায়খের অনুচরগণ তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করেন এবং শায়খের অভিপ্রায় অনুসারে মশারি বিনে মোআম্মার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দারেঈয়া ও ওআয়নায় শায়খের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ সমগ্র নজদে তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়, বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে বিদ্বান ও ধার্মিকের দল তাঁহার নিকট সমবেত হইতে থাকেন এবং গোটা প্রদেশে তওহীদ ও ছুন্নতের অনুসরণ এবং সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়। ১১৭৯ হিজরীতে 'তরীকায় ছল্ফ' আন্দোলনের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ বিঘোষিত হইল। আমীর মোহাম্মদ বিনে ছউদ স্বয়ং তাঁহার —

* تعليقات حاضر العالم الاسلامى : (২) ৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ভ্রাতা ও পুত্রগণসহ এই জেহাদে নেতৃত্ব করিতেন।

১১৭৯ হিজরীতে মোহাম্মদ বিনে ছউদের মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র প্রথম আবদুল আযীয শায়খের হস্তে দীক্ষিত হন এবং পিতার স্থানে উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে ১১৮৬ হিজরীতে নজ্‌দের রাজধানী রিয়ায বিজিত হয়। শায়খের আন্দোলনের প্রভাব নজ্‌দ, আহছা, আম্মান, তেহামা ও য়েমেন পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। য়েমেনের সংস্কারক আল্লামা — মোহাম্মদ বিনে ইছমায়ীল আনন্দে অধীর হইয়া মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাবের উদ্দেশ্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেন :

سلامی علی نجد و من حل بالنجد
وان کان تسلیمی عن البعد لا یجدی —

নজ্‌দ-কে এবং নজ্‌দের অধিবাসীকে আমার ছালাম! দূরত্ব নিবন্ধন আমার ছালাম সে স্থানে যদি নাও পৌঁছে!

মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাবের মৃত্যুর পর আমীর আবদুল আযীয ১২১৩ হিজরীতে মেসো-পটেমিয়া, বাহারায়েন, আম্মানের উপকূল এবং মছ-কত জয় করিয়া লন, ১২১৬ হিজরীতে কারবালা বিজিত হয়, আমীর আবদুল আযীয যোবায়ের-- ও ছামাওয়া জয় করিয়া দারেঈয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। পুনশ্চ ১২১৮ হিজরীতে তিন মাসের চেষ্টার ফলে— আবদুল আযীযের পুত্র ছউদ কর্তৃক মক্কা বিজিত — হয়, শরীফ গালেব জেদ্দায় পলায়ন করেন, তাঁহার স্থানে আবদুল মুঈন মক্কার শরীফ নিযুক্ত হন।

তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে যে ভ্রাতৃ সংঘ (ইখ্‌ওয়ান) স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পতাকা-মূলে নজ্‌দের সকল গোত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। আব্বাছী খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরবগণের জাতীয় জীবনের এই প্রথম স্পন্দন এবং আরবগণের ঐক্য সম্মেলন আরব ইতিহাসের অভূতপূর্ব ঘটনা! ইহার ফলে ইংরাজ ও ফরাসীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। আরব ও পারস্যোপসাগরের উপকূল ভাগে যে সকল স্থান ইংরাজ ও ফরাসীদের পক্ষে ব্যবসা ও সমরনীতির দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, ওয়াহাবীগণ একে একে সেগুলি জয় করিয়া লওয়ায় তাঁহারা ইংরাজ ও ফরাসীগণের বিরাগ ভাজন হই-লেন। এতদ্ব্যতীত ওয়াহাবীগণের গণতান্ত্রিক রীতিও তাহাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। মেসো-পটেমিয়া আক্রমণ করায় তুর্কীরাও ভীত হইয়া— উঠিয়াছিলেন, তুরস্কের ছুলতানের অধীনস্থ তদানীন্তন মক্কা ও মদীনার শরীফের সহিত ওয়াহাবীদের সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় যুগপৎ ভাবে শরীফ ও ছুল-তানের মনে গুরুতর সন্দেহ ও বিভীষিকা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

১২১৮ হিজরীর ১৮ই রজব তারিখে যখন আমীর আবদুল আযীয আছরের নমায পড়িতে ছিলেন, আবদুল কাদের নামক জনৈক রাফেযী শিয়া তাঁহাকে খঞ্জরের আঘাতে শহিদ করে। অতঃপর তদীয় পুত্র ছউদ বিনে আবদুল আযীয পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। আমীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছির রাজ্যের লেহয়া, হাদিদা, যবিদ ও ছান্‌আ এবং ইয়াম্বু হইতে মদীনা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এবং হলব দখল করিয়া লন।

ওয়াহ্‌হাবীগণ পারস্যোপসাগর দখল করায় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১২২৪ সালে হিন্দভূমি হইতে যুদ্ধ জাহায প্রেরণ করেন। ও দিকে ঐ বৎসরে আমীর ছউদের পুত্র ৬ হাজার সৈন্য সমভিব্যহারে সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং হুরাণ প্রভৃতি নগর অধিকার করিতে করিতে দামেশ্‌কের নিকটবর্তী হন।

ইংরাজগণের আদেশে ওয়াহাবীদিগকে দমন— করিবার জন্য তুরস্কের ছুলতানের পক্ষ হইতে মিছরে খেদীভ মোহাম্মদ আলি পাশা নিযুক্ত হইলেন। ১২২৬ হিজরী হইতে ১২৩১ হিজরী পর্যন্ত মিছরীয় সৈন্য ও ভারতীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলের সহিত ওয়াহাবীগণ সংগ্রাম করিতে থাকেন, আমীর ছউ-দের জীবদ্দশায় এই সব সংগ্রামের সাহায্যে ওয়া-হাবীদিগকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। ১২২৯ হিজরীতে আমীর ছউদ পরলোক গমন করেন এবং তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।— ছউদের মৃত্যুর পর আবেদীন বের নেতৃত্বে যে মিছ-রীয় সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা যোহরান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নামক স্থানে ওয়াহাবীদের হস্তে পরাজিত হয়, কিন্তু অবশেষে ১২৩১ হিজরীতে মিছরীয় সৈন্যগণ ওয়াহাবী সৈন্যদিগকে পরাজিত করে। আমীর আব্দুল্লাহ কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রেরিত হন, তথায় সুলতান মাহ্‌মুদ খানের আদেশে ১২৩৪ হিজরীতে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

এতদুপলক্ষে ভারত, মিছর, আরব ও তুরস্কে ওয়াহাবী আন্দোলনের উদ্বোধক এবং স্বয়ং আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরাজ কূটনীতি-বিশারদগণ ও — তাঁহাদের চেলা চামুণ্ডাদের দ্বারা মিথ্যা প্রচারণার যে বিরাট তুফান প্রসারিত করা হইয়াছিল, "ওয়াহাবী" শব্দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করিলে আজও তাহার — বিষময় ফল সকলে উপলব্ধি করিতে পারে।

ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার ফলে সমগ্র মুছ্‌লিম জাহানের তাঁহারা বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিনে আব্দুলওয়াহ্‌হাব যদি তাঁহার মতবাদ অন্য উলামা ও সংস্কারকবৃন্দের ন্যায় শুধু গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন এবং উহা বলবৎ এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যদি চেষ্টিত না হইতেন এবং তাঁহার আন্দোলন যদি সক্রিয় রাজনীতির সংশ্রব হইতে মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে এই আন্দোলনের এতটা দুর্নাম রটিতনা, কারণ তাঁহার ধর্মীয় মতবাদের অনুসরণকারী উলামা সকল যুগেই বর্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মুছলমানগণের রাজনৈতিক মুক্তি ও প্রাধান্যের অধিকার দাবী করিয়া যে কোন আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়াছে, কূটনীতি বিশারদগণের কৃপায় অমনি তাহার যোগসূত্র নজ্‌দের ওয়াহাবী আন্দোলনের সহিত গ্রথিত করার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে!

মিথ্যা প্রচারণার বিষময় প্রতিক্রিয়ার সামান্য কুফল ফলিয়াছিল এই যে, বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত — আলেমরা পর্যন্ত ওয়াহাবীদিগকে খারেজী ও বিদ্রোহী দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন: — আল্লামা মোহাম্মদ আমীন দামেশ্‌কী (—১২৫২হিঃ) যিনি হানাফী ফেক্‌হ গ্রন্থ 'দুররুল মুখতারের' টীকা "রদ্দুল মোহতার" নামে লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইব্‌নে আবেদীন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি এই আন্দোলনের সমসাময়িক ব্যক্তি, তিনি তাঁহার গ্রন্থে খারেজীদের দৃষ্টান্ত প্রদানচ্ছলে লিখিতেছেন: যেমন আমাদের যুগে আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের অনুসরণকারীরা নজ্‌দ হইতে বহির্গত হইয়া, মক্কা মদীনার উপর চড়াও করিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে হাম্বলী বলিয়া প্রচার করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা শুধু নিজেদের দলকেই মুছলমান বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের মতের বিরোধীদিগকে মুশরেক বলিয়া — জানে। তাহারা আহলেছুন্নত ও তদীয় আলেম মণ্ডলীকে হত্যা করা হালাল বলিয়া বিশ্বাস করে। *

শায়খুলইছলাম মোহাম্মদ বিনে আব্দুল — ওয়াহ্‌হাব অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বহীগুলি — ভারতবর্ষেও মুদ্রিত হইয়াছে:

نصيحة المسلمين - كتاب الكبائر - فضل الاسلام - اصول الايمان - كتاب التوحيد - الامر بالمعروف - معرفة العبد ربه ودينه و نبيه - الانصاف - كشف الشبهات - تفسيرايات من القران - تفسيرسورة الفاتحة - آداب المشي - مفيد المستفيد - خلاصة زادالمعاد - مختصرسيرة ابن هشام - مختصرالشرح الكبيرفي فروع الحنابلة - مجموع الحديث على ابواب الفقه - مختصرفتاوى ابن تيمية -

এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে শায়খের মতবাদ ও মযহবের কথা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় — কিন্তু কথা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি শায়খের দুইখানি পত্র—অনুদিত করিয়া দিতেছি। কোনরূপ প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত না হইয়া ঐতিহাসিক প্রণালীতে যাঁহারা প্রকৃত তথ্য যাচাই করিতে অভ্যস্ত, আশা করি শায়খের নিজের উক্তি তাঁহাদের বিচার বুদ্ধির সহায়ক হইবে। এই পত্রগুলি ইব্‌নে গেনাম ও ইবনে বশরের ইতিহাস হইতে সংকলিত হইয়াছে। প্রথম পত্রখানা

* রদ্দুলমোহ্‌তার—বুগাত, ৩য় খণ্ড।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শায়খ মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব মেসোপটেমিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম আব্দুররহমান—বিনে আব্দুল্লাহ ছোয়েদী বাগ্দাদী (১১৩৪—১২০০) কে লিখিয়াছেন :—

আল্লাহর অনুগ্রহে আমি ছলফেছালেহিনের—অনুগামী, বেদ্আতি নই। যে ধর্ম্ম আহ্লেছুন্নতগণ অর্থাৎ ইমাম চতুষ্টয় এবং তাঁহার অনুগামীদল—পালন করিতেন, আমিও সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি। আমি জনসাধারণকে তওহীদের শিক্ষা—প্রদান করিয়াছি, মৃত সাধু পুরুষ ও ওলীদিগকে বিপদের সময় আহ্বান করিতে এবং তাঁহাদের নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়াছি। তাঁহাদের কবরে নযর নিয়ায ভেট ও মানৎ দিতে ও কবরকে ছেজ্দা করিতে বাধা দিয়াছি, কারণ উল্লিখিত কার্য্যগুলি আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, কোন নবী ও ফেরেশ্তাও উপরিউক্ত সম্মানলাভ করিবার অধিকারী নহেন।—সমুদয় পয়গম্বর সৃষ্টিকাল হইতে এই শিক্ষাই জগতে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন আর আহ্লেছুন্নতগণও—এই অভিমতের উপর দৃঢ় রহিয়াছেন। মুছলমান জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাফেযী শিয়াগণ শেরক টানিয়া আনে, তাহারা হযরত আলী (রাযিঃ) কে 'বিপদ ভঞ্জন' 'হাল্লুল মুশকেলাৎ' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। আমি যে স্থানে বাসকরি তাহার অধিবাসিবৃন্দ আমার কথা মান্য করিয়া থাকে, কতিপয় নরপতি ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেননা। আমি আমার অনুসরণকারীদিগকে পাঞ্জেগানা নামায জামাআতের সহিত সম্পাদন করিবার, যাকাৎ প্রভৃতি ফরয কর্ম্ম আদা করিবার, সকল প্রকার ব্যভিচার ও পাপ হইতে বিরত থাকার, মাদক দ্রব্যাদি পরিহার করার ও—মুনাফেকীকে ঘৃণা করিতে অভ্যাস করার ব্যবস্থা দিয়াছি। দেশের বড়লোকেরা এই সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে না পারিয়া তাহারা আমার প্রচারিত তওহীদের নানারূপ কদর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও বিভিন্নরূপ মিথ্যা কথার সাহায্যে আমার দুর্নাম রটাইতে ব্রতী হইয়াছেন।

তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, আমি নাকি আমার অনুগামীগণ ছাড়া অপর সমুদয় মুছলমানকে কাফের বলিয়া থাকি এবং তাহাদের বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করি।

আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি যে, কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিবে যে, একজন মুছলমানের মুখ হইতে এরূপ কথা উচ্চারিত হওয়া সম্ভবপর? আল্লাহকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে, বর্ণিত কদর্য উক্তির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, যাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, কেবল সেই এরূপ কথা বলিতে পারে। স্বার্থপরেরদল হইতে—আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণাও চালাইয়াছেন যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি নাকি রছুলুল্লাহের (দঃ) পবিত্র সমাধির গুম্বজ ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম।

এই ভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ যে, আমি 'দালায়েলুল খায়রাৎ' নামক ওযিফার পুস্তক পোড়াইয়া ফেলি এবং দরুদ পড়িতে নিষেধ করিয়া থাকি, এ সকল অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

কিন্তু যাবতীয় মিথ্যা প্রচারণা, অন্যায় দোষারোপ, এমন কি ইহা অপেক্ষা অধিক ও কঠিন অত্যাচার সত্ত্বেও মুছলমানগণের পক্ষে আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থের উপর ঈমান আনা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ পবিত্র আদর্শকে বরণ করা ও কোরআন ও ছুন্নতের সাহায্য ও সহায়তা কল্পে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইছলাম ধর্ম্ম পরিহার করে, কিংবা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে কটূক্তি করে ও তাঁহার অনুসরণে বাধা দেয়,—আমি কেবল তাহাকেই কাফের বলিয়া জানি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে উম্মতের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এরূপ নহেন।

আমাদের প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার্থেই আমরা তরবারি ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমরা কখনো যুদ্ধে অগ্রণী হইনাই, আমাদের সহিত কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করা আমরা জায়েয মনে করি। *

* تاريخ نجد ৫৪—৫৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপর পত্রখানা কেছীমের আলেম মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব লিখিয়াছেন :—

আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছি যে :

১। আহলেছুন্নং ওয়াল জামাআৎগণ যে সকল অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন, আমিও সেই সকল অভিমত প্রতিপালন করিয়া থাকি।

২। আমি আল্লাহ, তদীয় রছুল, ফেরেশ্তা, আল্লাহর গ্রন্থ, পুনরুত্থান ও তক্দীরের উপর ঈমান রাখি।

৩। কোরআন ও হাদীছে আল্লাহর গুণাবলী যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোনরূপ পরোক্ষ ব্যাখ্যা না করিয়া সেগুলি যথাযথ ভাবে স্বীকার করিয়া থাকি। তাঁহার নির্গুণ হওয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহার—গুণাবলীকে অনুপম ও সৃষ্ট বস্তুর সহিত অতুলনীয় বলিয়া জানি।

৪। কোরআন সম্পর্কে আমার মত এই যে, উহা আল্লাহর বাণী এবং অনাদি। আল্লাহ কোরআনকে তদীয় রছুল মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন।

৫। আল্লাহর অভিপ্রায় এবং অদৃষ্টের বহির্ভূত কোন কিছুই নাই বলিয়া বিশ্বাস করি। সমস্ত কার্য আল্লাহর ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, কেহই তাঁহার তক্দীরের সীমা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়।

৬। সত্যবাদী সংবাদবাহক রছুলুল্লাহ (দঃ) পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, যথা : কবরের শাস্তি ও পুরস্কার, আত্মার পুনরাবর্তন, পুনরুত্থান ও মহাবিচার, বেহেশত ও দোযখ প্রভৃতি বিষয়গুলি আমি সত্য বলিয়া জানি।

৭। রছুলুল্লাহর (দঃ) শাফাআতের উপর ঈমান রাখি, সর্বপ্রথম তিনিই শাফাআৎ করিবেন। শাফাআৎ অস্বীকারকারীদিগকে পথভ্রষ্ট ও বেদ্আতি বলিয়া জানি, কিন্তু সর্বপ্রকার শাফাআৎ আল্লাহর অনুমতি ও অভিপ্রায় অনুসারে হইবে এবং মোশরেকদের জন্য কোন শাফাআৎ উপকারী হইবেনা।

৮। আমি বিশ্বাস করি যে, ঈমানদারের দল স্বীয় প্রতিপালকের সন্দর্শন লাভ করিবেন।

৯। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে সর্বশেষ নবী বলিয়া বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তির একথার উপর আস্থা নাই, তাহাকে মুমিন বলিয়া স্বীকার করিনা।

১০। উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত আবুবক্র ছিদ্দীক, অতঃপর পর্যায়ক্রমে হযরত উমর, হযরত উছ্মান ও হযরত আলী; তাঁহাদের পর বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অবশিষ্ট ছয়জন, তাঁহাদের গুণকীর্তণ করি এবং তাঁহাদের ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনা হইতে নিরস্ত থাকি। তাঁহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি।

১১। আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে কারামৎ বা—অলৌকিক কার্যাবলী এবং তাঁহাদের কশ্ফ বা অন্তরদৃষ্টির কথা স্বীকার করি কিন্তু প্রভুত্ব ও পূজার অধিকারী বলিয়া কাহাকেও মান্য করিনা।

১২। কোন মুছলমান সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে নির্দেশিত করিতে পারিনা যে, সে বেহেশতী হইবে না দোযখী, অবশ্য সাধু সজ্জনগণের জন্য মুক্তিলাভের আশা করি এবং দুশ্চরিত্র পাপীদের জন্য দণ্ডের ভয় রাখি।

১৩। কোন মুছলমানকে কাফের বলিনা এবং তাহাদের কাহাকেও ইছলামের বহির্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করি না।

১৪। সাধু ও অসাধু সকল প্রকার নেতার পতাকার নিম্নে জেহাদ করা এবং তাঁহাদের পশ্চাতে জামাআতের নামায আদা করা জায়েয বলিয়া মনে করি।

১৫। দাজ্জালের পতন পর্যন্ত তরবারির জেহাদের ব্যবস্থা বলবৎ ও ফরয রহিয়াছে।

১৬। পাপকার্যের আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত—মুছলমানগণের নেতার আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

১৭। স্বীয় বাহুবলে যদি কেহ খেলাফতের—ট্রাষ্টি হইয়া বসে এবং তাহার নেতৃত্বে যদি মুছলিম-জনমণ্ডলী একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই খলিফা বলিয়া মান্য করিতে হইবে এবং তাঁহার ন্যায়সঙ্গত শরীঅতের অনুকূল আদেশাবলী প্রতিপালন করা ওয়াজেব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮। বেদ্‌আতী তওবা না করা পর্যন্ত তাহার সহিত নির্লিপ্ত থাকা পছন্দ করি।

১৯। আমি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক ও—ব্যবহারিক আচরণ তিনটিকেই ঈমানের অংশ বলিয়া জানি। সদাচরণের সাহায্যে ঈমান বর্ধিত এবং—পাপের সাহায্যে তাহার ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস করি।

২০। ঈমানের সত্তরটীরও অধিক শাখা প্রশাখা আছে, তন্মধ্যে তওহীদ মন্ত্রের স্বীকারোক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ আর পথের অসুবিধা বিদূরিত করার কার্য সর্বনিম্ন।

২১। শরীঅতের নিয়ম অনুসারে ন্যায়ের জন্য আদেশ প্রদান করা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ সাধন সকল মুছলমানের জন্য ওয়াজেব জানি।

নজ্‌দের অধিবাসী ইবনে ছহিম আমার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অপবাদগুলি প্রচার করিতেছে :

(ক) আমি নাকি মযহব চতুষ্টয়ের গ্রন্থসমূহকে বাতিল বলিয়া জানি।

(খ) ছয় শত বৎসর হইতে মুছলমানগণ—গোমরাহির ভিতর আছে, আমি নাকি সেইরূপ কথা বলিয়া থাকি।

(গ) আমি নাকি পূর্ববর্তী কোন ইমাম ও মুজ্‌তাহেদকেই গ্রাহ্য করিনা।

(ঘ) ধর্মের বিশেজ্ঞগণের মতভেদকে আমি কল্যাণের পরিবর্তে নাকি সর্বনাশকর বলিয়া জানি।

(ঙ) যাহারা সাধু সজ্জনের ওছিলা ধরিয়া—থাকে, তাহাদিগকে এবং কছীদায় বুর্দার রচয়িতা কবি মোহাম্মদ বিনে ছঈদ বুছিরি (—৬৯৬) রছুলুল্লাহ (দঃ) কে 'আক্‌রামুলখল্‌ক' বলিয়া সম্বোধন করার দরুন আমি নাকি তাঁহাকে কাফের বলিয়া থাকি।

(চ) আমি নাকি রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র—সমাধি এবং পিতৃ-পিতামহগণের কবর যিয়ারৎ করার কার্যকে হারাম বলিয়া থাকি।

(ছ) গায়েরুল্লাহর নামে শপথকারীদিগকে এবং ইব্‌নুলফারেষ ও ইব্‌নেআবাবীকে আমি নাকি—কাফের জানি।

(জ) আমি নাকি 'দালায়েলুল্‌ খায়রাৎ' নামক দরুদের পুস্তককে পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়া থাকি এবং 'রওযুর রায়াহিন' নামক পুস্তককে—'রওযুশ শায়াতিন' নামে অভিহিত করি।

উল্লিখিত অভিযোগ সমূহের প্রত্যুত্তর স্বরূপ আমি বলিব যে, বর্ণিত অভিযোগগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন। তবে আমি অবশ্যই বলিয়া থাকি যে, কলেমা তৈয়েবার অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত—কাহারো ইছলাম পূর্ণ হইতে পারেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোরবানী দেওয়া ও নযর মানৎ করা হারাম।

আমার উপরিউক্ত দাবীগুলি সঠিক এবং—কোরআন ও ছুন্নতের অকাট্য দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। *

শয়খুল ইছলাম মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ দারেঈয়ায় এক বিরাট শিক্ষাগারে ছাত্র বৃন্দকে শিক্ষাদান করিতেন। এই শিক্ষায়তন আরবের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে—পরিণত হইয়াছিল, দশ সহস্রের অধিক ছাত্র উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীআতের উচ্চ শিক্ষালাভ করিতেন। শয়খের চারি পুত্র হুছায়ন, আব্দুল্লাহ,—আলী ও ইবরাহীম মহাবিদ্বান, মহাত্যাগী ও মহত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা হুছায়েন দারেঈয়ার কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র শয়খ আবদুল্লাহ যশস্বী আলেম, সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার ছিলেন, পিতার লিখিত 'কিতাবুত্‌ তওহীদের' ব্যাখ্যা স্বরূপ 'ফত্‌হুলমজীদ' রচনা করেন। মিছরের খেদিভ মোহাম্মদ আলি পাশার পুত্র ইব্রাহিম পাশা দারেঈয়া প্রবেশকালে তাঁহাকে ধৃত করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। শয়খের প্রপৌত্র আলী বিনে হাম্‌দ বিনে হুছায়ন বিনে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব কে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। আমীর আব্দুল্লাহর পুত্র ছঊদ এবং নজ্‌দের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উলামায়ে দ্বীনকে হত্যা করা হয়। দারেঈয়ার কাযী আল্লামা আহমদ বিনে রশীদের

* تاريخ نجد ৫৭—৫৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমুদয় দাঁত উপড়াইয়া ফেলা হয়। ৯ মাস পর্যন্ত ইব্রাহীম পাশা দারেঈয়ায় অবস্থান করেন এবং তাঁহার সৈন্যদল চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে লুঠ তারাজ চালাইতে থাকে। ১২৩৪ হিজরীতে মোহাম্মদ—আলী পাশার আদেশে দারেঈয়ার গোটা শহর খুঁড়িয়া ফেলা হয়, সমস্ত খেজুরের বাগান ও উদ্যান, শিক্ষাগার, বাসগৃহ প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া জন মানবশূন্য প্রান্তরে পরিণত করা হয়।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

একশত বার বৎসর পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। মক্কার শরীফ হুছায়েন তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুর্কীদিগকে হেজায ভূমি হইতে বিতাড়িত করেন এবং ইংরাজ প্রভুদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তুরস্কের সুলতান প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নজ্‌দের দ্বিতীয় আব্দুলআযীয বিনে আব্দুররহমান বিনে ফয়ছল বিনে তুর্কী বিনে আব্দুল্লাহ বিনে ছউদ বিনে আব্দুলআযীয বিনে মোহাম্মদ বিনে ছউদ শরীফ হুছায়েনের আচরণের প্রতিবাদকল্পে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৩৪২ হিজরীতে সর্বপ্রথম তায়েফ তৎপর মক্কা অধিকার করিয়া লন। শরীফ হুছায়েন শাসনকার্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান, তদীয় পুত্র আলী বিনে—হুছায়েন বৈদেশিক সাহায্যের আশায় কিছুকাল জেদ্দায় অবস্থান করেন কিন্তু সুলতান আব্দুল আযীয অল্প সময়েই জেদ্দা ও পরিশেষে মদীনা অধিকার করিয়া ফেলেন।

১৩৩৪ হিজরীতে সুলতান আব্দুলআযীয হেজায ও নজ্‌দের সম্রাট বিঘোষিত হন এবং আরবীয় শক্তি সংগঠনের সহস্র বার্ষিক স্বপ্ন কতকটা বাস্তবে পরিণত হয়।

শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুললতীফ বিনে আবদুররহমান বিনে হুছায়েন বিনে শায়খ মোহাম্মদ বিনে আব্দুলওয়াহ্হাব নজদী বর্তমান সময়ে হেজায প্রদেশের কাযিউল কুযাৎ, তিনি মক্কার হরমেই বাস করিয়া থাকেন।

সম্রাট আব্দুলআযীযের শাসন যুগে হেজাযের বহু বেদ্‌আৎ ও শের্‌কের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রায় ৮ শত বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মুছলমানগণ পবিত্র কা'অ্‌বাতে সমবেত হইয়াও এক জামাআতে নামায পড়িতে পারিতেননা। মযহাবী দলাদলির কুফল—স্বরূপ চারি মুছল্লায় চারি দলে বিভক্ত হইয়া নামায আদা করিতেন। সম্রাট আব্দুল আযীযের শাসনকালে আবার হারামে এক জামাআতের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মতাবলম্বী মুছলমানগণ এক ইমামের পিছনে কা'অ্‌বার প্রভুর সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছেন।

ইছলামী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সকল রাষ্ট্র অপেক্ষা আজ হেজায ও নজ্‌দে অধিকতর শান্তি বিরাজ করিতেছে। নজ্‌দ হইতে তেহামা, হেজায, আহছা ও আম্‌মান পর্যন্ত কোন স্থানে চুরি ডাকাতির ভয় নাই। ব্যবসায়ী, পথিক ও যাত্রীরদল নির্ভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেছে। যেসকল পর্যটক সুলতান ইবনেছউদের পূর্বেকার যুগে হেজায ভূমির অত্যাচার—ও চুরি ডাকাতির কথা অবগত আছেন, শরীআতী শাসনের সুফল এবং সুলতান আব্দুল আযীযের—সাফল্যমণ্ডিত রাজত্বের শুভপরিণতিতে তাঁহারা—বিস্মিত, আনন্দিত ও গর্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে একমাত্র সুলতান ইবনেছউদের রাজ্যেই ইছলামি কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি প্রযোজ্য রহিয়াছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় দুর্বল ও সংখ্যালঘুদের পেষণকারী যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে হেজায ও নজ্‌দে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও এবং রাজতন্ত্রের বিদ্‌আত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইছলামের আংশিক কল্যাণে তথায় বিরাজ করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

المباحثة المناظرة
বিতর্ক ও বিচার

অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি

(৩)

সত্যানন্দ সরস্বতী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"আল্লাহ মিঞা গোরক্ত পিপাসু পিশাচ কি ?" কোন্ কোন্ পিশাচ রক্ত পিপাসু আর কোন্ গুলি আতপান্ন ফল মূল ও মিষ্টান্ন ভোজী, সত্যানন্দ সরস্বতীর ন্যায় পিশাচসাধক স্বামীজীর পক্ষেই তাহা অবগত হওয়া সম্ভবপর। আমরা মুছলমান, আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, যীশুখৃষ্ট ও মেরী আলাইহিমাছ্ছালামের কাল্পনিক ঈশ্বরত্বের প্রতিবাদকল্পে—কোরআনে যে প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, كانا يأكلان الطعام – "যীশুখৃষ্ট ও মেরী উভয়েই আহার্য ভক্ষণ করিতেন।" সত্যানন্দের উপাস্যরা ষোড়শোপচারে সর্বদা ভূরি-ভোজনে ব্যস্ত থাকেন বলিয়াই কি তিনি ধরিয়া—লইয়াছেন যে, মুছলমানের আল্লাহর জন্যও পানাহারের প্রয়োজন রহিয়াছে ? যাহার জন্য পানাহারের প্রয়োজন হয়, সেকি কখনও চিরঞ্জীবী, অক্ষয়, চিন্ময় ও সদাজাগ্রত হইতে পারে ? এই কি স্বামীজী-পুংগবের কোরআনের অনুবাদগুলি (!) পাঠ করার নমুনা ?

আমরা লক্ষ করিতেছি, মুছলমানদিগকে গরুর গোশ্ত আর কাবাব খাইতে দেখিয়া এই সন্ন্যাসীটার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে! কিন্তু আমরা বলি, ইহার জন্য আল্লাহর প্রতি তাঁর জাতক্রোধের সার্থকতা কি ? তাঁর যেসকল পূর্বপুরুষ গোবলির যজ্ঞ করিতেন,—যাঁদের অতিথি সংকারের শ্রেষ্ঠ উপচার ছিল গো-মাংস! আর তজ্জন্য তাঁদের অতিথিরা গোঘ্ন নামে কীর্তিত হইয়াছেন, তাঁহারা কি সকলেই রক্তলোলুপ পিশাচ ছিলেননা ? আর এই ধৃষ্ট স্বামীটা কি সেই পিশাচদেরই বংশধর নহেন ?

বিদ্যাদিগ্‌গজ শ্রীশ্রী স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তাঁর বিদ্যাবত্তার চিচিংফাঁক করিয়া দিয়া বলিতেছেন—"এই কিবলা কেবলেশ্বর শিবের মূর্তি, ইহা ইবরাহীম পূজিত শিবলিঙ্গ। মক্কার মন্দিরে এই শিবলিঙ্গ এখনও—স্বেচ্ছাচারে অর্থাৎ চুম্বনে পূজিত হইতেছে।"

Philology বা ভাষাবিজ্ঞানে সত্যানন্দ স্বামী যে সত্যকার পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন, বোধহয়—তজ্জন্যই তিনি ক্লীব হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাৎ সরস্বতী হইতে পারিয়াছেন। যৌবনের উষায় আমার সহিত এক বাউল ফকীরের বিতর্ক হয়। নরনারীর মিলিত নাচানাচি ও দশাপ্রাপ্তির প্রমাণ-স্বরূপ এই ফকীরটা অম্লান বদনে কোরআনের সর্বজন বিদিত ছুরত-আন্‌নাছ পাঠ করিয়া বলিয়া উঠে, "দেখ, দেখ,—কোরআনে স্পষ্টই লেখা আছে—রব্ব, আল্লাহ, মানুষ, ফেরেশ্‌তা সকলেই নাচিয়া থাকে, নাচেনা কেবল খন্নাছ অর্থাৎ শয়তান"। আমি কর্মজীবনের—প্রভাতে এই মূর্খ ফকীরটার ভাষাবিজ্ঞানে অপূর্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলাম,—আজ জীবন সায়াহ্নে এই বিদ্যাবাগীশ সরস্বতী ঠাকুরের (!) Philology শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া ততোধিক কৌতুক বোধ করিতেছি। আরাবীর "কিব্‌লা" ক-ব-ল ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে, উহার অর্থ হইল দিক towards, "আক্‌বালা" অর্থাৎ He turned it forward. He came facing— সম্মুখবর্ত্তী হইল। ذهب قبل السوق বাক্যের তাৎপর্য—হইল সে বাজারের দিকে গিয়াছে। 'কুবুলুন' শব্দের অর্থ হইল সম্মুখ ভাগ, The front. "কিব্‌লাতুল মুছল্লি" বাক্যের অর্থ যেদিকে মুখ করিয়া নমায পড়া হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রত্যেক বস্তুর সূচনাকেও কিবলা বলা হয়। আরাবীতে বলে— مالہ فی ھذا قبلۃ ولا دبرۃ — অর্থাৎ "এ বিষয়ের মাথা ও লেজ কিছুই নাই।" কোর্‌আনে আছে: তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে اجعلوا بیوتکم قبلۃ — পরস্পরের কিবলা করিয়া অর্থাৎ সম্মুখবর্তী করিয়া নির্মাণ কর। 'কবল' ধাতু হইতে যতগুলি শব্দ — ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে একটীর ভিতরেও কৈবল্য বা অদ্বিতীয়ত্বের গন্ধ পর্যন্ত নাই। এরূপ একটী প্রয়োগও আরাবী সাহিত্য, ব্যাকরণ বা অভিধান হইতে প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা প্রলয়কাল পর্যন্ত কাহারও হইবেনা। অথচ এই সর্বজনবিদিত আরাবী "কিব্‌লা" শব্দটীকে জ্ঞান ও শ্লীলতার — সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি মহাপণ্ডিত স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী জিউ মহারাজ সংস্কৃতের কৈবল্যশব্দের অপভ্রংশ— ধরিয়া লইয়াছেন, যাহার তাৎপর্যে অদ্বিতীয়তা ও অসংগত্ব অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত রহিয়াছে। ইহাকেই বলে যে, "নির্লজ্জের পশ্চাদ্দেশে বৃক্ষ গজাইলে সে আহ্লাদে আটখানা হয়, কারণ তাহাকে আর ছাতা কিনিতে হইবেনা"। আরাবী ভাষায় যে শব্দের অর্থ হইল দিক, সম্মুখ ভাগ, লালাজী বলিতেছেন, তাহার নাম শিবলিঙ্গ! ছুবহানাল্লাহ! কিমাশ্চর্যমতঃপরং! কোন ক্ষুধার্তকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, একে আর একে কত হয়? সে নাকি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিল দুই রুটি! এই কামাতুর লিঙ্গপূজারী স্বামীটীর অবস্থাও এইরূপ, তিনি পৃথিবীর সর্বত্র — সকল সময়ে কেবল লিঙ্গেরই প্রতীক দর্শন করিয়া থাকেন! সেমেটিক প্রতিমা শাস্ত্রের কোন পুস্তকে লিঙ্গপূজার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা, এ সুরুচি ও শ্লীলতা কেবল সত্যানন্দজী মহারাজদেরই বৈশিষ্ট্য! যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ বাবিলোনিয়ার মন্দিরের বিগ্রহগুলি বিধ্বস্ত করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত — হইয়াছিলেন এবং যিনি কা'বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে তদীয় অদ্বিতীয় প্রভুর নিকট সকরুণ প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন— "প্রভুহে, মক্কাকে আপনি শান্তির নগরীতে পরিণত— رب اجعل ھذا البلد امنا — করুন এবং আমাকে واجنبنی و بنی ان نعبد — ও আমার পুত্রদিগকে الاصنام — প্রতিমাপূজার মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।" একেশ্বরবাদীদের জনক সেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহ সম্বন্ধে লিঙ্গপূজারীদের পুরোহিত নারী বিবর্জিত স্বামী— সত্যানন্দজীর আধুনিক গবেষণা এইযে, সেই ইব্‌রাহীম নাকি মক্কায় কেবলেশ্বরের লিঙ্গ পূজা করিতেন!

সত্যানন্দ সরস্বতী দৈবাৎ শুনিয়া ফেলিয়াছেন যে, মুছলমানরা কা'বার অন্যতম বাহু "কৃষ্ণপ্রস্তর" কে চুম্বন দিয়া থাকে। তিনি এই চুম্বনকে স্বেচ্ছাচার মূলক পূজাপদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছেন। অথচ এই চুম্বন পূজা বা উপাসনার প্রতীক কিনা তাহা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখাও তিনি আবশ্যক মনে— করেননাই। আমরা এই মুখরা সরস্বতীটীকে আর কি বলিব? ইছলাম ও কুফরের ভেদরেখারূপী— 'ফারুক'— খলীফা উমর কা'বার কৃষ্ণপ্রস্তরে চুম্বন অংকিত করার প্রাক্কালে কি বলিতেন, শিক্ষিত দলের অবগতির জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতেছি। মহাত্মা উমর প্রস্তরটীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন,— আল্লাহর শপথ! আমি জানি, তুমি প্রস্তরথণ্ড ছাড়া কিছুই নও, — واللہ انی اعلم انک حجر لاتنفع ولاتضر! ইষ্টানিষ্টসাধন করার তোমার কোন ক্ষমতাই নাই! এই প্রস্তরটী তওরাত, ইন্‌জিল, যবুর ও কোরআনে কথিত মানব পিতা আদমের স্মৃতিচিহ্ন! মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও ভ্রাতা ভগ্নির স্নেহরস হইতে বঞ্চিত স্বামী সত্যানন্দের কাছে চুম্বন দানের কার্য স্বেচ্ছাচারের নমুনা বিবেচিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কারণ পিতামাতার পদযুগল, পুত্রকন্যার মস্তক ভ্রাতাভগ্নীর কপোল দেশ এবং স্ত্রীর ওষ্ঠপুট চুম্বন করার মর্যাদা ও মাধুর্য তাঁহার মত ভাগ্যহীনের পক্ষে কল্পনা করা বিড়ম্বনা মাত্র! — নিবিড় স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ পিতার স্মৃতিচিহ্ন চুম্বন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেওয়ার কার্যকে কোন সুস্থবুদ্ধি মানুষ পৈশাচিক পূজা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেনা। ইছলাম-বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত সত্যানন্দ সরস্বতী জলাতংকের রোগীর মত যেভাবে প্রলাপ বকিয়াছেন,—তাহাতে তিনি স্বয়ং সুধীগণের উপহাস্য হইয়াছেন। ইছলামের পবিত্র দেহে তাঁহার বিষাক্ত দন্তরাজির একটীও তিনি ফুটাইতে সমর্থ হননাই।

* * *

বিদ্বেষপরায়ণতার সহিত মূর্খতার সংমিশ্রণফল নাসাহীনের সুবাসগ্রহণের বাসনার ন্যায়! সত্যানন্দ সরস্বতী হিংসায়, ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অবশেষে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার মানবমুকুট রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিত্রামৃতে কলংক কালিমা অবলেপন করিতে অগ্রণী হইয়াছেন এবং এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তিনি দুইটী বিরাট নির্জলা মিথ্যা জাল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মোহাম্মদ স্বীয় পুত্রবধু জৈনবকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আত্মপুষ্টির জন্য ছুরা আহ্যাবের ৩৭ আয়ত প্রচার করা হয়"।

এ কাহিনী সোমরসের প্রভাবে পড়িয়াই—স্বামীজী-পুংগব রচনা করিয়াছেন, নতুবা পুত্রবধু দূরের কথা, রছুলুল্লাহর (দঃ) ঔরস-জাত কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পৃথিবীতে কোনকালে বিদ্যমান ছিলেননা। মানুষ নীচতার যে সীমায় উপনীত হইলে এরূপ মিথ্যা প্রণয়ণ করিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কষ্টকর! হযরত যয়নব রছুলুল্লাহর (দঃ) ফুফু (পিসী) উমায়মা বিন্‌তে আব্দুলমুত্তালিবের কন্যা, সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) ফুফাত ভগ্নী! রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ক্রীতদাস যয়েদকে মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা এবং দাসপ্রথার অবসান ও উহার অবমাননার নিরসন কল্পে স্বীয় ফুফাত ভগ্নী যয়নবকে তাঁহার সহিত পরিণীতা—করেন। এই অসবর্ণ বিবাহদ্বারা রছুলুল্লাহ (দঃ) যে সাম্যবাদের আদর্শ স্বীয় গোত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইলেও যয়েদ ও যয়নব কাহারো দাম্পত্যজীবন দুর্ভাগ্য বশতঃ সুখময় হয়নাই এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। যয়নবের সহিত তালাকের পর যয়েদ আব্দুলমুত্তালিবের অপর দৌহিত্রীর কন্যা উম্মে কুলছুম বিন্‌তে আকাবার সহিত বিবাহিত হন। হযরত যয়নব মুতাল্লাকা হইবার পর তৎকালীন জাহেলী প্রথামত দ্বিবিধ অসুবিধায় পতিত হইলেন, ক্রীতদাসের পরিত্যক্তারূপে তাঁহাকে অপরিসীম গঞ্জনার সম্মুখবর্তিনী হইতে হইল। পক্ষান্তরে রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওত লাভ করার পূর্বে যয়েদকে মুক্তি দিয়া প্রাক্‌ইছলামী রীতি অনুসারে তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইছলাম এই দত্তক বা পোষ্য পুত্র গ্রহণের অস্বাভাবিক প্রথা রহিত করিয়া দেয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) একাদিক্রমে হযরত যয়নবের সহিত সুবিচার এবং দত্তক প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত যয়নবকে বিবাহ করেন।—যয়নবের বয়ক্রম তখন ৩৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল এবং এই বিবাহ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সাধিত হইয়াছিল। এই বিবাহ সম্বন্ধেই সত্যানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ স্বীয় পুত্রবধূকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্রবধুর বিবাহ যে কোরআনের ছুরত-আন্‌নিছার ২৩ আয়তে স্পষ্ট অক্ষরে হারাম করা হইয়াছে কোরআনের অনুবাদ গুলি সুমস্তই পাঠ করিয়া ফেলা সত্ত্বেও (!) এই অন্ধ স্বামীটীর নযরে তাহা পতিত হয় নাই। যে নির্লজ্জ ব্যক্তি সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ব্যাপারে এরূপ মিথ্যার আমদানী করিতে পারে, ধর্মীয় ব্যাপারে তাহার স্বামীত্বের মূল্য যে কতখানি, তাহা সহজেই অনুমেয়।—সত্যানন্দ সরস্বতী যেরূপ স্বয়ং মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা সরস্বতী, তেমনি তিনি জগতের সমুদয় মহামানব ও রছুলদিগকেও মিথ্যাবাদী কল্পনা করিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছুরত আল্‌আহ্‌যাবের ৩৭ শ আয়ত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার সরল অর্থ এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং কোরআন তাঁহারই কপোলকল্পিত উপাখ্যান মাত্র এবং তিনি স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কোরআনের শ্লোককে আল্লাহর বাণী রূপে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। কাণ্ডলের রোগী

www.ahlehadeethbd.org

সমস্ত দুনিয়াটাকেই হলুদ বর্ণ দেখিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি পৃথিবী সত্যই হরিদ্রাভ হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে? দৃষ্টির রকমফের না ঘটিলে এই আয়তটীকেই রছুলুল্লাহর (দঃ) পরম সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার চরম নিদর্শনরূপে স্বামী সত্যানন্দ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিতেন। হযরত যয়নব সম্বন্ধে—সত্যানন্দ সরস্বতী তাঁহার গুরুদেব দয়ানন্দ সরস্বতী ও তস্য গুরুজন মূয়ের ও মারগোলিয়থদের যে চর্বিত-চর্বণ গলাধঃকরণ ও রোমন্থন করিয়াছেন, ছুরত—আল্‌আহ্‌যাবের উক্ত আয়তটী আজ কোরআনে বিদ্যমান না থাকিলে তিনি তাহার অবকাশ পাইতেন কি? ইহা কি রছুলুল্লাহর (দঃ) সত্যবাদিতা এবং কোরআনের নিঃসংশয়তার জলন্ত ও সুস্পষ্ট নিদর্শন নয় যে, যাহা গোপন করিলে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দল—জ্যোৎস্নাহসিত যামিনীতে ক্রন্দনের রোল তুলিতে পারিতনা, গোপন করার পরিবর্তে রছুলুল্লাহ (দঃ) উহা চিরঞ্জীবী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? অজ্ঞ-পাঠক পাঠিকা মনে করিতে পারেন, আল্‌আহ্‌যাবের উল্লিখিত আয়তে নাজানি কি ভয়াবহ বিসদৃশ কথাই বা বলা হইয়াছে, তাই বক্তব্যের কলেবর বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও উক্ত আয়তের অর্থ উল্লেখ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে বলিতেছেন: এবং যখন আপনি আল্লাহর অনুগৃহীত এবং আপনার অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তিটী (যয়েদ) কে বলিতেছিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে ধরিয়া রাখ, পরিত্যাগ করিওনা এবং দাম্পত্য জীবনে যেসব অসুবিধা ভোগ করিতেছ তজ্জন্য—আল্লাহকে সমীহ—করিয়া চল," অথচ যয়েদের সহিত বিবাহের কুফল, যয়নবের গঞ্জনা এবং তাহার প্রতি অবিচারের যে পরিণতিকে আপনি লোক চক্ষুর গোচরীভূত করিতে মনে মনে ভয় পাইতেছেন,—আল্লাহ তাহা প্রকট করিয়া দিবেন আর কুপ্রথার উচ্ছেদকল্পে মানুষকে ভয় করা উচিত নয়, আল্লাহই ভয়ের সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী। অতঃপর যয়েদ যখন যয়নবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিল, আমি স্বয়ং উক্ত নারীকে আপনার সহিত পরিণীতা করিলাম, যাহাতে দত্তকদের নারী সম্বন্ধে, তাহাদের স্বামীরা তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিলে, মুমিনদিগকে অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

وإذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس' والله احق ان تخشاه - فلما قضى زيد منها وطرا' زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا -

হযরত যয়নবকে রছুলুল্লাহ (দঃ) তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে বিবাহ করিয়াছিলেন, অথচ যয়েদের সহিত বিবাহিতা করার পূর্বে যয়নবকে গ্রহণ করার পথে লোকাচার বা অন্য কোনদিক দিয়া কোন অসুবিধাই ছিলনা এবং সে অবস্থায় প্রৌঢ়া যয়নবকে বিবাহও করিতে হইতনা। এরূপ সুবিধাজনক পরিস্থিতির পরিবর্তে রছুলুল্লাহ (দঃ) কেন এই অসুবিধাজনক পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন? শুধু এই কথাটী চিন্তা করিলেই সমুদয় প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায় কিন্তু চর্মচটিকা সূর্যকিরণ সহ্য করিতে না পারিলে সূর্যকে দোষারোপ করিয়া কি লাভ হইবে? যেসকল—ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীদিগকে মাতার দেহের সহিত তুলনা করে, অথবা অপরের ঔরসজাত পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকে, এই ছুরত-আল্‌আহ্‌যাবের ৪র্থ—আয়তে উল্লিখিত উভয়বিধ মূর্খতাব্যঞ্জক পদ্ধতি রহিত করা হইয়াছে—তোমাদের যেসকল নারীকে তোমরা—জননী বলিয়া ডাকিয়াছ, আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের—জননী করেন নাই আর যাহাদিগকে তোমরা দত্তক গ্রহণ করিয়াছ, 'তাহাদিগকেও তোমাদের পুত্র করেন নাই—এ সব তোমাদের মৌখিক বাহুল্য কথা মাত্র!

وما جعل ازواجكم التى تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم !

সত্যানন্দ সরস্বতী মিসর কুমারী হযরত মারীয়া

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "উক্ত সুন্দরী ক্রীত দাসীর প্রতি মোহাম্মদ সাহেবের প্রেমাধিক্য হেতু তাঁহার স্ত্রীগণের ঈর্ষা হয়। তাঁহাদের সংগে মোহাম্মদ— প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, মেরীকে আর স্পর্শ করিবেননা, কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য তিনি আল্লাহ মিঞার আদেশ পান।" এই কাহিনী লিপিবদ্ধ -- করিয়া সন্ন্যাসী-পুংগব অম্লান বদনে সুরা তহ্‌রীমের বরাত দিয়াছেন!

এই মিথ্যাবাদী বেহায়া সন্ন্যাসীটাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি সুরা তহ্‌রীম জীবনে কোন দিন চাক্ষুষ করিয়াছ কি? তাহা হইলে তিনি কি বলিবেন? ছুরত-আত্‌তহ্‌রীমে মেরীর বা তাঁহার— সম্পর্কে উল্লিখিত কিংবদন্তির কোন স্থানে নাম গন্ধও আছে কি? এই ছুরতের সূচনা করা হইয়াছে এই ভাবে— হে নবী, যাহা আল্লাহ আপনার জন্য বৈধ করিয়াছেন, আপনি তাহাকে নিষিদ্ধ করিতেছেন কেন? আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করিতে চান? প্রত্যুত আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং কৃপা নিধান। নিশ্চয়— আল্লাহ তোমাদের শপথ-মুক্তির উপায় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহই তোমাদের প্রভু এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন!

يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم!

এই আয়তগুলিতে একটি গুরুতর শাস্ত্রীয় নীতি উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। যাহা বৈধ, অবশ্যপ্রতিপালনীয় নয়, সাধারণ মানুষ পারিবারিক সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে বর্জন করিতে পারে কিন্তু নবী বা রছুলের চরিতামৃতকে জনমণ্ডলীর জীবনাদর্শ স্থির করা হইয়াছে, সুতরাং পারিবারিক সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তিনি ব্যাপক ভাবে মানব সমাজকে অসুবিধায় ফেলিতে পারেননা। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি বিধানকল্পে কোন্ বৈধ বস্তুকে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, কোরআনে তাহার উল্লেখ নাই।

সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ছনদ সূত্রে বুখারী প্রভৃতি জননী আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মিষ্ট-প্রিয় ছিলেন এবং তিনি হয্‌রত যয়নবের কক্ষে দুগ্ধ অথবা মধু পান করার জন্য উপবেশন করিতেন। আয়েশা বলেন যে, আমি হাফ্‌ছার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, রছুলুল্লাহ (দঃ) যয়নবের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাদের মধ্যে যাহার— কক্ষে প্রথম প্রবেশ করিবেন, সে বলিবে আপনার মুখ হইতে "মগাফীরের" দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে। আয়েশা বলেন যে, পরামর্শ অনুসারে ঐ কথা বলা হইলে — রছুলুল্লাহ (দঃ) অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, না! আমি যয়নবের কক্ষে মধু পান করিয়াছি! রছুলুল্লাহ (দঃ) দুর্গন্ধকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন, তাই তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, অতঃপর আর মধু সেবন করিবেননা।

ছিহাহের বহির্ভূত কোন কোন গ্রন্থে ইহাও— কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা ও হাফ্‌ছার চাপে পড়িয়া মিছর সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত রাজকুমারী মারিয়ার নিকটবর্তী হইবেননা বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। প্রামাণিকতার দিকদিয়া প্রথম বর্ণনাই — নির্ভরযোগ্য কিন্তু উহা সত্যানন্দজীর সদোদ্দেশ্যের সহায়ক না হওয়ায় তিনি তাহা বেমালুম হজম করিয়া গিয়াছেন! ইহাই হইল স্বামী সত্যানন্দজীর সত্যপ্রীতি ও বিনয়বৈরাগ্যের নমুনা!

ফলকথা, কারণ যাহাই হউক, রছুলুল্লাহর (দঃ) এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহর মনঃপূত হয়নাই এবং তজ্জন্য আল্লাহ স্বীয় নবীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে মুছলিম জনমণ্ডলীর জন্য শপথ হইতে মুক্তিলাভের উপায়ও কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত ভাবে — আলোচিত হইয়াছে।

রছুলুল্লাহর (দঃ) পারিবারিক জীবনের এ ঘটনাটীর ভিতর উপহাস, নিন্দা ও কটাক্ষের কি কারণ নিহিত রহিয়াছে, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিবস্তু স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে তাহা— অনুমান করা সহজ নয়। ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, কানাইয়া ও পরমহংস প্রভৃতির জীবনালেখ্য হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়া—

www.ahlehadeethbd.org

আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি

হুজ্জাতুলইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩—১৭৬৪) আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"য় ব্যক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটী মূলনীতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথম, কোন সমস্যার সমাধান পবিত্র কোরআনে না মিলিলে আহ্লেহাদীছগণ —

اذا لم يجدوا فى كتاب الله اخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصة — وسواء عمل به الصحابة او الفقهاء او لم يعملوا به -

প্রমাণ ও সমাধানরূপে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে হাদীছ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের ভিতর উহা সীমাবদ্ধ থাকুক, উহা বিভিন্ন ছনদে বর্ণিত হউক অথবা মাত্র একটী ছনদের ভিতর উহা নির্ধারিত—থাকুক, সে হাদীছের উপর ছাহাবা ও ইমামগণ আমল করিয়া থাকুন বা না করিয়া থাকুন, সকল অবস্থায় আহ্লেহাদীছগণের নিকট রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীছ অগ্রগণ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূলনীতি সম্বন্ধে শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন যে,

متى كان فى المسألة حديث فلا يتبع فيها خلافه اثر من الآثار ولا اجتهاد احد من المجتهدين -

যে প্রশ্নের সমাধান রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছে পাওয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন ছাহাবা, তাবেয়ী,—ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত আহলেহাদীছগণ গ্রাহ্য করিবেননা।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া—উল্লিখিত হইলেও হাদীছের এই সার্বভৌমত্ব মুছলমানগণের কোন দল আদর্শগত ভাবে কখনও অস্বীকার করিতে পারেননাই। আহলেহাদীছগণের ন্যায় — আহলে ছুন্নতের অন্যান্য স্কুলগুলিও কোরআনের পর রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকেই প্রামাণিকতার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া সমষ্টিগত ভাবে তাঁহারা সকলেই "আহলে ছুন্নত ওয়াল জামাআৎ" নামে অভিহিত—হইয়া থাকেন। কিন্তু হাদীছের প্রামাণিকতাকে মানিয়া লওয়া ও উহাকে অগ্রগণ্য করা এক কথা নয়। পক্ষান্তরে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের প্রদত্ত বিবরণ — বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ গ্রহণ ও অনুসরণ করার যে সূত্র আহ্লেহাদীছগণের

* হুজ্জাতুল্লাহ, ১৫৩ পৃঃ।

(৩৯৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

স্বামীজী মহারাজের বিষদন্ত অনায়াসে উৎপাটিত করা যাইতে পারিত কিন্তু বিতর্কের এই পদ্ধতি আমাদের মনঃপুত নয়।

ইছলাম বৈরাগ্য, সন্ন্যাস অথবা শুধু পূজাপাট ও যাগযজ্ঞের ধর্ম নয়। জীবনদর্শনের পূর্ণত্ব ও চরমত্ব ইছলামের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে এবং ব্যষ্টি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমুদয় প্রয়োজন ইছলাম মিটাইয়াছে। এই সকল সমাধানের বহুলাংশ — রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, চরিত্র এবং মৌনত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জাগ্রত দৃষ্টিভংগী লইয়া ইছলামকে বিচার করিতে হইবে, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দৃষ্টিভংগী লইয়া ইছলামকে শুধু রিলিজিয়ন এবং দর্শনশাস্ত্র মনে করিলে 'মানবধর্ম'কে বিচার করা সম্ভবপর হইবেনা। মানবজীবনের প্রতি স্তরে যেসকল নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজন ও প্রশ্ন দেখা দিয়া থাকে, ইছলাম সেগুলি উপেক্ষা করেনাই, করিতে পারেনাই, কিন্তু ইছলামের এই নিজস্বতা বৈরাগ্যের অনুগামী—সত্যানন্দজীর পক্ষে অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। — রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রদীপ্ত ঘোষণা—"ইছলামে সন্ন্যাসের স্থাননাই" (لا رهبانية فى الاسلام) স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সন্ন্যাসীকে কি সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে? অলমতিবিস্তরেণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবলম্বনীয়, তাহা অন্যান্য দলের অনুসরণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাফেয়ীগণ নীতিগত ভাবে হাদীছকেই কোরআনের পর অগ্রগণ্য—করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল হাদীছ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কর্তৃক অথবা তাঁহার ফিক্‌হে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া তাঁহারা ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) কর্তৃক পরিগৃহীত অথবা তাঁহার ফিক্‌হে—অবলম্বিত হাদীছসমূহের দিকে দৃকপাত করা আদৌ আবশ্যক মনে করেননা। এ রীতি হানাফী স্কুলের বেলাতেও তুল্য ভাবে প্রযোজ্য, শুধু মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের স্কুলগুলিতেই এব্যাপার সীমাবদ্ধ রহেনাই,—পক্ষান্তরে উত্তরকালে ফিক্‌হের চতুঃসীমাকে উল্লংঘন করিয়া এই রীতি দর্শন ও তাছাউওফের ময়দানও চড়াও করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক, ছুফী ও পীর, মা'রেফৎ, তাছাউওফ এবং কালাম ও ফল্‌ছফার নামে যাহাই বলুন আর যাহাই করুন না কেন, আল্লাহর রছুলের (দঃ) হাদীছ কর্তৃক সে উক্তি ও আচরণ সমর্থিত হইয়াছে কিনা, তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও আবশ্যক মনে করেন না।—তাঁহারা ভক্তির আতিশয্যে ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদের গুরুগণের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অন্যথাচরণ করা সম্ভবপর নয় এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহার পিছনে কোন না কোন হাদীছ অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ মুছলমানগণের জাতীয় সংহতি বিধ্বস্ত হইয়া—গিয়াছে, তাঁহারা শত শত দলে, মতে ও পথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন আর আজ কোন্ কোন্ রীতি ও আচরণ ইছ্‌লামী আর কোন্‌গুলি সত্যকার ভাবে অনৈছলামিক, তাহা নির্দেশিত করা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ফল ফলিয়াছে এই যে, এই আচরণের দরুণ আজ—কোরআন ও ছুন্নাহর সার্বভৌমত্ব অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রতিপালন করার কার্য মওলানা, পীর, দরবেশ, ইমাম ও মুজ্‌তাহিদগণের অনুমতি সাপেক্ষ হওয়ায় আদেশের মৌলিক অধিকার আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) পরিবর্তে উম্মতের কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ইমামত ও অধিনায়কত্ব তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া পড়িতেছে। অথচ —রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বময়কর্তৃত্বের স্বীকৃতি এবং —তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সাধনাই মুছলিম জাতির একমাত্র কাম্য ও বরেণ্য হওয়া উচিত—

به مصطفی برساں خویش را کہ دیں ھمہ اوست
اگر باو نرسیدی تمام بو لہبی است ! *

বিশ্ববরেণ্য সাধক ও তাপসমণ্ডলী—যাঁহারা জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে স্বুবর্ণরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদের সাধনা জাতীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠতম —অবদান বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে, অন্তর ও বহির্জগতে কোরআন ও হাদীছের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য—প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁহারা যে অমূল্য নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, বক্ষমান সন্দর্ভে তাহার কতকাংশ তর্জুমানুলহাদীছের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া হইবে।

১। দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত সাধক ও ফকীহ হযরত ছুফ্‌য়ান ছওরীর (—১৬১ হিঃ) অভিমত ইমাম ইব্‌নেজওযী স্বীয় গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন,— "কোন উক্তি কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়না আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের — لا يقبل قول الا بعمل' ولا يستقيم قول وعمل الا بنية' ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة — বিশুদ্ধতা ছাড়া সঠিক হইতে পারেনা; পুনশ্চ উক্তি, আচরণ ও সংকল্পের বিশুদ্ধতা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক হইবেনা।" †

২। শায়খুলইছলাম ইব্‌নেতয়মিয়াহ আবেদুলহারামাইন হযরত ফুযায়ল বিনে আয়াযের (—১৮৭ হিঃ) উক্তি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন,— "আচরণ যদি বিশুদ্ধ হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তাহা হইলে ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل'

* তুমি নিজেকে টানিয়া লইয়া মুছ্‌তফার সান্নিধ্যে উপস্থিত কর, কারণ দ্বীনের সমস্তটাই তিনি! তাঁর দরবারে পৌঁছিতে যদি না পার, তাহা হইলে সমস্তই আবুলহবীতে পর্যবসিত হইবে। —ইক্‌বাল।

† তল্‌বীছে ইবলীছ, ৯পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহা গ্রাহ্য হইবেনা আবার যদি যথাযথ হয় কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, তথাপিও উহা গ্রাহ্য হইবেনা। ফল-কথা যুগপৎভাবে বিশুদ্ধ

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا – والخالص أن يكون لله وحده والصواب أن يكون على السنة –

এবং যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত আচরণের কোন মূল্যই নাই! আচরণের "বিশুদ্ধতার" তাৎপর্য এই যে, উহা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাধা করিতে হইবে আর "যথাযথ" হওয়ার অর্থ এই যে, আচরণটীকে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।" *

৩। আব্দুলগণি নাবলছী ও ছৈয়ূতী স্বস্ব গ্রন্থে ইমাম আবুছুলয়মান আব্দুররহমান বিনে আতীয়াহ দারানীর (—২১৫) উক্তি উধৃত করিয়াছেন,— "মাঝে মাঝে উপর্যুপরি আমার মনে ছুফীদের গুপ্তরহস্যমূলক কথা— উদিত হইতে থাকে কিন্তু কোরআন ও হাদীছরূপী দুই বিশ্বস্ত সাক্ষী কর্তৃক উক্ত কথা — সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি উহার প্রতি দৃকপাত করিনা।" ¶

ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة –

৪। ইমাম দারানীর অন্যতম শিষ্য দেমেশ্‌কের সাধক শায়খ আবুলহুছয়ন আহ্‌মদ বিনে আবিল— হাওয়ারী (—২৩০ হিঃ) সম্বন্ধে ছৈয়েদুত্তায়েফা অর্থাৎ তরীকৎপন্থীগণের মহান নেতা হযরত শয়খ জুনায়দ বাগ্‌দাদী বলিতেন,— আহ্‌মদ বিনে আবিল হাওয়ারী শামদেশের সুবাসিত গুল্ম (ريحانة الشام)। ছৈয়ূতী এই আহ্‌মদ বিনে আবিলহাওয়ারীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ)— ছুন্নতের অনুসরণ— ব্যতিরেকে কোন সৎ-কার্য সম্পাদন করিবে তাহার সেই সৎকার্য বাতিল"। *

من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله –

৫। ইয়াফেয়ী, নাবুলছী ও কুশয়রী প্রভৃতি মিছরের বিখ্যাত তাপস হযরত যুন্নুন আবুল— (—২৪৫) ফয়েযের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহর জন্য যে অনুরাগ, — তাহার লক্ষণ হইতেছে চরিত্রে, আচরণে — আদেশে ও রীতি-নীতিতে সর্বতোভাবে আল্লাহর হাবীব হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) অনুসরণ করিয়া চলা"। †

ومن علامات المحبة لله تعالى : متابعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه –

৬। নছরআবাদীর সহচর নেশাপুরের প্রথিত-যশা সাধক শয়খ আবুহফ্‌ছ উমর বিনে ছালিম কবীর হাদ্দাদ (—২৬৫) বলিতেছেন: "যে ব্যক্তি স্বীয় উক্তি ও অবস্থা কোরআন ও ছুন্নাহর মানদণ্ডদ্বয়ে ওজন— করিয়া দেখেনা এবং তাহার মানসপটে— যে সকল ধারণা উদিত হয়, তাহা ভ্রমাত্মক — হইতে পারে, এ আশংকা পোষণ করেনা, তাহাকে মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিওনা"। ‡

من لم يزن أقواله وأحواله بميزاني الكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال

৭। শয়খ শেহাবুদ্দীন ছহরাওয়ার্দী স্বনামধন্য গুরু হযরত ছহল বিনে আব্দুল্লাহ তুছ্‌তরীর (—২৮৩) উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, "সর্ববিধ দশাপ্রাপ্তি (অনুরাগের উন্মত্ততা), যাহারা সাক্ষ্য কোর-আন ও হাদীছ প্রদান করেনা, তাহা বাতিল"। § ছহলতুছ্‌তরীর আর— একটী উক্তি ইব্‌নেতয়মিয়া ও কুশয়রীও বর্ণনা করিয়াছেন—"রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শবিহীন—

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة باطل –

كل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل

---

* মিন্‌হাজুছ্‌ছুন্নাহ (৩) ৬৩ পৃঃ।

¶ হদীকাতুন্নদীয়াহ, নাবলছী (১) ১২৬; ছৈয়ূতী, মিফ্‌তাহুলজন্নাহ ৫৯ পৃঃ।

* মিফ্‌তাহুল জন্নাহ, ৪৯ পৃঃ।

† ইয়াফেয়ী, মিরআতুল জনান (২) ১৫১; হদীকা (১) ১২৬; — কুশায়রী, রিছালা, ৮ পৃঃ।

‡ ইয়াফেয়ী (২) ১৭৯ পৃঃ; ছৈয়ূতী, ৪৯ পৃঃ।

§ আওয়ারিফুল মআরিফ (১) ২৮০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بالاقتداء فهو عذاب على النفس!

সমুদয় আচরণ প্রবৃত্তির বিলাসিতা মাত্র আর আদর্শের অনুসরণে অনুষ্ঠিত আচরণ প্রবৃত্তির জন্য দণ্ড স্বরূপ”। *

৮। ইব্নেতয়মিয়া, কুশায়রী ও নাবলছী — সাধক-সম্রাট হয্রত শয়খ আবুলকাছেম জুনয়দ—বাগ্দাদীর (—২৯৭) উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

الطرق كلها مسدودة الا من اقتفى اثر الرسول صلى الله عليه وسلم –

“আল্লাহর নৈকট্য—লাভের যতগুলি পথ ছিল, সমস্তই অবরুদ্ধ হইয়াছে, কেবলমাত্র রছুলুল্লাহর (দঃ) পদাংক অনুসরণ করিয়া আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ মুক্ত রহিয়াছে।

জুনয়দ বাগ্দাদী আরও বলিয়াছেন,

من لم يحفظ القرآن و لم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الامر لان علمنا و مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة –

যেব্যক্তি কোরআনের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ — এবং হাদীছের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেনাই, সে তরীকতের পথে নেতৃত্ব করার অধিকারী নয়। আমাদের বিদ্যা আর পরিগৃহীত পন্থা কোর্আন ও ছুন্নাহর ভিতর সীমাবদ্ধ। †

৯। ইব্নেতয়মিয়াহ ও ছহ্রাওয়ার্দী হযরত—শয়খ আবুউছমান নেশাপুরীর (—২৯৮ হিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,

من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لان الله يقول : وان تطيعوه تهتدوا –

“যে ব্যক্তি কথায় ও কার্যে ছুন্নতকে নিজের — শাসক নিয়োজিত—করিল সে প্রজ্ঞার—অধিকারী হইল আর যেব্যক্তি কথায় ও কার্যে প্রবৃত্তিকে প্রভু স্বীকার করিল, সে বিদ্আতের আশ্রয় লাভ করিল, কারণ আল্লাহ বলিয়াছেন, যদি তোমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) আজ্ঞাবহ হও, তবেই সঠিকপথের সন্ধান লাভ করিতে পারিবে।” ‡

১০। শয়খ জুনায়দ বাগ্দাদীর সহযোগী, সিরিয়ার তরীকৎপন্থীদের নেতা শয়খ আবুইছ্হাক — ইব্রাহীম বিন দাউদ রক্কীর (—৩২৬ হিঃ) উক্তি জালালুদ্দীন ছৈয়ুতী উধৃত করিয়াছেন—

علامة محبة الله ايثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم –

“আল্লাহর অনুরাগের সঠিক—লক্ষণ, তাঁহার — আনুগত্যের জন্য — সর্বস্ব বর্জন করা এবং তদীয় নবীর (দঃ) অনুগমন করিয়া চলা।” †

১১। শয়খ আবুবক্র তমছ্তানী (— ৩৪০ হিঃ) বলেন,

الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين اظهرنا! وفضل الصحابة معلوم لسبقهم الى الهجرة و لصحبتهم ، فمن صحب منا الكتاب والسنة و تغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه الى الله فهو الصادق المصيب –

পথ সুস্পষ্ট। আমাদের মধ্যে কোরআন ও হাদীছ বিরাজমান। ছাহাবাগণ হিজরতে অগ্রণী হওয়ায় এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্যের গৌরব—লাভ করায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। অতএব আমাদের—মধ্যে যিনি কোরআন ও হাদীছের সাহচর্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, নিজের কাছে ও জনসাধারণের কাছে অপরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে হিজ্রত করিতে সমর্থ হইলেন, তিনিই সত্যবাদী ও সঠিক পথের পথিক। §

১২। হয্রত আবুআম্র ইছ্মাঈল বিনে—নুজয়দ (— ৩৬৬) —

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل!

বলিতেছেন, সর্ব্ববিধ দশাপ্রাপ্তি (অনুরাগের

* মিনহাজ (৩) ৮৪ পৃঃ; কুশায়রী ১২ ও ১৯ পৃঃ।

† ইবনেতয়মিয়া, আল্ফুর্কান, ৩২ পৃঃ; নাবলছী (১) ১১৮; ছৈয়ুতী, ৪৯ পৃঃ।

‡ ইব্নেতয়মিয়া, মিনহাজ (৩) ৮৪, ঐ, ফুর্কান, ৩২ পৃঃ; আওয়ারিফ (১) ২৭৯ পৃঃ।

† ছৈয়ুতী, মিফ্তাহুলজন্নাহ, ৫০ পৃঃ।

§ ছৈয়ুতি, ৫০ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুইজন ফেরেশতা—আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াথাকেন, তন্মধ্যে একজন — উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা—করেন, মানব ও দানবগণ, শ্রবণ কর, যেব্যক্তি আল্লাহর অবশ্য প্রতিপালনীয় কোন আদেশ লঙ্ঘন করিবে, সে—আল্লাহর হেফাযত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। দ্বিতীয় ফেরেশতা — রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র সমাধির গুম্বজের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা—করেন যে, হে মানবগণ অবহিত হও,—যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতসমূহের অনুসরণ —করেনা অথবা সীমা অতিক্রম করিয়া চলে সে শাফাআৎ হইতে বঞ্চিত হইবে। উক্ত গ্রন্থে খওয়াজা—ছাহেব কর্তৃক বর্ণিত দুই জন ওলীউল্লাহর ঘটনাও উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ওযুর মধ্যে আঙুল খিলাল করার ছুন্নত বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং অপর ব্যক্তি মছজিদে দক্ষিণ পদের পরিবর্তে প্রথমে বামপদ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই দুই অপরাধের ফলে তাঁহারা অতিশয় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। *

هر روز از آسمان دو فرشته فرود می آیند، یکے بآواز بلند ندا کند که آدمیان و پریان بشنوید و بدانید هر که فریضۂ خدائے عزوجل نگزارد از زنهاری خدائے عزوجل بیرون افتد ـ فرشتۂ دوم بربام حظیرۂ رسول الله صلے الله علیه وسلم بایستد و ندا کند: اے آدمیان بدانید و بشنوید هر که سنتهائے رسول الله صلے الله علیه وسلم نگزارد یا تجاوز کند، از شفاعت بے بهره ماند ـ

২০। ছুলতানুল মশায়েখ হযরত খওয়াজা—বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ, মোহাম্মদ বিনে মোহাম্মদ বুখারীর (—৭৯১ হিঃ) উক্তি কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হয্‌রত খওয়াজা আদেশ করিয়াছেন, হাদীছের ব্যবস্থামত যে ইবাদত প্রতিপালিত হয় তাহা ইন্দ্রিয়াদির নীচতার বিমোচন, অন্তর — লোকের শোধন, — আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন এবং আল্লাহর নৈকাট্য লাভের — পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অতএব জঘন্য বিদ্‌আৎ—সমূহের ন্যায় ইবাদতের বিদ্‌আত সমূহও বর্জন করিয়া চলিতে — হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—সমুদয় নবআবিষ্কৃত কার্য বিদ্‌আত এবং সমুদয় বিদ্‌আত—বিভ্রান্তি—গোমরাহী। অতএব এই হাদীছের সম্পাদ্য দাঁড়াইল এই যে, সমুদয় নবআবিষ্কৃত বিষয়ই গোমরাহী। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, গোমরাহীর কোন অংশ বা প্রকরণে হিদায়তের অবকাশ নাই, অতএব ইহা নিষ্পাদিত হইল যে, নব আবিষ্কৃত বিষয়ের কোন অংশ বা প্রকরণে—হিদায়তের স্থান নাই। খওয়াজা ছাহেব আরও বলিয়াছেন, ইহাও কথিত হইয়াছে যে, আমল না করা পর্যন্ত শুধু উক্তি গ্রাহ্য নয়, আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের—বিশুদ্ধতা ছাড়া গ্রাহ্য নয়। পুনশ্চ উক্তি আচরণ এবং সংকল্পের বিশুদ্ধতা হাদীছের—নির্দেশ অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহ্য নয়। সুতরাং ছুন্নতের প্রতিকূল ইবাদত যখন গ্রাহ্য

عبادات که موافق سنت است، آں عبادات مفید تر است برائے ازالۂ رذائل عناصر و تصفیۂ باطن و تزکیۂ نفس و حصول قرب الهی ـ لهذا از بدعت فی العبادات مثل بدعت قبیحه اجتناب می کند که رسول فرموده صلے الله علیه وسلم: کل محدث بدعة وکل بدعة ضلالة ـ پس نتیجۂ ایں حدیث آنست که: کل محدث ضلالة، و بدیهی است که: لاشیء من الضلالة بهدایة فلاشیء من المحدث بهدایة!

ونیز آورده: ان القول لایقبل مالم یعمل به، وکلاهما لایقبلان بدون النیة، والقول والعمل والنیة لایقبل مالم یوافق السنة ـ و چوں اعمال غیر مطابقۂ سنت مقبول نباشد، ثواب بر آں مترتب نشود ـ و اگر مشقت را در حصول دفع رذائل مداخلت

* দলীলুল-আরেফীন, ৩—৫ পৃঃ : প্রথম মজলিছ।

www.ahlehadeethbd.org

و ایں کمالات از نظر اعتبار اهل الله ساقط است، بچیزے نمی خرند، چه زذائل نفس ودفع وقتل شیطان و وساوس بے نور سنت ممکن نیست : محال است سعدی کہ راہ صفا، تواں رفت جز بر پئے مصطفے !

যোগসিদ্ধ পুরুষদের এরূপ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু মুছলমান সাধক মণ্ডলীর কাছে এ ক্ষমতার কোন মূল্যই নাই, একটী যবের খোসার বিনিময়েও তাঁহারা এ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেননা। কারণ আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং শয়তান ও উহার ধোকার নিধনসাধন ছুন্নতের নূর ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়—

হে ছা'দী, মুছতফার (দঃ) পদাংকানুসরণ ছাড়া শোধন মার্গে অগ্রণী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ! *

* ইর্শাদুত্ তালেবীন, ২৮ ও ২৯ পৃঃ।

بودے، رسول کریم صلے الله علیه وسلم ازاں منع نفرمودے —

হয়না, তখন সে ইবাদতে ছওয়াবও হইতে পারে না। আত্মশুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্রসাধনাই যদি উপকারী হইত তাহা হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) কিছুতেই উহা নিষেধ করিতেননা। হযরত খওয়াজা নক্শবন্দ আরও বলিয়াছেন—যদি কাহারও এরূপ ধারণা হয় যে, আমরা কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়া থাকি এবং কশ্ফ ও আধ্যাত্মিক শোধন অর্জন করিতে পারি আর ইহা এরূপ প্রত্যক্ষীভূত যে, আমরা কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করিতে পারিনা। তাহা হইলে একথার উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহে

اگر کسے گوید کہ ما بریاضت شاقہ ترقیات می بینیم ومکاشفات و صفائے باطن می یابیم کہ انکار آں نمی توانیم کرد، گفتہ شود کہ کشف کرنیہ وخرق عادات وتصرف در عالم کون وفساد از ریاضت دست دہد، لہذا حکمائے اشراقیین و جوگیان ہند بداں متصف می شوند

কশ্ফ লাভ করা এবং তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত করা এবং সংহারশীল ও স্থিতিমান জগতে কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা যোগ ও তপস্যার সাহায্যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। গ্রীক ও রোমক দার্শনিক এবং ভারতের

ইছলামী রাষ্ট্র বিধানের দাবী

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছের বিগত ৩০শে জুলাই এর অধিবেশনে পাকিস্তানে ইছলামী রাষ্ট্র বিধানের দাবী সংক্রান্ত যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় পূর্বপাকিস্তানের দিকে দিকে উহার সমর্থনে বলিষ্ঠ জনমত গঠিত ও ক্রমেই উহার সপক্ষে জোরদার দাবী উত্থিত হইতেছে। তর্জুমানের বিগত ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর নিম্নলিখিত স্থানের প্রতিনিধিত্বমূলক সভায় উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের নকল গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর নিকট সরাসরি পাঠান হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে :

ঢাকা—ফেরাজিকান্দা, বড় জেঠাইল, পাঁচলখি, চকমাহিষাশি, বরাটিয়া।

রঙ্গপুর—মুশা, মাদারদহ, কালপাণি, গাছাবাড়ী।

দিনাজপুর—সনগাঁও।

রাজসাহী—চককৃষ্ণপুর, দাওকান্দি, শাঁকোয়া, করিশা, ঘাশীগ্রাম।

বগুড়া—হুয়াকুয়া।

কুষ্টিয়া—দৌলতখালি।

ময়মনসিংহ—বল্লা, চরনিয়ামত।

ত্রিপুরা—কোরপাই।

বাকেরগঞ্জ—সোহাগদল।

পাবনা—ময়নাকান্দি।

www.ahlehadeethbd.org

প্রস্তাবিত করাচী আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ভেন্‌শন
কর্মকর্তাগণের খিদ্‌মতে খোলা চিঠি

মুহ্‌তরমুলমুকাম, আখীফিদ্দীনিল্লাহ্‌, জনাব মোহাম্মদ ছালিহ আতীঈয়া ছাহেব
দামৎ আফ্‌যালকুম।

আছ্‌ছালামো আলায়কুম ওয়া রহ্‌মতুল্লাহে ওয়া—
বারাকাতুহু—

৪ঠা অক্টোবরের (১৯৫২) লেখা আপনার অনুগ্রহ-পত্র, কনফারেন্সে যোগদানের আমন্ত্রণলিপি সহ ঠিক সময়েই আমার হস্তগত হয়েছে। আমাকে যে স্মরণ কর্‌তে পেরেছেন আর দা'ওয়াত দিয়ে সম্মানিত—করেছেন, তারজন্যে আমার অকপট শোক্‌রিয়াহ্‌ কবুল কর্‌বেন। এই পত্রের আগেও আপনার আর একখানা চিঠি পেয়েছিলুম কিন্তু আমি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত আর একদম চিররোগা, বরং সমস্ত পীড়ার আকর বল্লেও অত্যুক্তি হবেনা। বিশেষতঃ গত কয়েকমাস ধরে—শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ে আছি, চিকিৎসকরা নড়াচড়া কর্‌তেও নিষেধ ক'রে দিয়েছেন। তাই আপনার পত্র-গুলোর যথাসময়ে জওয়াব লিখে উঠ্‌তে পারিনি। আর এখনও বিস্তৃত কিছু লিখ্‌তে অগ্রসর হওয়া—অতিশয় কষ্টকর হচ্ছে। কিন্তু আপনার প্রস্তাবিত কন্‌ফারেন্সের ঘোষণাপত্র পূর্বপাকিস্তানের কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশলাভ করেছে আর প্রাসংগিকভাবে তাতে আমার নামও উল্লিখিত হয়েছে বলে বাধ্য হয়ে কয়েক লাইন লিখ্‌তে হলো!

বাঁটোয়ারার কয়েক বছর আগে রংপুর হারাগাছ আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের সাধারণ অধিবেশনে সুদীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শের পর নিখিলবংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠন—হওয়ার মানে—আমার ছাত্রজীবনে হযরত মওলানা রহীমবখশ পাঞ্জাবী—মোহামেডান মিশনারী, হযরত মওলানা ইফাযুদ্দীন, হযরত মওলানা আব্বাছআলী, হযরত মওলানা বাবরআলী, হযরত মওলানা আবদুল লতীফ রহেমাহুমুল্লাহ্‌ প্রমুখ বাঙলার বিশিষ্ট উলামার সমবায়ে প্রায় তিনযুগ পূর্বে যে আঞ্জুমানে-আহ্‌লে-হাদীছের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, কালক্রমে বিভিন্ন কারণপরম্পরায় তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। মোটেরওপর পুরোনো প্রথা বজায় রাখার আগ্রহ নিয়ে নবগঠিত—জম্‌ঈয়তের দফতর কল্‌কাতার মিছরীগঞ্জেই স্থাপন করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু দাংগার আগুন জ্বলে ওঠায় জম্‌ঈয়তের কর্মীরা কল্‌কাতা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে বাধ্য হন। অবশেষে জম্‌ঈয়তের জেনারেল কমিটির এক অধিবেশন কল্‌কাতাতেই ডাকা হয়—আর তাতে সর্বসম্মতিক্রমে জম্‌ঈয়তের দফতর পাবনায় স্থানান্তরিত করার মীমাংসা গৃহীত হয়। তখন থেকে আজ পাঁচবছর যাবৎ নিখিলবংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের দফ্‌তর পাবনাতেই কায়েম রয়েছে। পাবনায় দফতর স্থাপিত হওয়ার পর রাজশাহীতে মহা-সমারোহে পূর্ব্বপাকিস্তান আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনও হয়ে গেছে। এর ভেতর প্রায় ৫ হাজার টাকা ব্যয় করে জম্‌ঈয়ত নিজের একটী ক্ষুদ্র ইমারৎ নির্ম্মাণ করেছে, এই ঘরে ন্যূনাধিক ১৫ হাজার টাকার ব্যয়ে একটা ট্রেড্‌ল, একটা হ্যাণ্ডপ্রেস, আর টাইপ ও অন্যান্য জরুরী জিনিষ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পুরোপুরি তিনবছর থেকে জম্‌ঈয়তের মুখপত্র "তর্জুমানুল হাদীছ" প্রকাশিত হচ্ছে, এই সময়ের ভেতর ছোট বড় প্রায় ১০।১৫ খানা পুস্তক পুস্তিকাও মুদ্রিত হয়েছে। জম্‌ঈয়তের মাসিকে ধারাবাহিকভাবে তফছীর, ইছলামের ইতিহাস, কোরআন ও হাদীছের দৃষ্টিভংগীতে রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধাদি, ফত্‌ওয়া ফারায়েয, কাদীয়ানিয়ৎ ও শির্ক বিদ্‌আৎ প্রভৃতির প্রতিবাদ প্রকাশলাভ কর্‌ছে। সাময়িক প্রসংগে চল্‌তি বিষয়সমূহের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে সমালোচনা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হয়ে থাকে। মুদ্রিত পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে "ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" ও "পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" "কলেমায় তৈয়েবার ব্যাখ্যা" "মছনুন নমায" "কবর যিয়ারত" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। — সাময়িক আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে "ভাবিয়া দেখা কর্তব্য" ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রচারপত্রাদি আর শরয়ী-শাসন সম্পর্কে "আমাদের দাবী" ও প্রস্তাবাবলী জমঈয়তের শাহকার। মুশকিল এই যে, আপনাদের বেলায় "বঁধুর ভাষা তুর্কী আর আমি তুর্কী জানিনা" প্রবচনটী সর্বাংগীনভাবে প্রযোজ্য, তবুও মোটামুটি ধারণার জন্য তর্জুমানের কয়েকসংখ্যা আপনাদের কাছে পাঠান হলো।

অর্থসংগ্রহ আর সাধারণ প্রচার কার্য চালানোর জন্যে চারজন মুবাল্লিগ নিয়মিত ওযীফায় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে থাকেন। জমঈয়তের পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক কোরআন ক্লাসও দু বছর থেকে নিয়মিত ভাবে চালিয়ে আসা হচ্ছে, এতে স্থানীয় শিক্ষিত সমাজ, দল ও মযহব নির্বিশেষে প্রচুর সংখ্যায় যোগদান করে থাকেন। জমঈয়তের সেক্রেটারী একজন বি, এ, বি, টি পাশ যোগ্য এবং উৎসাহী যুবক। সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অর্ধেক ওযীফায় জমঈয়তের জন্যে গোড়াগুড়ি থেকে খাটছেন। প্রেসে — এখন ৭ জন কর্মচারী আছেন। জমঈয়ত ও প্রেসের মাসিক ব্যয় কাগজ ও ডাকখরচ সহ ১২শ টাকার ওপর, তারমধ্যে মাসিকপত্রের চাঁদার আয় বছরে প্রায় সাড়ে ছ হাজার টাকা। অন্যান্য আয় অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট। দুর্ভাগ্য বশতঃ জমঈয়তের নিজস্ব লাইব্রেরী নেই, আমি নিজের ক্ষুদ্র লাইব্রেরী নিয়ে— স্থায়ীভাবে এই ক্ষুদ্র টাউনে বসে গেছি আর আজ পর্যন্ত শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে এই গুরুতর বোঝা টেনে চলেছি কিন্তু কাল যে কি ঘটবে তার কিছুই অবগত নই! আশা আকাংখার দিক দিয়ে জমঈয়তের শতকরা একভাগ কাজও সম্পন্ন হয়নি, আধুনিক মতবাদের ছয়লাব আর আমাদের অভাব অভিযোগ ও অযোগ্যতাই এর জন্য দায়ী কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতা হবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে এ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী দিনী ও তবলিগী দিক দিয়ে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে, পূর্বপাকিস্তানের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। আমরা আল্লাহর অধিকতর অনুকম্পা লাভের জন্য প্রত্যাশা করে বসে আছি যে, যদি সম্ভবপ হয় আমরা — আমাদের দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত করবো।

হযরত মওলানা মোহাম্মদ দাউদ গযনভী ছাহেবের সভাপতিত্বে আর গোজরান ওয়ালার হযরত মওলানা ইছমাঈল ছাহেবের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম-পাকিস্তানেও জমঈয়তে আহলে-হাদীছের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। কয়েক বৎসর যাবৎ উহার মুখপত্র সাপ্তাহিক "আল্‌ইতিছাম" নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এই জমঈয়ত পশ্চিমপাকিস্তানের আহলে-হাদীছদের — সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েছেন। অবশ্য— আহলেহাদীছদের মধ্যে যে মানসিক দৈন্য আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আর মযহবী গোঁড়া ভাংগার দাবী নিয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও আজ তাঁরা স্বয়ং যেভাবে মযহব আর গোঠে পর্যবসিত হ'য়ে পড়েছেন, তাতে-করে এঁদের সংগঠনের অভিকেন্দ্র যে কি হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব বলিষ্ঠ নয়। আমি এ-বিষয়ে আল্লামা গযনভী আর খতীব গোজরান — ওয়ালভীর সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে একটু স্বাস্থ্য লাভের অপেক্ষা করছি। কিন্তু যতই যাহোক তাঁদের প্রচেষ্টা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করার পক্ষে যে সহায়ক হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, সোহাদ্রার সাপ্তাহিক "আহলেহাদীছও" সাধ্যানুসারে কাজ করে যাচ্ছে

এখন আপনার খিদ্‌মতে আমার জিজ্ঞাস্য যে, পরিকল্পিত নিখিল পাকিস্তান আহলেহাদীছ কন্‌ভেন্‌শন সম্বন্ধে আপনাদের যেসব প্রস্তাব বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আহলেহাদীছ জমঈয়ত দুটীর সাথে সেগুলোর যোগাযোগ কি? পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের কর্মকর্তাদের সহযোগ ও সহানুভূতি আপনারা লাভ করেছেন কি? যদি তা করে থাকেন, তাহ'লে

www.ahlehadeethbd.org

কন্‌ভেন্‌শনের তারীখ ঘোষণা করার আগে অথবা অন্ততঃ ঘোষণার সংগে সংগে একটা যুক্ত মেনিফেস্টো প্রচার করা আপনারা আবশ্যক মনে করলেননা কেন? পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের সেরকরা বহু ব্যবধানে থাকলেও পূর্বপাকিস্তানের জন্য সবকমিটী—নিয়োগ করার পূর্বে কন্‌ভেন্‌শনের লক্ষ, প্রচারপদ্ধতি আর পূর্বপাকিস্তানের কার্যসূচি সম্বন্ধে পূঃ পাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের কর্মীদের সাথে আপনাদের পরামর্শ ও মতের আদান প্রদান করা কি আপনাদের কর্তব্য ছিলনা?

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, জামাআতের বর্তমান — অসহায়তা ও দুরবস্থা দেখেই আপনাদের মধ্যে কর্মের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে, আপনাদের মহানুভবতার প্রশংসা না করলে খুবই অন্যায় হবে, কিন্তু জনাব, এটা আপনার কাছে গোপন থাকার কথা নয় যে, কাজের সফলতার জন্যে শুধু সংকল্পের সাধুতাই যথেষ্ট হয়না, কর্মপন্থাও সুষ্ঠু হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। কর্মপন্থার ত্রুটির জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকারের তুলনায় ক্ষতি হয়ে যায় অনেক বেশী। খুবসম্ভব পূর্বপাকিস্তানের জন্যে আপনাদের নিযুক্ত সবকমিটি বিশেষতঃ এই কমিটির আহ্বায়ক আপনাদের সব অবস্থা আর সংকল্পের—সংবাদ রাখেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের অভিজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা বা আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্বন্ধে — তাঁদের সংকল্প বা আশা আকাংখা পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ কিছুই অবগত নয়।

"মুতামারে আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ভেন্‌শন" কথার অর্থ যেমন আমার বোধগম্য হয়নি, তেমনি ওর উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্বন্ধে যে পাঁচটী দফা আপনারা প্রচার করেছেন সেগুলোর তাৎপর্য আর ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি। তারপর আপনাদের কন্‌ভেন্‌শনের বৈধতা আর কার্যক্রমের শুদ্ধতা স্বীকৃত হবার আগেই আপনাদের ডেপুটেশন কেমন ক'রে আর কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্বপাকিস্তানে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াবে? সাপ্তাহিক — "আলইতিছামের" বর্তমান সংখ্যায় পশ্চিমপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সেক্রেটারী মওলানা — ইছমাইল ছাহেব আপনাদের প্রস্তাবিত কন্‌ভেন্‌শন সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী বে'র করেছেন তা প'ড়ে— অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেছে, অথচ আপনাদের পোষ্টারে তাঁর ও মওলানা দাউদ গযনভীর নাম এমন কি আমার অজ্ঞাতসারে আমার নামও আপনারা প্রকাশ কর্তে দ্বিধা বোধ করেননি! — ফলকথা, আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান কর্তে যতক্ষণ না আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন আর প্রকাশ্য— বিজ্ঞাপন বা সংবাদপত্রের মারফত আমার প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জওয়াব দিয়ে আমার সন্দেহভঞ্জন না কর্চেন, আমি নিখিলবঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে — আহ্‌লেহাদীছের সভাপতিরূপে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের প্রস্তাবিত নিখিল পাকিস্তান আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ভেন্‌শন সম্বন্ধে আমার অভিমত সুরক্ষিত রাখছি।

আপনাদের কন্‌ভেনশনের প্রচারপত্র পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ায় এই পত্রখানাও আমি সংবাদপত্রে প্রেরণ করবো, যাতে অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে কারো কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে না পারে—ওয়াছ্‌ছালাম। তাং ১৮। ১০। ৫২

শুভানুধ্যায়ী—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

প্রেসিডেন্ট, নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ—

সদর দফতর পাবনা, পূর্বপাকিস্তান।

www.ahlehadeethbd.org

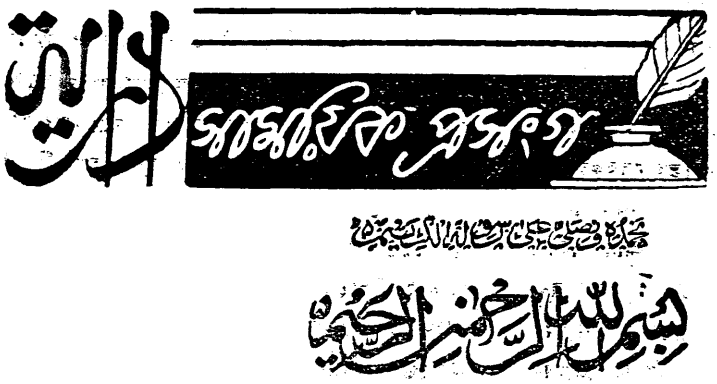

মুছলিমলীগ নবপর্যায়ে

লীগের মরাগাঙ্গে বান ডাকাইবার উদ্দেশ্যে— সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের রাজধানীতে মহা সমারোহে লীগ-কাউন্সিল ও কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কনফারেন্স-প্যাণ্ডেলের ভিতরে আর বাহিরে লীগ-বিরোধী তৎপরতারও বিরাম ঘটে নাই। ঢাকার বাহিরেও মুছলিমলীগের প্রতি জনমণ্ডলীর ঈমান ও শ্রদ্ধা যে বাড়িয়া যাইতেছে অথবা প্রতিপক্ষদের আন্দোলনে ভাটা ধরিতেছে, এমন কথা শপথ করিয়া বলা যায়না। সরকারী তত্ত্বাবধানের সুযোগ গ্রহণ — করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লক্ষাধিক দর্শকের সমারেশ ঘটাইলেই দেশবাসীর চিত্তজয় এবং তাহাদের আস্থা অর্জন করা সম্ভবপর হইবে, আমরা এ-ধারণা পোষণ করিনা। পক্ষান্তরে লীগের দুর্বলতা ও ত্রুটির সুযোগ লইয়া যেসকল বিরোধী দল এবং নেতা লীগের বিরুদ্ধে অবিরাম ভাবে হলাহল উদ্গিরণ করিয়া বেড়াইতেছেন অথবা 'ঝোপ দেখিয়া কোপ মারা'র সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা। কারণ এই সকল দলে যাঁহারা আমাদের পরিচিত রহিয়াছেন তাঁহাদের সুবিধাবাদ ও আত্মসর্বস্বতা আমাদের অবিদিত নয় আর যাঁহারা আমাদের অপরিচিত তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও যোগ্যতার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি আমরা প্রাপ্ত হইনাই। যাঁরা কোন নীতি ও আদর্শের ধার ধারেননা, তাঁরা "মালী-ভক্তির পরিবর্তে মুআবিয়া বিদ্বেষ" নীতি সম্বল করিয়া যদি লীগের বিরুদ্ধে গোঠ বাঁধিতে অগ্রসর হন, — তাঁদের সে গোঠবন্দির পরিণাম রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বনাশকর হওয়া ছাড়া কোন কল্যাণই যে সৃষ্টি করিতে পারেনা, নিরপেক্ষ সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিমাত্রই তাহা— স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু লীগের প্রেমে হাবুডুবু খাইয়াও উল্লিখিত বিষময় ফল হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা জনসাধারণ কোন ক্রমেই করিতে পারিতেছেনা। কারণ লীগের সত্যকার ত্রুটি ও অপরাধের প্রতিকার দূরে থাকুক, নেতৃমণ্ডলী সেগুলি শ্রবণ করিতেও প্রস্তুত নহেন বরং যাঁহারা তাঁহাদের দোষত্রুটির আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে চান তাঁহারা দেশের এবং জাতির অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী হইলেও লীগ নেতারা তাঁহাদিগকে নিজেদের দুষমন বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। যেসকল ব্যক্তি আজ পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রার আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রতিপত্তি এবং— সুবিধা সম্ভোগের লোভ এরূপ উৎকট মূর্তি ধারণ করিয়াছে যে, পাকিস্তানের সমস্ত শাসন সৌকর্য একদলীয় ডিক্টেটোরিয়ল শাসনপদ্ধতিতে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। সীমাহীন ক্ষমতা লাভের মোহ মুছলিম লীগের ন্যায় গণ-প্রতিষ্ঠানকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী গণ যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের অভিভাবক, তাঁহারাই স্বস্ব প্রাদেশিক লীগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেতৃত্বের আসনে সমারূঢ় হইয়াছেন। এই ভাবে—কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীও নিখিল পাকিস্তান মুছলিম লীগের সভাপতিত্বের আসন অলংকৃত করিয়া উহাকে ধন্য করিয়াছেন। সোজা কথায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকেই জাতির আশা ভরসার প্রতীক এবং তাহাদের ঐকচ্ছত্র অভিভাবক মনোনীত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সরকারের "পরিগৃহীত নীতি ও কার্যপদ্ধতি যতই বিগর্হিত, ত্রুটি সম্পন্ন ও স্বৈরাচার মূলক হউক না কেন, উহাকে মুছলিম লীগের নীতি ও পদ্ধতি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে! ফলকথা, যে লীগ জনমণ্ডলীর আশা ও আকাঙ্খার ধারক ও বাহক ছিল, জাতির প্রকৃত আশা ভরসার সহিত সরকারী নীতির সংঘর্ষ ঘটিলেও অতঃপর সেই মুছলিম লীগের পক্ষে জনমণ্ডলীর সমর্থনে উত্থান করার কোন উপায় রহিবেনা। এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা আপাত দৃষ্টিতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হইল বটে কিন্তু ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মুছলিম লীগের প্রতি জনমণ্ডলীর আস্থা ও আগ্রহ কেমন করিয়া বর্ধিত হইবে?

বর্তমান সন্ধিক্ষণে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষকে এড়াইবার আগ্রহে এই বিসদৃশ ও অসমঞ্জস অবস্থাও কিছু কালের জন্য মানিয়া লওয়া চলিত, কিন্তু সরকারের অনিশ্চিত নীতি ও নিষ্ফল শাসনব্যবস্থার যে মর্মবিদারক দৃশ্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা লক্ষ করার পর শুধু লম্বা বুলি আর উচ্চ মঞ্চের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দলগুলির সহিত জনমণ্ডলীর সহানুভূতির মোড় ঘুরাইয়া ফেলা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে?

অনিশ্চিত নীতির ভয়াবহ ফল

আমরা আগাগোড়া লক্ষ করিয়া আসিতেছি যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্মুখে এযাবৎ যতগুলি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, পাকিস্তান সরকার অদ্যাবধি তন্মধ্যে একটি বিষয়েরও চরম ও সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই গড্ডলিকা নীতির ফলেই জুনাগড়, কাশ্মীর,—মংগ্রোল ও হায়দ্রাবাদ পাকিস্তানের হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং এই ভয়াবহ নীতিরফলেই কাশ্মীরও যে —পাকিস্তানের হস্তচ্যুত হইবে সে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একদিকে কাশ্মীরে ভারত সরকারের বে আইনী—জবর দখল যেমন আইনসঙ্গত অধিকারে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তেমনি অপরদিকে জেনেভা বৈঠকে স্যর জাফরুল্লাহ খাঁর বৈদেশিক নীতির অথর্বতা—দিবালোকের মত পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও সিকিউরিটী কাউন্সিলে ধর্ণা দেওয়ার সনাতন রীতি ছাড়া—কাশ্মীর উদ্ধার করা সম্পর্কে পাকসরকার কোন—কার্যকরী ও বলিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেছেননা। এই গর্হিত নীতির দরুণেই কায়েদে-মিল্লত লিয়াকত আলী খান শহীদের হত্যাকারীরা আজ পর্যন্ত বগল বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই নীতির ফলেই পূর্বপাকিস্তানের মেরুদণ্ডরূপী—পাটচাষীদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য সংকট এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা সরকারের অনিশ্চিত নীতির ফলে কোন্ স্তরে নামিয়া আসিয়াছে—ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা এবং খাদ্যের দুর্মূল্যতা যাঁহারা লক্ষ করিতে সমর্থ তাঁহাদের নিকট ইহা—অবিদিত নাই। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত নীতি পাকসরকারের উল্লিখিত আচরণে একদিকে যেমন ধূম্রাচ্ছন্ন ও অস্পষ্টতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে তেমনি পক্ষান্তরে পাকিস্তান-বিরোধী—দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচি-বিকারের উন্মত্ততাও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাকিস্তানের আধুনিক শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মাননীয় মৌঃ এ, কে, ফজলুল হক ছাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে—"এই দেশে এমন এক—শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, দেশের জনসাধারণকে—গোমরাহীর অন্ধকারে বদ্ধ করিয়া রাখাই সরকারের ফন্দী"। সরকারের ফন্দী যাহাই হউক না কেন এবং মাননীয় হক ছাহেব যে উদ্দেশ্যেই এতদিন পর সরকারের এই ফন্দী ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়া থাকুননা কেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, যে আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে—পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছিল প্রচলিত শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষের সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। আল্লাহ না করুন, পাকিস্তানকে নির্মূল করার—অভিসন্ধি লইয়া যদি কোন সংগ্রাম এই রাষ্ট্রে শুরু হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের বর্তমান ইউনিভার্সিটী ও স্কুল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দই সে সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবেন। ঢাকা যাত্রাকালে পাকপ্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে কাশ্মীর সম্বন্ধে নূতন নীতি—প্রচার করা হইবে, কিন্তু অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশিত শ্লোগানের ভিতর কোন আশার সুরই আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল না। এই—সর্বনাশা নীতির ফলে বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা, হিন্দুস্থানে তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির—উদ্ধার অথবা বিনিময় সাধন এবং পাকিস্তানের বাস্তত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তির সুনিয়ন্ত্রণ অদ্যাবধি সম্ভবপর হইলনা। পাকিস্তানের সংখালঘুদলের — অধিকাংশই বিগত পাঁচ বৎসরের ভিতর পাকিস্তানকে আপন রাষ্ট্ররূপে বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হন নাই, ফলে এই দীর্ঘসময়ের ভিতর হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে অশান্তি ও অসন্তোষ বর্ধিত এবং — ভিত্তিহীন ও অবাঞ্ছিত সংবাদাদি পরিবেশন করার অসৎ উদ্দেশ্যে তাহাদের একটী দল উভয় রাষ্ট্রে — অবিরামভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন। এতদিন এই অনিষ্টকর অবস্থার প্রতিকার পাক-সরকার কর্তৃক সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি এ সম্পর্কে—পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের গড়িমসি নীতির ফলে উহাও এক বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইবে কিনা কে জানে? পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে যাঁহারা নীতিগত মতবৈষম্যের ফলে লীগের বর্তমান অধিনায়কগণের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, রাষ্ট্রের ব্যাপক ও বৃহত্তর স্বার্থের তাকীদেও আমাদের নেতারা তাঁহাদিগকে আজও ক্ষমা করিতে — পারিতেছেননা, অথচ রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতেও যে সকল বৈদেশিক ও বিজাতীয় ব্যক্তি অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, পাকিস্তানের অনুরাগ ও উহার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততার কি নিদর্শন তাঁহাদের আচরণে পাওয়া গিয়াছে, লীগসরকার তাহা ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

এই অনিশ্চিত নীতির ফলেই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজ্য শাসন বিধান সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের সরকার এবং নেতৃমণ্ডলীর পক্ষে সম্ভবপর হইলনা। কোরআন ও ছুন্নাহকে পাক সংবিধানের মৌলিক উপাদান বলিয়া উদ্দেশ্য প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইলেও এবং পাকিস্তানকে আদর্শ—ইছলামীরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোরআন ও ছুন্নাহর সহিত আমাদের নাগরিক জীবনের কোন সামঞ্জস্যই আজ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিলনা — বরং অতীতকালে বৈদেশিক শত্রুদের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন — অনৈছলামিক প্রভাবে যতটা প্রভাবান্বিত হইতে পারে নাই তদপেক্ষা বহু বেশী অনৈছলামিকতার অভিশাপে আজ আমাদের সমাজ জীবন ভারাক্রান্ত হইয়া— পড়িয়াছে। সর্বত্র চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, ঘুষ, ব্যভিচার ও স্বজন প্রীতির উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। শান্তি ও সুশৃঙ্খল জীবন যাত্রার কথা স্বপ্নে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মুছলিম লীগ যদি তাঁহাদের সরকারের এই মারাত্মক অনিশ্চিত ও অসমঞ্জস নীতি পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিপক্ষগণের সমুদয় চীৎকার অরণ্য — রোদনে পর্যবসিত হইবে নতুবা মুছলিম লীগের পক্ষে জনমণ্ডলীর হৃদয় আকর্ষণ করার আশা সুদূর পরাহত। পুলিশের লাঠি চার্জ আর নিরাপত্তা আইনের জোরে কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারেনা একথা মুছলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যত শীঘ্র অনুভব করিতে পারিবেন তাঁহাদের এবং দেশের ও দশের পক্ষে ততই মঙ্গলজনক হইবে।

শাশ্বত বংগের সমালোচনা

তর্জুমানুলহাদীছের বিগত ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ কর্তৃক সংকলিত শাশ্বত বংগের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমালোচনা পাঠ করিয়া গ্রন্থকার অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন এবং সমালোচককে গালিগালাজ করিয়া তর্জুমান সম্পাদকের নিকট উপর্যুপরি দুইখানা পোস্টকার্ড লিখিয়াছেন। আমরা অধ্যাপক ছাহেবকে জানাইতেছি যে, তিনি তর্জুমানে প্রকাশিত সমালোচনার সঙ্গত ও ভদ্রোচিত প্রতিবাদ লিখিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে সুবিধা ও সুযোগমত তর্জুমানে উহা প্রকাশলাভ করিতে পারে কিন্তু তিনি এক শ্রেণীর—সাহিত্যিকের নিকট যে গরীমালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার বিনিময়ে আমরা তাঁহার অভদ্রোচিত আস্ফালনের বৈধতা স্বীকার করিতে পারিবনা। সাহিত্যিকতার এত বড় অভিমান সত্ত্বেও তাঁহার এই রুচিবিকারে আমরা সত্যই কৌতুক অনুভব করিতেছি।

তর্জুমানুলহাদীছের বর্তমান সংখ্যা

তর্জুমান সম্পাদকের যকৃত ও হৃদয়যন্ত্রের পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত দুই মাস কাল হইতে তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়িয়া আছেন। অত্যন্ত অসুস্থতার জন্য তফ্ছীর, ইছলামের ইতিহাস, ফতাওয়া ও অনুবাদ প্রভৃতি ক্রমশিকভাবে প্রকাশ্য প্রবন্ধগুলি তর্জুমানের বর্তমান বিলম্বিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইলনা, ও গুলির পরিবর্তে সম্পাদকের অন্যান্য লেখার কতক উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হইল। আল্লাহর ফযলে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইতে পারিলে আগামী সংখ্যায় প্রবন্ধাদি যথা নিয়মে উপস্থিত করা সম্ভবপর হইবে। পাঠকবৃন্দ তাঁহার জন্য অনুগ্রহপূর্বক দোআয় বিরত — হইবেননা।

www.ahlehadeethbd.org